নবোদয়

বার্ষিকী- ২০২৪

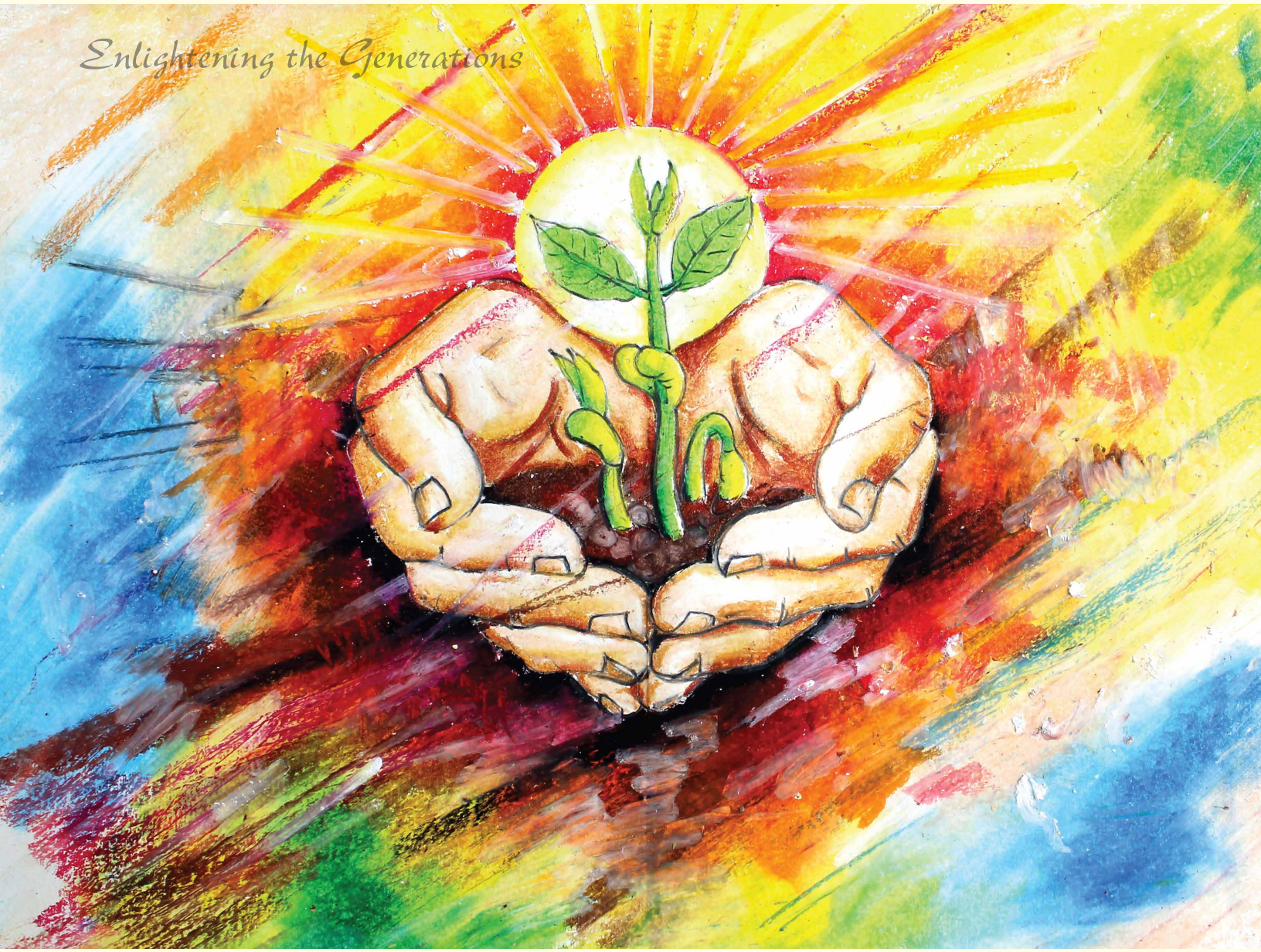

SKS SCHOOL & COLLEGE
ESTD-2017
EIIN-138400

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

নবোদয় | Nabodoy
২০২৪

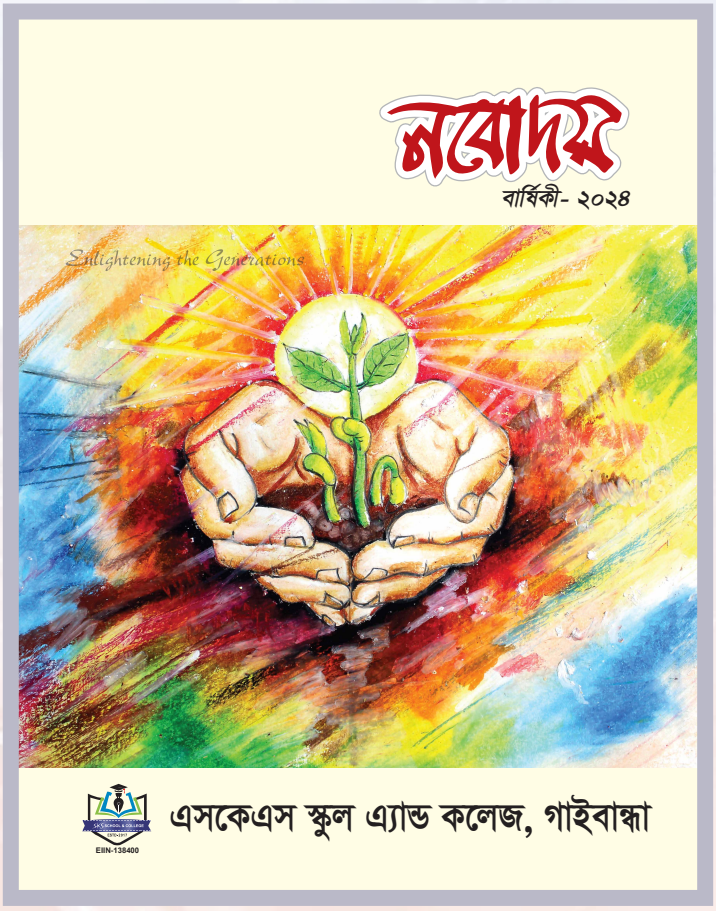

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

SKS SCHOOL & COLLEGE, GAIBANDHA

কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহা, গাইবান্ধা-৫৭০০
ফোন: +৮৮-০২৫৮৮৮৭৭৬৩৩, মোবা: ০১৭৩০-০৭২৫০০
www.skssc.edu.bd

নবোদয়

৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
০১ ডিসেম্বর ২০২৪
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : রাসেল আহম্মেদ লিটন
সভাপতি, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

উপদেষ্টা : আব্দুস সাত্তার
অধ্যক্ষ, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

সম্পাদক : ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ : মো. ফরহাদ হোসেন প্রভাষক, বাংলা
মো. পলাশ মিয়া প্রভাষক, অর্থনীতি
মিহির সরকার সিনিয়র শিক্ষক, চারু ও কারুকলা
মো. আব্দুর রাজ্জাক সরকার সিনিয়র শিক্ষক, ইংরেজি
দেবাশীষ রায় সহকারী শিক্ষক, বাংলা
তনি আসফিম সহকারী শিক্ষক, বাংলা
অথৈ আলো দ্বাদশ, মানবিক
মাহবুব রব্বানী মিজান দশম, ডালিয়া
আব্দুল্লাহ আল মামুন নবম, ডালিয়া

শিল্প নির্দেশনা : মো. ফরহাদ হোসেন প্রভাষক, বাংলা

প্রচ্ছদ : মিহির সরকার সহকারী শিক্ষক, চারু ও কারুকলা

ডিজাইন : মো. রোকনুজ্জামান রোকন

সহযোগিতায় : এসকেএস ফাউন্ডেশন

মূদ্রণ : এসকেএস প্রিন্টার্স
শনি মন্দির রোড, গাইবান্ধা
কথা: ০১৭৩০ ৭৯৪৯৭৬

সূচিপত্র

বাণী	০৫ - ০৭
সম্পাদকীয়	০৮
এক সুতোয় গাঁথা	০৯ - ১৮
শিক্ষার্থী কর্নার	১৯ - ৩০
সৃজনের স্রোতে	৩১ - ৮০
তুলির আঁচড়	৮১ - ১০৮
স্মৃতির পাতারা	১০৯ - ১৩২

এসএসসি- ২০২৪ কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ জনাব মো. খলিলুর রহমান মহোদয়কে সম্মাননা প্রদান

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুরের কলেজ পরিদর্শক
মো. আবু সায়েম মহোদয়ের এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন

সভাপতির বাণী

একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষা। মানসম্মত শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। শিক্ষাই সৃজন করে সৎ, দেশপ্রেমিক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক। যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষিত জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে সম্মানের সাথে দাঁড়াতে প্রয়োজন প্রায়োগিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিশ্রুতিশীল মানবসম্পদ।

বর্তমান প্রজন্মকে মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুধু লেখা-পড়া ও সনদ অর্জনে সহায়তা করে না; বরং শিক্ষার্থীদের মননশীলতা, সৃজনশীলতা, বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা ও আত্মোপলব্ধির সৃজনভূমিও। বই-পুস্তকের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার চর্চা ও তা প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে 'ম্যাগাজিন'। আজকের সম্ভাবনাময় ক্ষুদে লেখক ও আঁকিয়েরাই আগামী দিনের স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং দেশের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করবে। যা দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

'নবোদয়' এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ- এর ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত মান ও মননশীলতার প্রামাণ্য দর্পণ। 'নবোদয়' পঞ্চম সংখ্যায় যেমন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতার ছাপ রেখেছে তুলির আঁচড়ে, লিখেছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, তেমনি সৃজনশীল কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে লিখেছেন শিক্ষকমণ্ডলীও। শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল চিন্তা-মননের ফসল ম্যাগাজিন 'নবোদয়'। এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেয়ার একটি প্রয়াস।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে আগামীতে 'নবোদয়' একটি ঋদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হিসেবে চিহ্নিত হোক সে প্রত্যাশা করি। এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ- এর এ প্রয়াস সকলের কাছে সমাদৃত হোক। 'নবোদয়' এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
সভাপতি
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণে সভাপতি মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

৫২ তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এডিসি মহোদয়ের নিকট থেকে পুরস্কার ও সনদপত্র গ্রহণ

অধ্যক্ষের বাণী

শিক্ষা হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় পরিব্যাপ্ত জ্ঞানার্জনের একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাবলির উন্নয়ন ঘটে। এর ফলে একজন শিক্ষিত মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ এবং সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সহজেই সমর্থ হয়। মানবীয় মূল্যবোধ, কর্তব্যপরায়ণ, শিষ্টাচার, সহনশীলতা, দেশপ্রেম ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত হয়। এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা জ্ঞান বিকাশের সেই পথে ধাবমান। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'নবোদয়'র পঞ্চম সংখ্যা তারই একটি উজ্জ্বল প্রয়াস। শিশু কিশোরদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ, মুক্তবুদ্ধি ও সাহিত্য চর্চা, ভাবের আদান-প্রদান এবং মনোবিকাশের এক অনন্য মাধ্যম ম্যাগাজিন। ভবিষ্যত লেখক হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এটি অনেকটা বীজতলার মতো।

'নবোদয়'র পঞ্চম সংখ্যার পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তারুণ্য উচ্ছল স্মৃতিকথা। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর হোক, সফল হোক, এই শুভ কামনা রইল।

মো. আব্দুস সাত্তার
অধ্যক্ষ
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা
প্রাক্তন অধ্যক্ষ
ক্যান্ট, পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর

সম্পাদকীয়

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মৌলিক চেতনা প্রকাশের লক্ষ্যেই প্রকাশ হল বার্ষিক মুখপত্র "নবোদয়"র পঞ্চম সংখ্যা। কাঁচা হাতের লেখা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জন, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম তারায় তারায় খচিত রয়েছে এতে। আমাদের এই প্রচেষ্টা বৃহৎ সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলবে বলে আমরা আশাবাদী।

"ম্যাগাজিন" প্রকাশে শিক্ষার্থীদের বিপুল সাড়া আমাদের অভিভূত করেছে। চিন্তিত করেছে লেখা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে। পরিসরের স্বল্পতায় সুন্দর ও পরিকল্পিত অবয়বের স্বার্থে অনেক লেখা রয়ে গেছে অপ্রকাশিত।

"নবোদয়" পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় উপদেশ ও দিক-নির্দেশনা, শিক্ষকমণ্ডলীর প্রচেষ্টা, শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, এসকেএস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা এবং সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞ সম্পাদন।

এ জন্যে আমরা তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. অনামিকা সাহা
সম্পাদক
নবোদয়, বার্ষিকী- ২০২৪
উপাধ্যক্ষ
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা
প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ
ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

এক সুতোয় গাঁথা...

গভর্নিং বডি

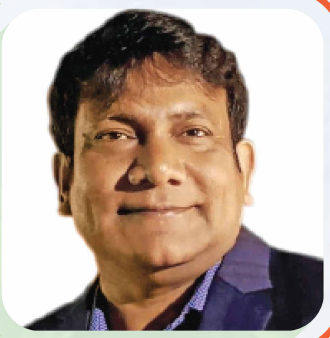

রাসেল আহম্মেদ লিটন
সভাপতি
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

খন্দকার জাহিদ সরওয়ার
অভিভাবক সদস্য

মো. আবদুল্যাহ্ আল মামুন
অভিভাবক সদস্য

আছমা আরজু
অভিভাবক সদস্য

মো. মিজানুর রহমান
শিক্ষক প্রতিনিধি
প্রভাষক (রসায়ন)
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

দিলজাহান দিপ্তী
শিক্ষক প্রতিনিধি
সিনিয়র শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

মো. আব্দুস সাত্তার
সদস্য সচিব
অধ্যক্ষ
এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

নবোদয়

m¤úv`bv cl`

ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ

মো. ফরহাদ হোসেন
প্রভাষক (বাংলা)

মো. পলাশ মিয়া
প্রভাষক (অর্থনীতি)

মিহির সরকার
সিনিয়র শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)

মো. আব্দুর রাজ্জাক সরকার
সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি)

দেবাশীষ রায়
সহ. শিক্ষক (বাংলা)

তনি আসফিম
সহ. শিক্ষক (বাংলা)

অথৈ আলো
দ্বাদশ শ্রেণি, শাখা: মানবিক

মাহবুব রব্বানী মিজান
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

আব্দুল্লাহ আল মামুন
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকবৃন্দ

মো. আব্দুস সাত্তার
অধ্যক্ষ

ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ

শিক্ষকবৃন্দ

কলেজ শাখা

মো. গোলাম রসুল
প্রভাষক (গণিত)

মো. ফরহাদ হোসেন
প্রভাষক (বাংলা)

মো. মিজানুর রহমান
প্রভাষক (রসায়ন)

মো. পলাশ মিয়া
প্রভাষক (অর্থনীতি)

মো. সামিউল হক সৈকত
প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)

মো. ছিদ্দিকুর রহমান
প্রভাষক (পৌরনীতি ও সুশাসন)

মোহাম্মদ শিশির তালুকদার
প্রভাষক (ইংরেজি)

নারায়ন কুমার
প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান)

মো. মেফতাহুল বারী
প্রভাষক (গণিত)

মো. শাহজাহান মিয়া
প্রভাষক (ইংরেজি)

সঞ্জয় কুমার চৌধুরী
প্রভাষক (ভূগোল)

মো. বকুল হাসান
প্রভাষক (ইতিহাস)

নাসির উদ্দিন
প্রভাষক (মনোবিজ্ঞান)

মো. সৈকত হোসেন
প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান)

মো. আরিফুল ইসলাম
প্রভাষক (রসায়ন)

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

মোছা. লুৎফুন নাহার
সিনিয়র শিক্ষক (গার্হস্থ্য)

মো. মতিউর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

মোছা. লায়লা সানজিদা পারভীন
সিনিয়র শিক্ষক (বাংলা)

শারমিন আক্তার
সিনিয়র শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)

রেনেসা করিম
সিনিয়র শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

দিলজাহান দিপ্তী
সিনিয়র শিক্ষক (জীববিজ্ঞান)

মিহির সরকার
সিনিয়র শিক্ষক (চারু ও কারুকলা)

মো. সাখাওয়াত হোসেন
সিনিয়র শিক্ষক (গণিত)

মো. আব্দুর রাজ্জাক সরকার
সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি)

মহসিনা মাহবুবা
সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)

মোছা. রুম্মান আক্তার তন্বী
সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)

মোতাছিম বিল্লাহ
সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

মীনা রানী সাহা
সহকারী শিক্ষক (হিন্দু ধর্ম)

মোছা. শারমিন আখতার
সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান)

মো. আবুল কালাম আজাদ
সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

মো. আমিনুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)

শিক্ষকবৃন্দ

স্কুল শাখা

দেবাশীষ রায়
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

তনি আসফিম
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

তাসনিম তামান্না
সহকারী শিক্ষক (সাধারণ)

শারাবান তহুরা
সহকারী শিক্ষক (সাধারণ)

সাজ্জা খানম মিমিয়া
সহকারী শিক্ষক (সাধারণ)

মো. আবু সাঈদ সরকার
সহকারী শিক্ষক (গণিত)

প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সন্ধ্যা রাণী চৌহান
অ্যাকাউন্স অফিসার

শিরীন আক্তার লিজা
সিনিয়র কাউন্সিলর অ্যান্ড রিলেশন অফিসার

মো. পামেল চৌধুরী
সিনিয়র সেকশন অফিসার

মো. বোরহান কবির
সিনিয়র হিসাব সহকারী

আকতার হামিদ
বাস ড্রাইভার

মো. শফিক আহম্মেদ
বাস ড্রাইভার

মো. পারভেজ বাবু
বাস ড্রাইভার

মো. দুখু মিয়া
বাস ড্রাইভার

মো. আতিকুর রহমান
বাস ড্রাইভার

মো. নবিরুল হক
বাস ড্রাইভার

মো. গোলাম মোস্তফা
বাস ড্রাইভার

মো. আতিকুর রহমান
অটো ড্রাইভার

মো. শাহিন মিয়া
সাপোর্ট স্টাফ

মো. হারুন অর রশিদ
সাপোর্ট স্টাফ

মোছা. আলো আক্তার
সাপোর্ট স্টাফ

মোছা. তহমিনা খাতুন
সাপোর্ট স্টাফ

প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

মো. সুইট মিয়া
সাপোর্ট স্টাফ

আশিকুর রহমান ইদুল
সাপোর্ট স্টাফ

আশিকুর রহমান
সাপোর্ট স্টাফ

মো. লিখন মিয়া
সাপোর্ট স্টাফ

মো. আল মামুন সরকার
সাপোর্ট স্টাফ

মো. শাকিল মিয়া
ইলেকট্রিশিয়ান

মো. আব্দুর রশিদ
মালী

মোছা. সাথি আক্তার
আয়া

মোছা. শারমিন আক্তার
আয়া

মোছা. আর্জিনা বেগম
ক্লিনার

মোছা. মরিয়ম বেগম
ক্লিনার

মোছা. রমেনা বেগম
ক্লিনার

মোছা. শিল্পী বেগম
ক্লিনার

সাধনা রানী
ক্লিনার

মোছা. কাকুলী বেগম
ক্লিনার

মো. আনোয়ারুল ইসলাম
সুপারভাইজার, নিরাপত্তা প্রহরী

মো. সাহেব উদ্দিন
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. সামছুল ইসলাম
নিরাপত্তা প্রহরী

মো. রাশেদ মিয়া
নিরাপত্তা প্রহরী

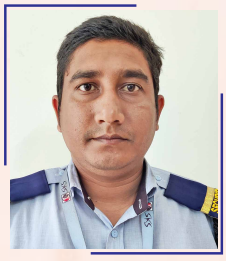

মো. জাকির হোসেন
নিরাপত্তা প্রহরী

সমাবেশে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলী

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের সাথে ক্যামেরাবন্দী শিক্ষার্থীদের একাংশ

শিক্ষার্থী কর্নার...

SKS School & College, Gaibandha

SSC Result-2024

(At a glance)

Appeared	GPA-5	GPA 4.00>5.00	GPA 3.00>4.00	GPA 2.00>3.00	F	Total Pass	Percentage
52	28	20	04	-	-	52	100%

HSC Result-2024

(At a glance)

Appeared	GPA-5	GPA 4.00>5.00	GPA 3.00>4.00	GPA 2.00>3.00	F	Total Pass	Percentage
108	16	47	29	10	06	102	94.44%

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের সাফল্য

প্রতিযোগিতার পর্যায়	মোট অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	বিজয়ী শিক্ষার্থীর সংখ্যা
উপজেলা পর্যায়	৬০	৫০ (২২ জন প্রথম স্থান)
জেলা পর্যায়	৭০	৫৭ (৩০ জন প্রথম স্থান)
বিভাগীয় পর্যায়	০৪	০২ (১ জন প্রথম স্থান)
জাতীয় পর্যায়	০৪(২০২২-২৪)	০১ (২০২২)

আমাদের তারকারা

এসএসসি- ২০২৪ সালের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

ওয়াকিল আহমেদ সাকিব

খন্দকার আশিয়ানা নাজনীন দিবা

জান্নাতুল ফেরদৌস

তৈশি রানী সরকার

মো. আব্দুল্লাহ আল লিখন

মো. আব্দুল্লাহ হেল মেধা

মো. আল মুত্তাকিন লিয়ন

মো. আহসাব রাব্বি

মো. ইশতেয়াক আহমেদ রাফিন

মো. জিয়াউর রহমান জিম তালুকদার

মো. তাওসিফ হিমন

মো. তামিম সরকার

মো. দিদারুল হাসান চৌধুরী

মো. ফারহান সাদিক সিয়াম

মো. বোরহান মন্ডল

মো. মাহবুব হাসান

মো. মাহমুদুল হাসান অরণ্য

মো. মেহেদি হাসান তুষার

মো. মোতাসিম মাহমুদ অভি

মো. রাজিব প্রধান

আমাদের তারকারা
এসএসসি- ২০২৪ সালের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

মো. সিয়াম ইবনে আনাম

মোছা. ফেরদৌসী আক্তার

মোছা. মাইশা জামান রিশা

রাদিয়া ইসলাম হৃদি

শেখ সিফার বিন সাফিউল

সাইমুন সাদিয়া রিদি

সিয়ান বিন আলম

মো. আসলাম কিবরিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া শিক্ষার্থীবৃন্দ

জান্নাতুল নাঈম ঐশি
ইংরেজি বিভাগ
শাহাজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সাদিয়া ইসলাম সিথি
নাট্যকলা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

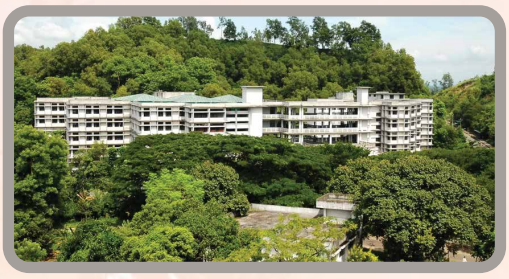

আমাদের তারকারা
এইচএসসি- ২০২৪ সালের জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা

মো. আবু বক্কর সিদ্দিক

তাওসিফ আহমেদ

মো. শিহাব মিয়া

মো. রাকিব হাসান রাহুল

মোছা. ফাতেমা আকতার

মো. সিরাজুল ইসলাম শিমুল

মো. আব্দুল্লাহ আল নাকিব

মো. মাহ্‌মুদুল হাসান মুগ্ধ

মো. রায়হান পারভেজ

আব্দুল্লাহ আল নোমান

মো. সাবিরুজ্জামান দিগন্ত

মো. আলিফ প্রধান

মো. ফুয়াদ হাসান

দূর্জয় আহম্মেদ তিতাস

মো. তাওহীদ ইসলাম

রুবাইয়াত হোসেন

ছাত্র সংসদ-২০২৪

মো. আব্দুস সাত্তার, অধ্যক্ষ
সভাপতি

ড. অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ
উপদেষ্টা

মো. গোলাম রসুল
প্রভাষক (গণিত)
কো-অর্ডিনেটর, কলেজ শাখা
উপদেষ্টা

মো. ফরহাদ হোসেন
প্রভাষক (বাংলা)
কো-অর্ডিনেটর, মাধ্যমিক শাখা
উপদেষ্টা

মো. সাখাওয়াত হোসেন
সিনিয়র শিক্ষক (গণিত)
কো-অর্ডিনেটর, প্রাথমিক শাখা
উপদেষ্টা

মুহাম্মদ রায়হানুল ইসলাম
সহ-সভাপতি
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান

রুমানা ইয়াসমিন
সাধারণ সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

আব্দুল্লাহ আল মামুন
সহ-সাধারণ সম্পাদক
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া

সাজনাচ হক প্রাপ্তি
ক্রীড়া সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান

মোছা. ফারিয়া আক্তার
সহ-ক্রীড়া সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

সাদিয়া আফরোজ ইভা
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান

রাত্বিলা রোবাইয়াত
সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ড্যাফোডিল

নুসরাত জাহান নেহা
লাইব্রেরি সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

মো. সৌরভ আহমেদ
সহ-লাইব্রেরি সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

মো. রিয়ন মিয়া
সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

মো. সানজিদুল হাসনাত
সহ-সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

মো. রাজিন কবির হিমেল
প্রচার সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

মো. মোস্তাফিজুর রহমান
সহ-প্রচার সম্পাদক
শ্রেণি: দশম, শাখা: ডালিয়া

আরিফুল ইসলাম সাকিব
সদস্য-১
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক

মো. আবু বকর সিদ্দিক বিজয়
সদস্য-২
শ্রেণি: দশম, শাখা: ড্যাফোডিল

হুমায়রা হিমু
সদস্য-৩
শ্রেণি: নবম, শাখা: ডালিয়া

দেবলিনা মোহন্ত
সদস্য-৪
শ্রেণি: নবম, শাখা: ড্যাফোডিল

মো. আবু তালহা
সদস্য-৫
শ্রেণি: নবম, শাখা: ড্যাফোডিল

জান্নাতুল ফেরদৌস জিম
সদস্য-৬
শ্রেণি: নবম, শাখা: দোলনচাঁপা

রবিউল হাসান জিম
সদস্য-৭
শ্রেণি: নবম, শাখা: দোলনচাঁপা

আমাদের স্বপ্ন-সারথি

শ্রেণিঃ প্লে, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ প্লে, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ নার্সারি, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ নার্সারি, শাখাঃ ড্যাফোডিল

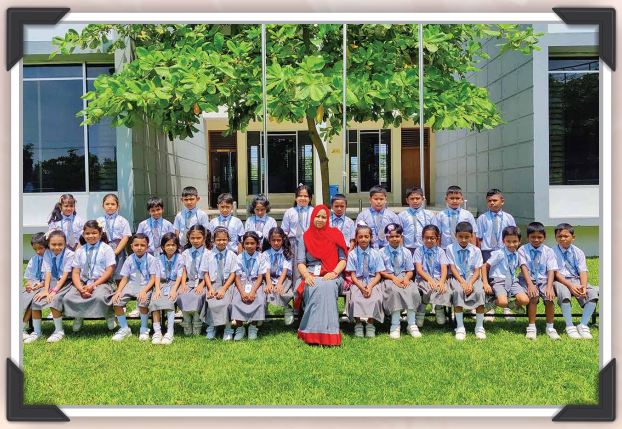

শ্রেণিঃ প্রথম, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ প্রথম, শাখাঃ ড্যাফোডিল

আমাদের স্বপ্ন-সারথি

শ্রেণিঃ দ্বিতীয়, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ দ্বিতীয়, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ তৃতীয়, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ তৃতীয়, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ চতুর্থ, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ পঞ্চম, শাখাঃ ডালিয়া

আমাদের স্বপ্ন-সারথি

শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ ষষ্ঠ, শাখাঃ দোলনচাঁপা

শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ সপ্তম, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ অষ্টম, শাখাঃ ডালিয়া

আমাদের স্বপ্ন-সারথি

শ্রেণিঃ অষ্টম, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ নবম, শাখাঃ ডালিয়া

শ্রেণিঃ নবম, শাখাঃ ড্যাফোডিল

শ্রেণিঃ নবম, শাখাঃ দোলনচাঁপা

শ্রেণিঃ দশম, শাখাঃ ডালিয়া

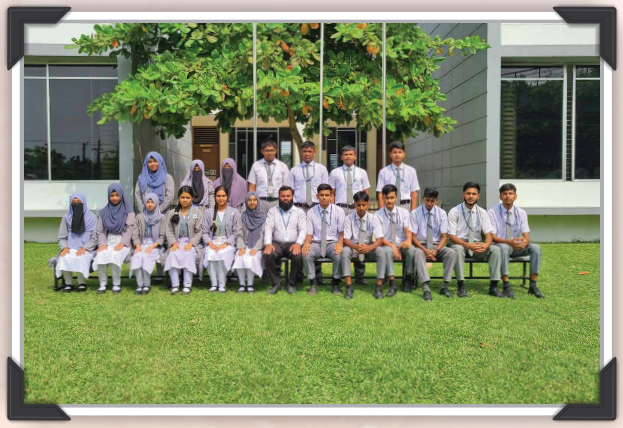

শ্রেণিঃ দশম, শাখাঃ ড্যাফোডিল

আমাদের স্বপ্ন-সারথি

শ্রেণিঃ একাদশ, শাখাঃ বিজ্ঞান

শ্রেণিঃ একাদশ, শাখাঃ মানবিক

শ্রেণিঃ দ্বাদশ, শাখাঃ বিজ্ঞান

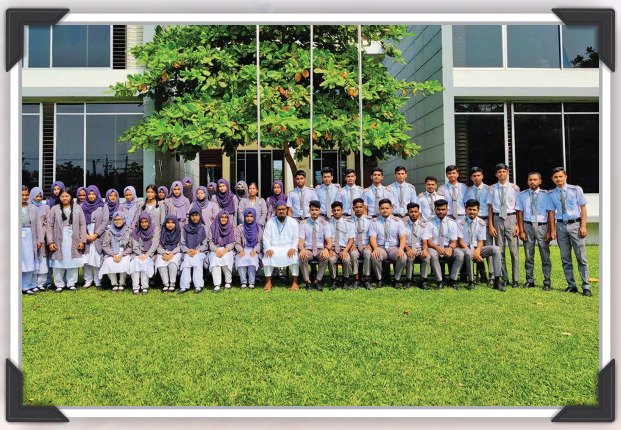

শ্রেণিঃ দ্বাদশ, শাখাঃ মানবিক এ

শ্রেণিঃ দ্বাদশ, শাখাঃ মানবিক বি

সৃজনের স্রোতে...

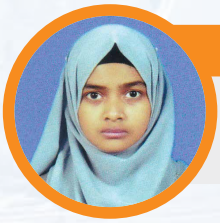

উম্মে নাজিয়া মরিয়ম

শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০২

স্বার্থ

স্বার্থের জন্য কাছে আসে
স্বার্থ শেষে নেই,
কোথায় যেন যায় হারিয়ে
আর কি পাওয়া যায়।
স্বার্থের জন্য মুচকি হাসে
স্বার্থে সে কাশে,
স্বার্থের জন্য রাগি চোখে
সাপের ন্যায় ফুসে।
স্বার্থের জন্য বলে কথা
স্বার্থ ছাড়া চুপ,
সবার কাছে গল্প করে
ভদ্র আমি খুব।
সারাটা দিন সুরে সুরে
মানবতার গান গায়,
মানবতার মন্ত্র এটা
শিখিয়েছেন দাদায়।

মোস্তারিন আক্তার লিসা

শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২১

মা

প্রিয় মা,
বলা হয়নি অনেক কথা।
অনেক লুকানো আশা,
মনের গহীনে থাকা অব্যক্ত ভাষা।
মাগো তুমি অনেক বড়
বিশাল তোমার মন
তোমার মত এই ধরাতে,
কেউ নাই আর আপন।
খোদা নবীর পরেই মাগো
শুধু তোমার আসন।
জীবন মোদের আলোকিত করে
মিষ্টি তোমার শাসন।
কোন কিছুতে শোধ হবে না
তোমার বুকের ঋণ।
খোদার দানের শ্রেষ্ট তুমি
অনন্ত অসীম।

তাহ্‌সীন-আল-জারিফ

শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৬৭

সাইকেল

সাইকেল চলে সাইকেল চলে,
ক্রিং ক্রিং শব্দ করে।
এই গলি ওই গলি,
ঢুকছে জোরে
সব ছাড়িয়ে
চলছে জোরে
ঘুরছে চাকা হনহনিয়ে
সাইকেল চড়ে
ঘুরি আমি অনেক জোরে।

ফারহানা রহমান নুহা

শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৩

ছোটবেলা

ছোটবেলায় করছি খেলা,
কাউকে করিনি অবহেলা।
বড় হয়ে করি না খেলা,
সবাইকে করি অবহেলা।
ছোটবেলা দিনগুলোর,
ভুলিনি আমি আজও।
ছোটবেলা হারিয়ে যায়,
পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে।
ছোটবেলায় ছিলাম ভালো,
আজ হয়েছি অনেক কালো।
ছোটবেলায় ছিলাম ছোট,
আজ হয়েছি অনেক বড়।
কেউ কখনো ভুলবে না,
নিজের ছোটবেলা।

মো. শিরহান
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৯

নববর্ষ

রং লেগেছে সবার মনে,
নববর্ষ পেয়ে
আমরা সবাই এই দিনটি পালন করি
পান্তা ইলিশ খেয়ে।
তাই তো
আমার কাছে তুমিই সেরা সকল মাসের চেয়ে।
নববর্ষ
গর্বিত মোরা সকলে তোমায় পেয়ে
তোমার জন্য বর্ষবরণ
তোমার জন্য মেলা
বাঙালিরা করেনি কখনো তোমায় অবহেলা।

সাজিদ হাসান
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৫৭

খুকুর বই পড়া

খুকুমনি পড়তে বসে
উল্টে দেখে বই,
খুঁজতে থাকে পাতায় পাতায়
ছবি আঁকা কই ?
ছুড়ে ফেলে বইখানা
আর মুখটি করে ভার,
কান্না ভেজা স্বরে বলে
পড়ব না কো আর।
কান্না জুড়ে দিলে সবাই
থামতে চায় যত
হাত পা ছুড়ে আরও জোরে
কাঁদতে থাকে তত।
দাদু যখন এন দিলেন
ছবি ভরা বই,
এক নিমেষে খুকু মনির
কান্না গেল কই?
হাসি খুশি ভরা চোখে
উল্টে দেখে পাতা,
শান্ত সবাই বাড়ীর
হাসল পিতা-মাতা।

সাবিহা তাব্বাসুম
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৭

ব্রহ্মপুত্র নদ

গাইবান্ধার প্রান্ত দিয়ে বয়ে গেছে
এক বিশাল নদ।
নাম তার ব্রহ্মপুত্র নদ
কারো জন্য সুখের নদ
কারো জন্য দুঃখের নদ
নাম তার ব্রহ্মপুত্র নদ।
বর্ষা ঋতুতে দেখায় তার চেহারা
গ্রীষ্ম ঋতুতে হয়ে যায় দুঃখের ইশারা
কৃষক-জেলে হয়ে যায় ভাই ভাই
সবাই মিলে মাছ ধরে এক জায়গায়
ব্রহ্মপুত্র নদ বিশাল মনের অধিকারী
তাহার ভিতর বসবাস করে নানা রকম প্রাণী
কোথাও দেখা যায় কুমির কাসিন
সবকিছুর মিলনস্থল ব্রহ্মপুত্র নদ।

প্রভাতী
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৫৯

পড়াশোনা

সারাদিন এক কাজ ভালো তো লাগে না,
নিত্যদিন করি যা তা হলো পড়াশোনা
সকাল-সাঝে, রাতে-বিকেলের মাঝে,
একটাই কাজ তা হলো পড়াশোনা।
লেখাপড়া, পড়াশোনা করে যায় অবিরাম
নেই কোনো ছুটি এর, নেই কোনো
বিশ্রাম।
ছোট থেকে শিখে আসা অ,আ,ক,খ
ভুলে যায় বড় হয়ে, এটাই দুঃখ।
মাঝখানে থেকে যদি কেউ করে প্রশ্ন,
সবকিছু যায় ভুলে, মন হয়
বিষণ্ন।

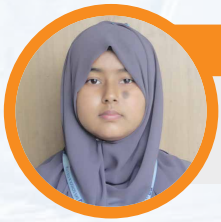

রাইসা মনি

শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৬৭

প্রকৃতি প্রেমি

আকাশটা মিশে গেছে নদীর বুকে
হৃদয়টা হারিয়ে গেছে সুন্দর বনের মাঝে।
অনেক গাছ কত বাহারি তার নাম,
সেই নামের মাঝে লুকিয়ে আছে তার গান।
গোধূলির মায়ায় মেতেছে প্রকৃতি
দেখতে লাগছে স্বর্গের পৃথিবী।
মনের মাঝে সরষের মাঠ,
আঁকা-বাঁকা নদীর ঘাট।
প্রকৃতির এই মায়া-মমতা
তুচ্ছ করে আমাদের কথা।

ফাতেমা তুজ জোহরা

শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৬৪

ভিক্ষুক

ঐ যে দেখছো লোকটা
হাঁটছে সারা বেলাটা,
তারও ছিল একটা পরিবার
হয়তো দুঃস্বপ্ন করছে তা ছার-খার
কেউ নেই তার সাথে
যা দাঁড় করিয়েছে তাকে পথে
সেই পথেই পাতছে দু-হাত
কেউ বা দিচ্ছে না তার সাথ
কারও বা মহানুভবের দান
বাঁচিয়ে রেখছে তার প্রাণ
পথে পথে হাটছে কিছু পাবার আশায়
সেই আশাই যেন জীবন বাঁচায়
আশায় তো মেটে না কঠোর জ্বালা
তার জীবন জুড়াই চলেছে অবহেলা।

সুরভী ইসলাম রিমা

শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০১

মানুষ মানে

মানুষ মানে, নিরীহ প্রাণী
তাই তো ভাবি ভাই,
তাদের থেকে অসৎ প্রাণী
এই ভুবনে নাই।
মানুষ মানে, সত্যবাদী
অসহায়দের ভাই,
তারাই আবার মিথ্যা বলে
যার কোনো ঠিক নাই।
মানুষ মানে, জ্ঞানের রাজা
জ্ঞানের নেই তো শেষ,
সেই মানুষই যে কাজ করে
তার নেই কোনো বেশ।
সর্বশেষে মানুষ তুমি
বহুরুপী তারা,
তোমায় দেখলে অন্যপ্রাণী
দেয় যে ইশারা।

নাফিস আল মুবিন

শ্রেণি: ৯ম, শাখা: দোলনচাঁপা
রোল: ১১৪

পতাকা

স্বাধীনতার জয় পেয়ে যে ধন্য আমরা ধন্য
একাত্তরের যুদ্ধ ছিল এই পতাকার জন্য।

এই পতাকার ছায়ার তলে গাই বিজয়ের গান
লাল সবুজের এই পতাকা আমাদের দেশের মান।

এই পতাকার জন্য কত বীর যোদ্ধা দিল প্রাণ
এই পতাকার জন্য কত মা হারাল তাদের সন্তান।

এই পতাকার জন্য আমরা পরিচিত আজ বিশ্বে
বাঙ্গালি হিসেবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে মানচিত্রে।

মো. মোসাদ্দেকুর রহমান মাহিম
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩৭

বাবা

বাবা তুমি বট বৃক্ষ
যার ছায়ায় প্রতিটি সন্তান সুরক্ষিত।
যেখানে এতোটুকু পাবে না ক্ষিপ্ত রোদ
যে জীবন ঝড়ের প্রতিবন্ধক।
তোমার চোখে দেখি জীবনের দর্পণ
যার হাত ধরে করি নির্মম,
নিষ্ঠুর জীবনে পর্দাপণ।
সুচরিত্র গঠনে পরম শিক্ষাদাতা
শত আঘাত যন্ত্রণার মাঝে
তুমি সান্ত্বনার আশা।
বাবা মানে শর্ত শাসন সত্ত্বেও
এক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।
তোমার অসম্পূর্ণ স্বপ্নপূরণ
আমার জীবনের প্রত্যাশা।
তুমি গল্পের আড়ালে থাকা এক মহানায়ক
যে গল্পের পরম নৈতিক শক্তি
বাবা তোমার নিরব ভালোবাসা।

শাম্মী আফরোজ
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

নতুন সকাল

রাত পোহালে নতুন সকাল
দেখার ইচ্ছে জাগে,
সকাল হলেই মনটা যে আর
আগের মতোই লাগে।
বিষণ্নতায় কেটে যায় সারাটা দিন,
রাত্রি হলে মনে হয়
দিনটা হতে পারতো রঙিন।
তবুও তো রাত্রি মাঝে
নতুন সকাল দেখি,
কিন্তু সকাল হয় না নতুন
মনের মাঝেই রাখি।
সর্বদা এই জীবনেতে
অন্ধকারের ছায়া
নতুন সকাল দেখতে আমার
বড্ড বেশি মায়া।
হঠাৎ কোনো একদিন
নতুন সকাল আসবে
অন্ধকার এই জীবনটাকে
রঙিন করে রাখবে।

মো. হাসিম মেজবা
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১০

স্কুল কী?

স্কুল মানে আনন্দ, স্কুল মানে খেলা
সবার সাথে মিলে-মিশে একসাথে চলা।
নানান জাতের নানান শিশু পাঠশালাতে যায়
বিকেল হলে নতুন করে খেলায় আসতে হয়।

নতুন ভাষা নতুন শেখা পাঠশালাতে হয়
তাইতো সবাই নিয়মিত পাঠশালাতে যায়।
চাঁদ-সূর্যের মিষ্টি হাসি দেখতে লাগে ভালো
স্কুল তো ঠিক তেমনি জ্বালায় প্রাণে আলো।

মো. শাহিন আলম
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১২

নতুন বছর

নতুন বছর নতুন আশা নতুন করে বেঁচে থাকা
নিজের সাথে প্রিয়জনদের ভীষণ ভালো রাখা।

নতুন বছরে হোক খুশিয় শুরু
কান্না হোক শেষ

মিলেমিশে থাকবো সবে থাকবে না কোনও বিদ্বেষ
নতুন বছরে সব দুঃখ ভুলে শুরু হোক,
নতুন বছরের পথচলা।
হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে এবার
ভালো ভাবে বেঁচে থাকার পালা।

আশরাফী আলম সঙ্গী
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২২

রঙ্গিন রঙ্গে বৈশাখী দিন

বৈশাখের পহেলা দিনে
একরাশ আনন্দ মনে
ঘরে বাইরে পথে ঘাটে
মন নাচে আজ আপন তালে।

ভিন্ন ভিন্ন আলপনাতে
স্বপ্ন বুনে জনে জনে
নানান রঙ্গের পোশাক পরে
ধারণ করি ঐতিহ্য কে।

চারিদিকে শখের বসে
দুলছে সবাই আপন মনে
ঘর সাজিয়ে মন সাজিয়ে
পান্তা ইলিশ খাই জমিয়ে।

রঙ্গিন রঙে উদার মনে
সব ভেদাভেদ যাই ভুলিয়ে
পান্তা আর মাটির থালা
অহংকারে মারবে তালা।

বৈশাখী দিনে উৎসবে মাতি
তাইতো মোরা বাঙ্গালি জাতি।

আফিয়া ইসলাম মেঘলা
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৪৫

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা চায় না কেহ এমন প্রাণী নেই
স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর থাকে প্রত্যেকেই।
ঘরের টবের গাছের চারা বাইরে যেতে চায়,
জানালা পথে উঁকি দিয়ে মনটা উড়ে যায়।
স্বাধীনতা সবার মনে অমূল্য এক ধন,
আমরা সবাই গড়ব স্বদেশ এই আমাদের পণ।

রুমাইয়া আক্তার পাপিয়া
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৪২

মা

তোমার চোখের মায়া পরান জুড়ানোর ছায়া
তোমার মাথার লম্বা কেশে প্রকৃতি সাজে আপন বেশে
তোমার হয় না গো তুলনা তুমি আমার জন্মদাত্রী মা।

তোমার কোলে তোমার বোলে তোমার মতো দরদ দিয়ে
স্নেহভরা চাদরে জড়িয়ে কেউ নেয় না তুলে
তোমার স্নেহ তোমার মায়া দিতে পারে না কেউ ভুলে।

বড় আমি হচ্ছি যতো তোমার কাছে ছোট্ট ততো
বায়না আমার বাড়ছে এতো পূরণ করছো সাধ্যমতো।
তোমার কাছে আমার বায়না হয় না কভু না
আমি তোমার লক্ষ্মী সোনা তুমিই আমার মা।

সানিয়াত ইস্রাফিল
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১৪

একুশের স্মরণে

আবার এসেছে একুশ বাংলার প্রকৃতিতে
একুশের মলিনতা নিয়ে,
আবার এসেছে একুশ বাংলার ঘরে ঘরে
স্বজনের বুক ফাটা হাহাকার নিয়ে।

আবার এসেছে ফাগুন বাংলার বাতাসে
শহিদের ঝলকিত রক্তের গন্ধ নিয়ে,
আবার এসেছে ফাগুন বাংলার রাজপথে
শহিদের ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে।

আবার এসেছে ফাগুন বাংলার মাঝে
ঘাতকের শৃঙ্খল ভেঙ্গে দিবে বলে
আজকের এই দিন একুশের বটমূলে।

কিছু ফুল ঝড়েছিল ঘাতকের বুলেটে
স্মৃতি হয়ে রবে তারা আজীবন বিশ্বের মনে।

ইসরাত জাহান আইভি
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৪

আমাদের বিদ্যালয়

শিক্ষার বাগানে বিকশিত ফুল,
এসকেএস স্কুল
এখানে শিক্ষকরা করে মোদের মেধাবিকাশ,
ফলাফলে পায় সেটারই প্রকাশ ॥

শিক্ষকরা শেখায় মানুষের মতো মানুষ হতে,
সবসময় প্রস্তুত থাক সত্য কথা বলতে
শিক্ষকরা জ্বালিয়ে দেয় জ্ঞানের আলো,
তাই ছাত্র- ছাত্রীরা বুঝতে পারে-
কোনটি মন্দ, কোনটি ভালো

আরো শেখায় কঠিন সময়ে কি করতে হয়,
না শেখালে সবসময় থাকতো মনে ভয়
শিক্ষকরা শেখায় ভালো শুধু নয় অর্জনের জন্য,
জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য,
তাই তোমরা ছোট- বড়দের করবে মান্য গণ্য।

আরো শেখায়, মা ও মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়
তাই তোমরা দেশের জন্য, ভালো কিছু কর।
সেরাদের সেরা ফুল, হয় গোলাপ ফুল
সেরাদের সেরা স্কুল এসকেএস স্কুল।

রোহিনী ইসলাম রাশি
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩৭

শিক্ষক

শিক্ষক মানেই শিক্ষাগুরু জ্ঞানের ছড়ায় আলো
সবার উপরে সম্মান তাহার চায় যে সবার ভালো।
শিক্ষক হলো জাতির গর্ব শিক্ষা দানেই ব্যস্ত
শিক্ষক মানেই নিঃস্বার্থবান সারা পৃথীবিতেই প্রমাণ।
শিক্ষক মানেই বিদ্যাসাগর কলম দিয়েছে শান
তলোয়ারের চেয়ে কলম বড় এটাই তার প্রমাণ।
শিক্ষক মানেই আদর্শবান শ্রদ্ধার শিরোনাম।

জান্নাতুল তাসনিম শিফা
শ্রেণি: ২য়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০২

নামেই মানুষ

আমরা সবাই নামেই মানুষ,
মানুষ হতে পারছি কই!
সবটা জেনেও ভুলের পথে
অকারণেই নষ্ট হই!
আমিই সেরা, আমি শ্রেষ্ঠ
অহংকারেই হারাই দিক!
জেদের বসে হাল ছাড়ি না
ভুল করলেও আমিই ঠিক!
আজ এমনি করেই মনুষ্যত্ব
দিন প্রতিদিন হচ্ছে শেষ!
থাকার ঘরে থাকছে শুধু
সব হারানোর নতুন দেশ।

মিতালী রহমান
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৬০

নাই নাই

সত্যি কথার দাম নাই,
উচিত কথার ভাত নাই
কাঁচা মরিচের ঝাল নাই,
মাছে কোন সাধ নাই,
আদালতে বিচার নাই,
চোরের কোন সাজা নাই,
দেশে কোন শান্তি নাই,
মুরুব্বিদের দাম নাই,
জোয়ান ছেলের সালাম নাই
মেয়েদের পর্দা নাই,
দোকানেতে বাকী নাই,
রাগী লোকের বুদ্ধি নাই,
মামু ছাড়া চাকরি নাই,
মূর্খ লোকের আক্কেল নাই,
নিষ্ঠুর লোকের মায়া নাই,
সৎ লোকের বন্ধু নাই।

মেহেরিমা মেওয়াদ
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৭

পড়তে না চাওয়া আমার মন

সুশিক্ষিত হতে সুশিক্ষা চাই
তার জন্য অনেক পড়তে হবে ভাই
আমরা সবাই সেটা মানি কি তাই
কিন্তু না মন যা চায় তাই করে যাই।

পড়ার ভয়ে করি যে কত তালবাহানা
যা আমাদের লক্ষ্য হিসেবে মানায় না।
পড়বো না বলে মাথায় ভূত চেপে বসে
না বুঝে শুধু অঙ্ক কষে মরে,
তার চেয়ে ভাই, চল পড়তে যাই
যা আমাদের কাম্য সেটাই-
লক্ষ্য হিসেবে নিজেকে গড়ে নিতে চাই।

জোবায়ের হাসান জয়
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৬১

মোদের ভাষা

মোদের দেশের একটি ভাষা
সবার মুখে ভাই
মূর্খ জ্ঞানী এই ভাষাতে
মনের কথা কয়।
নর-নারী ও পাখির কণ্ঠে
সবাই বলে ভাই,
এমন দেশে অন্য ভাষার
ঠাট বুঝি আর নাই।
আমাদের এই দেশটি যেন
কত মধুর ভাই,
গানের বন্যা বয়।
কাল্পনিকের কথা যখন
চিত্তে দোলা দেয়,
ভাবের ভাষায় কবি লেখক
গল্প লিখে যায়।
আছে কত স্মৃতি মাখা
দেশের মাঝে ভাই,
তাই না দেশের চিত্র শিল্পী
আঁকতে সবে চায়।

মুহাম্মাদ সাদিক শাহমাদ
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: দোলনচাঁপা
রোল: ১২১

আমার পল্লী বেলা

বহুদিন পরে মনে পরে আজি, আমার পল্লিগ্রাম,
আঁকা-বাঁকা-সরু মেঠো পথে যেথায়, মিশিয়া-রয়েছে,
সবুজ শৈশব কাল।
গলা-গলি ধরি কলাবন যেন, ঘিরিয়া রয়েছে তায়;
রাখাল যেথায় বাঁজায়, বাঁশি আপন নিরালায়।
সুতায় বাঁধা সরু পথ যেন, ফিরে ডাকে
সেই ঠিকানায়।

শৈশবে যেথায় বেঁড়ে উঠেছি,
মমতার আঙ্গিনায়।
কত না আদর করিতো জননী মোদের নয়ন ভরি
সারা দিনমান ছুঁটে বেড়াতাম থাকিতাম না বাড়ি।
বর্ষাকালে শাপলার ঝিলে ফুল তুলিবার ছলে,
বন্ধুরা মিলে ঝাঁপিয়ে পরিতাম পদ্ম-পাড়ের বিলে।
কত না মজা করিতাম মোরা বলিয়া হবে না শেষ
হাসি মুখে মোরা ঘরে চলিতাম তুলিয়া ছন্দ বেশ।

বৈকাল বেলা- সবুজ ঘাসের বুকেতে উঠে প্রজাপতির মেলা
ওদের সাথে তাল মিলিয়ে কত করিতাম খেলা
ঘাসফড়িং এর পিছন ঘুরে ভেবে হইতাম বেশ
কোথায় তাদের ঘর বাড়ি আর কেমন তাদের দেশ
পল্লী গায়ের পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের পালা,
গোধূলি আলোয় ঢেকে গেল যেন আমার পল্লী বেলা ॥

আব্দুল্লাহ ইউসুফ
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৬

সূর্য মামা

সূর্য মামা রোদের জামা একটু রাখে খুলে
রাগ অভিমান ভুলে তাকাও কুসুম দু'চোখ তুলে।
গাছের কথা জলের কথা গেছো কি সব ভুলে
একটু গিয়ে ঘুমাও এখন থেকোনা আর ঝুলে।
নদী-নালা শুকায় দেখ ঝরে গাছের পাতা
লক্ষ্মী মামা মেলে ধরো একটু মেঘের ছাতা।

অপূর্ব কুমার
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৮

নববর্ষ

নববর্ষ এলো বছর পেরিয়ে
নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনাকে দিল নাড়িয়ে,
নববর্ষ আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান উৎসব
তাই তো সব মানুষ একসাথে করে নেয় ভাব।
নববর্ষে থাকে সরকারি ছুটি
তাই তো সকলে আনন্দে মেতে উঠি।
নববর্ষকে কেন্দ্র করে বসে মেলা
মেলার প্রধান আকর্ষণ দেখা যায় নাগরদোলা,
নববর্ষের প্রধান খাবার পান্তা ও ইলিশ মাছ
তখন সন্ন্যাসীদের মেলার প্রধান স্থান হয় বটগাছ।
নববর্ষের মেলাকে বলে বৈশাখী মেলা
মেলায় প্রধান দেখা যায় ভিন্ন রকমের দোকানদারওয়ালা।
নববর্ষের সূচনা হয় রমনার বটমূলে
হাওয়াই মিঠাইওয়ালা চলে হাওয়াই মিঠাই বলে বলে,
নববর্ষের পূর্ব নাম পুণ্যাহ
যেটি চালু করেন জমিদার সাথে নবাবও।
১৫৫৬ সালে চালু হয় বাংলা সন
সেটি তখন থেকেই কেড়ে আসছে বাঙালির মন।
ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা
বাড়িয়ে দেয় নববর্ষের আনন্দের মাত্রা।
নববর্ষের দ্বিতীয় বৃহৎ অনুষ্ঠান হালখাতা
যেখানে মিটিয়ে দেন সব দেনা-পাওনা ক্রেতা
নববর্ষে চলে ঘুরে বেড়ানো
সাথে চলে ঘুড়ি ওড়ানো।
নববর্ষে ক্লান্তি বোধ করে না পথিক
নববর্ষ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক,
নববর্ষ আমাদের নতুন উদ্দীপনা ও সুখের কারণ
তাই তো এটি গোটা পৃথিবীতে ফেলেছে আলোড়ন
এ কারণেই বলি আমাদের প্রাণের নববর্ষ
তুমি সাথে নিয়ে এসো বিপুল উৎকর্ষ,
নববর্ষ শুরু করে বৈশাখের
আমরা ভাবি সময় এসে গেলো মধুমাসের।
তাই বছরের পর বছর এসো তুমি
আনন্দঘন করে রেখো বাংলার ভূমি,
তাই তুমি থেকো অনন্ত ও বিরতিহীন
তোমার আগমন হোক শুভ ও স্বার্থক।

মেধাশ্রী রায়
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৪

রেইনি ডে

সেদিন ভোরবেলা,
আকাশ জুড়ে মেঘ আর বৃষ্টি মেয়ের খেলা।
চারিধার আঁধার করে,
হাওয়ার সাথে ধূলি ওড়ে।
গুরুগম্ভীর মেঘ গর্জেন আর আলোকছটায়,
হৃদয়ে মোর অজানা এক ভয় জাগায়!
কোথায় গেল পাখির গান, কোথায় পশুসব,
থেমে গেছে আজ সকালে সকল কলরব।
মাটির বুকে ঝরছে বারি, ফুলে, ফসলে ছড়াছড়ি।
বৃষ্টি মেয়ের এ নাচের তালে,
জড়িয়ে গেলাম মোহজালে।
অপলক তাকিয়ে থাকি স্বর্গধারার পানে,
কোথায় গেল পড়াশোনা কে তা জানে?
আজকে ছুটি, আজকে মোরা, পাগল পারা, বাঁধন হারা।
অবিরাম এ বৃষ্টিধারাতে,
আজকে মোরা মুক্ত সবাই হ্যাপি রেইনি ডে।

মোঃ আকতারুজ্জামান
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৬৩

গরম

হায়রে গরম
শরীরটা করালি নরম,
কারেন্টের যে ধরণ,
বলতে লাগে শরম।
ঝরছে ঘাম, পড়ছে পানি,
বৃষ্টি হবে কখন জানি।
দিনের রোদে ধরল মাথা,
কেউ ছিল না ধরতে ছাতা।
কষ্টের নাই শেষ,
হায়রে ডিজিটাল বাংলাদেশ।
ভালো নাই মনটা,
আমি মিস করি ঠান্ডা।

আফসানা মিমি আভা
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

মুখোশ

মুখোশ পরে সবাই আসে মুখের নিচে হাসি,
চোখের কোণে ছায়া ঘুরে স্বপ্নগুলো ফাঁসি।
রূপের ভিড়ে হারায় সত্যি, মিথ্যের মোহ ছুঁয়ে
চোখের ভাষায় বোঝা যায় না, বন্ধু, শত্রু দুইয়ে।

বন্ধু-বান্ধব, স্বজন সবাই মুখোশ পরা মুখ,
আসল কে চিনতে পারি না, নকল ভরা দুখ।
নিশীথের ঐ অনল ঝড়ে, দুঃখের প্রদীপ নাচে
কত যে স্বপ্ন মারা যায়, বদ্ধ ঘরের কাঁচে।

রাতের রানী আলোর খোঁজে, মুখোশ পরে ঘুরে
আপন বলতে কেউ নেই আপন সবাই দূরে দূরে।
সাদা-মাটা হাসির ভেতর, গোপন কত ব্যথা,
বাহিরটা সব সাজানো ভিতরে ফাঁকা ব্যথা।

চোখের ভাষা মুখোশ ঢাকা মনের কথা কালো,
ভুলের মাঝে সত্যি খুঁজো মিথ্যার মাঝে আলো।
মুখোশ পড়ে সবাই আসে আসল নকল হায়,
কেউ আসে না খোলা মনে, মানুষ চেনা দায়।

সাইফা সুবহা এশা
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৭২

তোমার জন্য

তোমার জন্য সূর্য ওঠে
নতুন সকাল আসে দরজায়,
তোমার জন্য দিনের শেষে
ক্লান্ত পাখি পথ হারায়।
তোমার জন্য বৃষ্টি পরে
সবুজ ছোঁয়া লাগে মনে
তোমার জন্য ফাগুন আগুন
পাখির কূজন বনে বনে।

মো. শুয়াইব মন্ডল
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৬০

বৈশাখের উল্লাস

বৈশাখ তুমি আনিয়ে দিলে
নব দিনের স্বপ্ন গাঁথা
মায়ের হাতে কুলোয় ভরা
সোনার ঝিলিক সেথায় ছড়ায়।

জীর্ণ শীর্ণ কুটিরে যারা
ছিলরে ভাই সর্বহারা,
নব দিনকে পেয়ে আজি
ভুলিয়ে গেল অতীত তারা।

অতীত কালের দুঃখ ব্যথা
ছিল তাদের নিত্য সদা,
আজকে তারা নব দিনে
উল্লাসেতে মত্যহারা।

গাছের শাখে পাখির নীড়ে
ছিল যত নোংরা কুটা,
নববর্ষের বার্তা পেয়ে
বুনলো রে ভাই বাসা তারা।

সাহারুল ইসলাম
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৬

ইঁদুর

মাঠে ফসল পাকে যখন
ইঁদুর বানায় ক্ষেতে ঘর
ফসল কেটে নিয়ে জমায়
গর্তের ভিতর।
জোগায় তারা নিজের খাবার
পাকা ফসল কেটে।

নিয়ামুল হাসান নোমান
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান
রোল: ২৮

সব মনে রাখা হবে

তোমরা রাত লেখ আমরা লিখবো চাঁদ
তোমরা জেলে ঢোকাও দেয়াল ভেঙ্গে লিখবো আমরা
তোমরা এফআইআর লেখো, আমরা প্রস্তুত
তোমাদের হত্যাকাণ্ডের সব প্রমাণ লিখবো।
তোমরা আদালতে বসে মশকরা লেখো
আমরা রাজপথে লিখবো ইনসাফ
বলব এমন জোরে যেন বধির ও শোনে
এমন স্পষ্ট ভাবে লিখবো যেন অন্ধও পড়তে পারে।
তোমাদের লাঠি গুলিতে নিহত হয়েছে যে বন্ধুরা আমাদের
তাদের স্মরণে হৃদয় বিরাগ করে রাখা হবে
সব মনে রাখা হবে, সব
মোবাইল, টেলিফোন ইন্টারনেট ভরদুপুরে বন্ধ করে
ঠাণ্ডা অন্ধকারে রাতে পুরো শহর নজরবন্দী করে
হাতুড়ি নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়া
দিনের বেলায় সবার সামনে এসে মুচকি হেসে বলা–
সব ঠিক আছে
আর রাত হলেই অধিকার চাওয়া মানুষের ওপর
লাঠি, গুলি চালানো
আমাদের হামলা করে আমাদেরই হামলাকারী বলা
সব মনে রাখা হবে, সব

আমি অধিকার চাইলেই
তুমি পাপ ঘাটো
আমার সত্তাকে
রাজাকার ডাকো?
আমার নিরাপত্তায় যে প্রহরী
তার গুলিতে মরে যে আমার ভাই
আমাদের লাশ তোমাদের কাছে সংখ্যা
বন্ধুরা এক হলেই তোমাদের
মনে জাগে শঙ্কা
আমার মায়ের চোখে ভরা শ্রাবণ
বাবার হাতে সাদা কাফন
আর তোমাদের চোখে
তুচ্ছ মেট্রোরেল
তোমাদের আশ্রয়ে পুষ্ট দানবেরা
ফেইসবুক, টুইটারে মিথ্যা লিখবে জানি
কিন্তু মনে রেখো
আমরা দেশকে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মনে করি
দুনিয়ায় যখনি কাপুরুষতার কথা উঠবে
তখনই তোমাদের স্মরণ করবে মানুষ
দুনিয়ায় যখনি জীবনের কথা উঠবে তখনই
আমাদের স্মরণ করবে মানুষ।
মনে রাখা হবে সব,
সবকিছু মনে রাখা হবে।

সৌমিক
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩১

টাকার খেলা

এই দুনিয়ার মানুষ সবাই
টাকার পিছে ঘোরে,
টাকার অভাব হলে তারা
ধুকে ধুকে মরে।
কেউবা টাকায় শুয়ে থাকে
সারাজীবন ভর,
কেউবা পিছু ঘোরে
সব করে যে পর।
রাজা, প্রজা, কৃষক, শ্রমিক
সবাই টাকা চায়
টাকার অভাব হলে পরে
পথ ভুলে সে যায়।
জগতের যত জাতি
ঘোরে টাকার পিছু,
টাকার জন্য সবাই তারা
আজ হয়েছে নীচু।

মোছা. সাদিয়া সুলতানা হিমু
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১১

শিক্ষাগুরু

তোমার হাত ধরেই আমার লেখাপড়া শুরু মাগো
তুমি আমার জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু।
বাবার শক্ত হাতটি ধরে, পথ হাটা শুরু বাবা
তুমিও আমার জীবনের আর এক শিক্ষাগুরু।
মায়ের মতো স্নেহ হয়তো তুমি দিতে পারনি
বাবা তুমি আমায় গড়তে কিন্তু কম কষ্ট করনি
তোমাদের ছাড়া আমার অস্তিত্ব,
মন প্রাণহীন এক দেহ
তোমাদের মতো ভালোবাসা,
স্নেহ দেবে না তো কেহ।
তোমাদের নিয়ে যতই বলি সবই কম মনে হয়।
তোমরাই আমার জীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু।

মেরাজ হোসেন খোকন
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১৩

পিতা

বাবা আমার শ্রেষ্ঠ পিতা
আমার আদর্শ পিতা,
দেখিয়ে ছিলে বিশ্বকে তুমি
নিজের ক্ষমতা।
কষ্টের শৃঙ্খল থেকে
আমাকে করেছিলে মুক্ত
তাই আজ আমি পিতা
তোমারই ভক্ত।
চোখ খুলে দিয়ে ছিলে তুমি পিতা
আমার ঘুমিয়ে থাকা সত্তা,
তোমার জন্য বুঝেছি আজ
পড়াশুনার মমতা।
আদর্শ পিতার মতো
আমাকে বানিয়েছিলে ভালো,
তাই এখন আমি দিতে পারি
অন্যদের আলো।
পিতা তোমার জন্য করতে শিখেছি
ভয়কে জয়,
সফলতায় আজ করতে পেরেছি আমি
বিশ্বকে বিজয়।

আফছানা আক্তার
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৯

স্বপ্ন

স্বপ্নগুলো জমা রাখি
মনের খামের ভাঁজে
যখন তখন স্বপ্ন দেখি
নানা কাজের মাঝে।
স্বপ্ন দেখি হবো আমি
নতুন ভোরের পাখি
যার- মধুর কণ্ঠ শুনে
খুলবে সবার আঁখি।
এত রঙের স্বপ্ন আমার
হবে যে করতে পূরণ
কারণ আমি অনেক স্বাধীন
কোথাও নেই কোনো বারণ।

শ্রাবনী রানী
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২০

প্রিয় বাবা

বাবা তুমি মস্ত আকাশ,
কখনও আবার ছায়া,
বাবা মানে হাঁটতে গেলে
আঙ্গুলে টান দেয়া।
বাবা মানে আমার প্রথম শিক্ষক,
তিনি আমার শত আঘাতের রক্ষক।
বাবা মানে দিনের শেষে
একটু মলিন আশা
বাবা মানে আকাশ ভরা
ঝিলিমিলি তারা।
বাবা মানে ভারি শাসন,
বাবা মানে হাসি
বাবা তোমায় হৃদয় ভরে
অনেক ভালোবাসি।

লাবনী রানী
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১০

ভাইয়া

ভাইয়া তুমি কোথায় গেলে
জানতে ইচ্ছে করে,
তোমার কথা মনে হলেই
অশ্রু চোখে ঝড়ে।
আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে
নিতে আমায় কোলে
সেই স্মৃতিতো আজও ভাই
যাইনি আমি ভুলে।
আদর স্নেহ মমতা তোমার আছে হৃদয় জুড়ে,
তোমার কথা আজও ভাইয়া
আমার সর্বদা মনে পড়ে।
তাই তো তোমায় খুঁজে খুঁজে
মরি অচিনপুরে।

আফরিন আক্তার অরণ্য

শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৬

পড়াশোনা

সারাদিন এক কাজ ভালো তো লাগে না,
নিত্যদিন করি যা তা হলো পড়াশোনা।
সকাল-সাঁঝে, রাত-বিকেলের মাঝে,
একটাই কাজ, তাহলো পড়াশোনা।
লেখাপড়া, পড়াশোনা করে যায় অবিরাম,
নেই কোনো ছুটি এর, নেই কোনো বিশ্রাম।
ছোট্ট থেকে শিখে আসা অ,আ,ক,খ,
ভুলে যাই বড় হয়ে,এইটাই দুঃখ।
মাঝখান থেকে যদি কেউ করে প্রশ্ন,
সবকিছু যাই ভুলে, মন হয় বিষণ্ন।
সিজিপিএ, এই চারটি অক্ষর
কম পেলেই নাকি, জীবন নিস্তব্ধ।
শিক্ষা মানেই নয় শুধু সিজিপিএ, বৃত্তি-
আচার-ব্যবহারেই মানুষের পরিচিতি।
ইচ্ছা আমার মানুষ হয়ে করব সেবা সবার,
করব সেবা দেশের, জাতির, মায়ের এবং বাবার।
হইনি আজও মানুষ কিন্তু হব আমি ঠিকই,
লেখা-পড়া শিখে আমি ঠিক রাখব নীতি।
হব না কভু অহংকারী, অসৎ ও মিথ্যাবাদী
হব সবার বন্ধু আমি সৎ ও সত্যবাদী।

রইলো প্রতীক্ষা আমার এই-
বিভেদ পার্থক্য ভুলে গিয়েই,
করবো সকল ভালো কাজ,
দেখবো ঠিকই নতুন ভোর, সুন্দর একটি সাঁঝ।

জান্নাতুল ফেরদৌস

শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩৩

ছাত্র শক্তি

ওরে ছাত্র, ওরে শক্তি ওরে নওজোয়ান,
অস্ত্র ছেড়ে কলম ধরে, হওরে আগুয়ান
অশ্লীলতা ছেড়ে সকল গুনাহ করো তোমার বর্জন
অন্যায় মোকালোয় ছেড়ে দাও হুংকার-গর্জন
ওই ছাত্র, ওই শক্তি কোথায় আছ বসে,
সকল জালিমের বুকের চাবুক মারো কষে।
করছে যারা দুনিয়াতে ইভটিজিং-সন্ত্রাস
সকলকে ধরে তোমরা করে ফেলো গ্রাস।

মাদ্রিছা আক্তার মুন

শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৬৫

বাবা

বাবা মানে প্রথম প্রেম আমার ছেলেবেলা,
বাবা মানে সকাল বিকেল আমার সন্ধ্যে বেলা
বাবার কাছেই হাঁটতে শিখি, শিখি চলা বলা,
সারাটা দিন কাটতো আমার জড়িয়ে তাঁর গলা।
বাবা মানে খাতা কলম আমার পড়ালেখা,
বাবা মানে সেই খুঁটি আমার হাঁটতে শেখা।
বাবা আমায় শিখিয়েছে সত্য কথা বলা,
বাবার কাছেই শিখেছি আমি সৎপথে চলা।
বাবা মানে আসমান জমিন আমার পুরো ভুবন,
বাবা মানে জন্মদাতা তিনিই আমার জীবন।
বাবা আমার ভালোবাসা সকল সুখের আশা,
বাবা আমার ছোট্ট মনের গভীর ভালোবাসা।
বাবা মানে স্বাধীনতা আকাশ তারা রাশি,
বাবা মানে বিশালতা তোমায় ভালোবাসি।

আহনাফ আদিল

শ্রেণি: চতুর্থ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৫

আমাদের ক্লাস

আমাদের ক্লাসে হাসিখুশি আর
আনন্দে পাঠ হয়;
বিদ্যালয়ের ফুল বাগানে
প্রজাপতি কথা কয়।
চুপচাপ বসি যোগ ভাগ করি
পেনসিলে আঁকি পরি।
বিকেল বেলায় সোনারোদে মোরা
সকলেই খেলা করি।
কোলাহল করি, হাসিখুশি রই
আধারকে করি দূর।
সকলেই মিলে গাহি গান মোরা
বাধি লয়-তাল-সুর
অরুণ প্রান্তের নব শিশু মোরা
আধার করি না ভয়।
সকল বিভেদ ভুলিয়া আমরা
ছিনিয়া আনিব জয়।

মো. রিয়ন মিয়া
শ্রেণি : দ্বাদশ, শাখা: মানবিক
রোল: ৪৪

জুলাই এর আন্দোলন

কোটার জন্য দিচ্ছে প্রাণ, লাখো শিক্ষার্থীর জ্যাম,
মেধার দাবিতে ঝরছে, রক্তে মাখা ঘাম।
ছাত্রদের রক্তাক্ত পথ, স্বপ্ন গড়ার দাবি,
কোটা ছাড়াই গড়বো দেশ, মেধার শক্তি ভারি।
ন্যায্যের পথে হাঁটবো সবাই, সমান অধিকারে,
কোটা ছেঁড়ে মেধা দিয়েই, স্বাপ্নের জয় সর্বত্রে।
সংগ্রাম করি ন্যায্যের তরে, মেধার তরে লড়ি,
কোটা ছাড়াই উন্নত দেশ, এটাই কাম্য করি।
ন্যায্যের পথে চলবো আমরা, সবাই সমান অধিকারে,
মেধার জোরে এগিয়ে যাবো, উজ্জ্বল হবে প্রান্তরে।
যেগ্যতায় গড়বো স্বপ্ন, সমান সুযোগ চাই,
কোটা ছাড়াই সাফল্যের পথ, মেধায় যেনো পাই।
শিক্ষার আলো সবার তরে, থাকবে সমান ভাগ,
কোটা নয়, মেধাচাই, এই হোক নতুন রাগ।
স্বপ্নের দেশে গড়বো আমরা, মেধার আলোয় স্নান,
সমতার শিখরে উঠবো, ন্যায্যের পথে হেঁটে,
কোটা সিস্টেম বিদায় দেব?। নতুন পথ বেঁছে।

মোছা. উম্মে হাবিবা জান্নাতুল
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৪২

এসকেএস স্কুল

এসকেএস স্কুল,
দেখতে কতই ওয়ান্ডাফুল।
আমাদের স্কুল, লেখাপড়ায় নেই ভুল।
স্কুলের আইন কড়াকড়ি,
যে করবে বাড়াবাড়ি।
সব শিক্ষকই পড়ান ভালো,
ছড়িয়ে দেন জ্ঞানের আলো।
সবাই মোদের আদর করেন,
জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করেন।
সবার মুখের একই সুর,
এসকেএস স্কুল
প্রিয় শিক্ষক সব স্যার
অ্যাসেম্বেলি না করলে দেয় মার।
গাইবান্ধায় সেরা স্কুল,
এসকেএস স্কুল।

এশামনি আক্তার
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক
রোল: ৬৩

বিদায় কবিতা

কবিতার মাঝে বলি হে বন্ধু,
বিদায়ের কিছু কথা।
বলিব কী আর জমানো স্মৃতি,
মনে যে অনেক ব্যাথা।
যাহাদের পাশে ছিলাম আমি,
চলে যাবে তারা দূরে।
কাওকে হয়ত পাবো না আর,
বিশ্ব জগৎ জুড়ে।
চক্ষু আমার অশ্রু সিক্ত,
হৃদয়ে বিদায় বাঁশি।
কে যাবে কোথায় দূর অজানায়,
সবাইকে ভালোবাসি
যদি কোনদিন করে থাকি ভুল,
করে দিও মোরে ক্ষমা,
সবাইকে দিলাম ক্ষমা করে আজ,
রাখি নাই কিছু জমা।
পিছনের কত শত শত স্মৃতি।
বার বার মনে পড়ে।
চিরতরে আমি হারিয়েও তবু,
রয়ে যাব তোমাদের অন্তরে।

অর্পণ কুমার বর্মণ
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৫১

বর্ণমালা

লিপি মানে লেখা অদেখাকে দেখা
ধ্বনি করা বন্দি বর্ণমালার ফন্দি
লিপির আগে কথা মিশে যেত যথা
বাতাসের আগে শুন্য বর্ণমালার পূর্ণ।
কথা এখন হাসে বর্ণমালার পাশে।

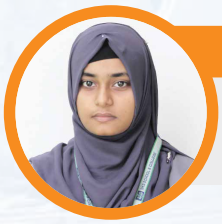

রেজওয়ানা তাসনিম

শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: মানবিক
রোল: ২৮

হৃদয়ের তলদেশে

কল্পনার ডানায় ভাবের শিশির বিন্দু,
জড়ো হয়ে যখন গড়ে সিন্ধু,
হৃদয়ের গভীর তলদেশে
সে ভাব জলোচ্ছ্বাস হয়ে
চারিদিকে আছঁড়ে পড়ে,
চিত্তের ভাব
সুরের ভেলায় ভেসে,
হৃদয় গহীনে
আনন্দের ঢেউ খেলে।
জলের প্রাণীকে ডাঙ্গায় তোলার পর
আবারো যেমন ছেড়ে দিলে জলে
ভাবের সাথে ভাবের মিতালি হয়ে,
এভাবেই গড়ে ওঠে কবিতার কানন,
জীবনের মুহূর্তগুলো
কবিতার জলে আটকে পড়ে
পায় অনন্ত জীবন।

দেবাশীষ রায়

সহকারী শিক্ষক (বাংলা)

ভেজাল

ভেজাল ছড়িয়েছে সবখানে
ভেজাল পণ্যে, ষড়যন্ত্রেও ভেজাল!
ভেজাল তোলাবাজে- তেলবাজির তেলে,
বড়সড় ভেজাল এখন মানুষে মানুষে!

ভেজাল বেহাতি বিপ্লবে-বিদ্রোহে
ভাবনায় ভেজাল, ভেজাল সাহসে

অসুখে ঔষধ ভেজাল, ভেজাল সবুজ সাজে
রক্ত ভেজাল দেখি, রুপালি অবয়বে!

মোছা: ফাওজিয়া ফারিহা সিলভী

শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: বিজ্ঞান
রোল: ০৮

বন্ধু

বন্ধু মানে ভালোবাসা বন্ধু মানে রাগ,
বন্ধু মানে কান্না হাসির সমান সমান ভাগ।
বন্ধু মানে মুখে হাসি চোখের কোনে জল,
বন্ধু মানে হঠাৎ হঠাৎ SMS বা Call.
বন্ধু মানে বন্ধন অটুট প্রাণ খুলে কথা বলা,
বন্ধু মানে মুক্ত আকাশ আর সবুজ ঘাসের উপর
খালি পায়ে হেঁটে চলা।
বন্ধু মানে উষ্ণ পরশ অনেক চেনা কেউ,
বন্ধু মানে মরুর বুকে উত্তাল জলের ঢেউ।
বন্ধু মানে শত কষ্টেও একটি হাসিমুখ,
বন্ধু মানে পরম মিলন অসীম কোনো সুখ।
বন্ধু মানে No Thanks, No Sorry
Only গালাগালি
বন্ধু নামের কোনো পদবি নেই
বন্ধুর ঠিকানা হাত বাড়ালেই।

বকুল হাসান

প্রভাষক (ইতিহাস)

মায়ের স্মৃতি

সেদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে চমকে উঠে দেখি
বিছানার পাশে ম্যাক্সিম গোর্কির "মা" পরে রয়েছে।
কয়েক পৃষ্ঠা গো গ্রাস পড়ে নিলাম, একটু পরেই অফিস যাত্রা আমার।
ঠিক এই এক বছর আগেও আমার জীবন্ত একটা মা ছিলো।
মা হীন সন্তান পৃথিবীতে ভালো থাকতে পারে না,
কেউ কখনো মা ছাড়া ভালো থাকে নি।
সময়গুলো রেসের ঘোড়ার পিঠের উপর চাপিয়ে দিয়ে
মা আমার থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে।
আমি কোন মতেই ভুলতে পারি না মা তোমাকে,
তোমার আদর, যত্ন, স্নেহ, আত্তি।
প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ে তোমাকে,
স্মৃতি হাতড়িয়ে বেড়াই বাড়ির এ পাশ থেকে ওপাশে; প্রতিটি কোনায়
আমি যে মাতৃহীন সন্তান।
আমার কোন আদর নেই, কোন স্নেহ নেই,
ভালোবাসা নেই, রয়েছে শুধু পরিবারের প্রতি অক্লান্ত পরিশ্রম।
ভালো থাকুক পৃথিবীর প্রতিটি মা।

মো. নুবাইদ রহমান

শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩৮

তিন পাগল

দুই পাগলের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়েছে আকাশের সূর্য নিয়ে। এক পাগল বলল, ওটা আগুনের গোলা। আরেক পাগল বলল, না, ওটা চাঁদ। তাদের ঝগড়া শেষ পর্যন্ত মারামারিতে গিয়ে ঠেকল। এমন সময় সেখানে এক পথচারী এসে হাজির হল। দুই পাগলই পথচারীকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল তো, ওটা কি আগুনের গোলা না আকাশের চাঁদ?
পথচারী একটু চুপ করে মাথা চুলকে বলল, আমি তো এই পাড়ায় থাকি না, তাই ঠিক বলতে পারছি না।

সানিয়াত ইস্রাফিল

শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১৪

৩ টি কৌতুক

১.

বল্টু স্যারের রুমে চাকু নিয়ে ঘুরছিল।
স্যার ঃ বল্টু ক্লাসের ভিতরে চাকু নিয়ে ঘুরছিস কেন?
বল্টু ঃ স্যার; গুলি কেনার টাকা নেই বলে চাকু নিয়ে ঘুরছি।

২.

প্রেমিকাকে দেখে
প্রেমিক ঃ আমি তোমার চোখে সারা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছি।
পিছন থেকে
বৃদ্ধ ঃ আমার ছাগলটাককে কাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। দেখুন তো দেখতে পান কিনা?

৩.

এক ছাত্র পরীক্ষায় লিখেছে ঃ
শিক্ষক ঃ তুমি পরীক্ষায় এই অদ্ভুদ প্রশ্নগুলো কেন লিখছো?
ছাত্র ঃ স্যার, প্রশ্ন গুলোও তো কম অদ্ভুদ ছিল না।
শিক্ষক ঃ উদাহরণ দাও তো?
ছাত্র ঃ যেমন, "যেখানে ইচ্ছা, সেখানে উপায়" এর উত্তরে লিখেছি "আমার ইচ্ছা ফেসবুকে সময় কাটানো, কিন্তু উপায় নেই, বাবা বকবে।"

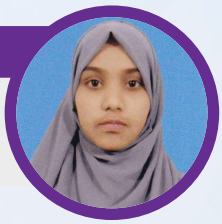

ফাহমিদা হুমায়রা

শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৫

৩ টি প্রশ্নের উত্তর দিন

১। বাংলাদেশ কোন দেশে অবস্থিত?
২। কাজী নজরুল ইসলামের কবরে কাকে কবর দেওয়া হয়েছে?
৩। সাদা রং এর কালার কী?

মায়ের বৈশিষ্ট্য

বিদেশে বাচ্চারা খেলতে গিয়ে ব্যথা পেলে তাদেব মায়েরা দৌড়ে এসে বলে, "Oh honey. don't cry. It's ok baby It's Ok!" তারপর চুমা দেয়।
আর বাংলাদেশের মায়েরা দৌড়ে এসে বলে.... "যা হইছে ঠিক হইছে তোরে ঘুমাইতে বললাম না? খেলতে গেলি কেন?" তারপর উরাধুরা মাইর ধুমধাম....!

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

শ্রেণি: ১০ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৪২

১

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন
১ম বন্ধু : দোস্ত, একটু আমার বাসায় আয় জরুরি কাজ আছে?
২য় বন্ধু : আমি এখন আসতে পারব না, ঘুম পাচ্ছে।
১ম বন্ধু : প্লিজ আয় না, জরুরী কাজ আছে।
২য় বন্ধু : আসতে পারব না, ঘুমাব লাইট, ফ্যান অফ। কিছুক্ষণ পর সে ভাবল হয়তো খুব জরুরি কাজ হবে। তা ভেবে সে বন্ধুর বাসায় গেল।
২য় বন্ধু : কিরে কি জরুরি কাজ তোর এত রাতে?
১ম বন্ধু : দোস্ত, টিভি আর লাইটের সুইচটা একটু অফ করে দিয়ে যা, খুব শীত লাগছে। তাই তোমাকে ফোন দিলাম।

২

পাত্রীর বাবা ও ঘটকের মধ্যে কথোপকথন
পাত্রীর বাবা: ছেলের আচার-ব্যবহার কেমন?
ঘটক : নিশ্চয়ই ভালো। এক খুনের মামলায় তার ১০ বছর জেল হয়েছে। আচার ব্যবহার দেখেই জেল কর্তৃপক্ষ সাজা দুই বছর মওকুফ করেছে।
পাত্রীর বাবা: ছেলে উদার মানছি। আমার মেয়েকে কখনোই ছেড়ে যাবে না। আপনি কি করে বুঝলেন ঘটক সাহেব?
ঘটক : কারণ, ছেলে এ পর্যন্ত কোন গার্লফ্রেন্ডকেই ছাড়েনি। বরং গার্লফ্রেন্ডরাই তাকে ছেড়ে গেছে।

সাহারুল ইসলাম

শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৬

গান গাওয়া

অতিথি : তোমার গলা যখন ভালো নয় তবু তুমি গান গাও কেন?
ইমান : আমি তো গাইতে চাই না। তবে মা যখন বাড়ি থেকে অতিথি তাড়াতে চান তখন আমাকে গাইতে হয়।

জয়িতা বর্মন

শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

১.

ভিক্ষুক ও বাড়িওয়ার মধ্যে কথোপকথন :
ভিক্ষুক : আম্মাগো আমারে কিছু ভিক্ষা দেন?
বাড়িওয়ালা : আমাকে মাফ করেন।
ভিক্ষুক : আম্মাগো, আইজকা মাপযোগ করতে পারুম না। আইজকা আমি ফিতা আনি নাই।

২.

একদিন শ্রেণির এক ছাত্রী প্রথম দিন পরীক্ষা দেয়ার আগে সব পড়া ভালোভাবে পড়ে ও লিখে গেল। ছাত্রীটি পরীক্ষা দিয়ে বাসায় ফেরার পর মায়ের সঙ্গে কথোপকথন :

মা : তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে? সব কমন পড়েছে তো?
ছাত্রী : না মা, ভালো পরীক্ষা দিতে পারিনি। কিন্তু খাতায় অনেক কিছু লিখেছি।
মা : যাই হোক, এবার জীবনে প্রথম খাতায় কিছু লিখেছিস, পাশ নম্বর তো উঠবেই! তাই না?
ছাত্রী : না, মা।
মা : কেন? তুই না বল্লি অনেক কিছুই লিখেছিস?
ছাত্রী : হ্যাঁ লেখাগুলো ঠিক হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য খাতাটি বাসায় নিয়ে এসেছি। আগামীকাল শিক্ষকের কাছে জমা দিবো।

৩.

শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝে কথোপকথন:
শিক্ষক : তোমার বাড়ির কাজ কোথায়?
ছাত্র : স্যার, অনুগ্রহ করে আপনার ফেসইবুক চেক করুন, বাড়ির কাজ এর মধ্যে আমি আপলোড করে দিয়েছি এবং আপনার একাউন্টে ট্যাগ করে দিয়েছি।

শাহরিয়া প্রধান

শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: দোলনচাঁপা
রোল: ১০৯

১.

একদিন জুতার দোকানে গিয়েছিলাম, লেখাছিল জুতা খুলে প্রবেশ করুণ। তাই তার ভয়ে কাপড়ের দোকানে যাইনি। যদি বলে কাপড় খুলে প্রবেশ করুন।

২.

একটি স্কুলে একটি নতুন ম্যাম শিক্ষকতা করা জন্য ইন্টারভিউ দিতে আসলো।
অফিসার বলল, ভারত কত সালে স্বাধীন হয়।
মেয়েটি উত্তর দিল ১৯৪৭ সালে।
অফিসার বলল, ভারত স্বাধীনতার নেতৃত্ব দেয় কে?
মেয়েটি বলল মহাত্মা গান্ধী।
অফিসার বলল আকাশে কয়টি তারা আছে?
মেয়েটি বলল এখনও জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করছেন।

বাহিরে একজন বিহারি দাঁড়িয়ে ছিল। সে মেয়েটাকে বলল, কী কী প্রশ্ন করেছে। মেয়েটি বলল প্রশ্ন মনে নেই উত্তর মনে আছে। লোকটি বলল কী কী? মেয়েটি বলল ১৯৪৭ সাল, মহাত্মা গান্ধী, এখনও জানা যায়নি, বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করছে।
লোকটি ভিতরে প্রবেশ করল।
অফিসার বলল তোমার নাম কী?
লোকটি বলল আমার নাম মহাত্মা গান্ধী।
অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী পাগল ?
লোকটি উত্তর দিল, এখনও জানা যায়নি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করছে।

জান্নাতুল তাসনিম শিফা

শ্রেণি: ২য়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০২

এক ব্যক্তি একজন শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করল শিক্ষক হিসেবে আপনারা গর্ববোধ করেন কেন?
শিক্ষক উত্তরে বলল ঃ
১. একজন আইনজীবীর আয় বাড়ে, সমাজে অপরাধ বৃদ্ধি পেলে।
২. একজন চিকিৎসকের আয় বাড়ে, লোকের অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে।
৩. কিন্তু একজন শিক্ষকের আয় বাড়ে, ছাত্র ছাত্রী তথা সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি ও দেশের উন্নতিতে।
তাই শিক্ষক হিসেবে আমরা গর্ববোধ করি।

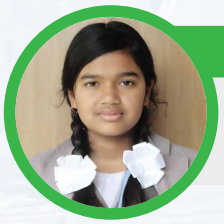

সাবিহা সরকার

শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৪

তথ্য ভাণ্ডার

* অংকে ১ মিলিয়ন (১০০০০০০) লিখতে যেমন সাতটি সংখ্যা লাগে ঠিক তেমনি ইংরেজীতে Million লিখতে সাতটি অক্ষর লাগে।
* প্রথম ব্যবহৃত ধাতু হলো সোনা।
* প্রজাপতির চোখের সংখ্যা ১২০০০ বা ৬০০০ জোড়া।
* রাশিয়ার আকাশ প্লুটোর থেকেও বড়।
* চাঁদের বুকে ওয়াইফাই (Wi-fi) ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে নাসা। এই ওয়াইফাই ইন্টারনেটের গতি ১৯ এমবি/সেকেন্ড।
* এক ঘণ্টা চুইংগাম চিবোলে শরীরে ৩০ ক্যালরি তাপ ক্ষয় হয়।
* ইউরেনাস ও নেপচুনে ডায়মন্ড বৃষ্টি হয়।
* শামুক পা দিয়ে শ্বাস নেয় এবং শামুকের নাক চারটি।
* আপেল খেতে যতই স্বাদ লাগুক, আপেলের ৮৪ ভাগে জল।
* মশার দাঁত ৪৭টি।
* এক কাপ কফিতে ১০০-এরও বেশি রাসায়নিক পদার্থ থাকে।
* বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলো প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া গেছে, তাতে ৯৯.৯৯% মিথেন ছিল।
* অক্টোপাসের দেহে তিনটি হৃৎপিণ্ড থাকে।
* ঝাল পরিমাপক যন্ত্র স্কোলাইন স্কেলের তথ্যানুযায়ী, ড্রাগন ব্রেথ মরিচে ঝালের মাত্রা ২.৪৮ মিলিয়ন পানির ফোটার সমপরিমাণ।
* আপনার যদি কারও দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে Colourfull বলেন, তবে যে দেখবে সে মনে করবে আপনি তাকে I love you বলছেন।

আবিয়াত তুহরা (তাসফিয়া)

শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৪৪

জানেন কি?

প্যারাডাইস বার্ড কি?

প্যারাডাইস বার্ড অতি সুন্দর নানা বর্ণবিশিষ্ট অপরূপ পাখির নাম। সাধারণত এরা দৈর্ঘ্যে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এদের পাওয়া যায় নিউগিনি ও অস্ট্রেলিয়ায়। এরা হলো বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর পাখি।

টাওয়ার অফ সাইলেন্স কি?

পার্শিয়া মৃতদেহ কবর দেয় না বা পোড়ায় না। আট ফিট উঁচু প্রাচীর ঘেরা কোনো জায়গায় মৃত দেহ রেখে তারা শকুন দিয়ে খাওয়ার। এরই নাম টাওয়ার অব সাইলেন্স।

মেরাজ হোসেন খোকন

শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১৩

স্বপ্নে ম্যাগি নুডলস

একদিন আমার বন্ধু ওভি এসে আমাকে বলল -

ওভি ঃ জানিস মামা, আমি আজকে রাতে ম্যাগি নুডলস খেয়েছি।

আমি ঃ কি বন্ধু বলিস কি? তুই আমাকে ছেড়ে একা একা নুডলস খেয়েছিস! আমাকে ডাক দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলি না।

ওভি ঃ সে কাঁদতে শুরু করল।

আমি ঃ মামা, তুই কাঁদতে শুরু করলি কেন? তোর কি হয়েছে।

ওভি ঃ আরে মামা সকালে দেখি আমি স্বপ্ন দেখেছি।

আমি ঃ তাতে কাঁদার কি হলো?

ওভি ঃ সকালে দেখি আমার গার্লফ্রেন্ড এর মাথায় চুল নেই।

মো. শিরহান

শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৯

জানা অজানা কিছু কথা

১. বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান দেশ কোন দেশ?
উত্তর ঃ ভারত।

২. স্বর্ণ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় দেশ কোনটি?
উত্তর ঃ চীন।

৩. তাহরির স্কয়ার কোথায় অবস্থিত?
উত্তর ঃ মিশরে।

৪. দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশে মাথাপিছু আয় বেশি?
উত্তর ঃ মালদ্বীপ।

৫. গ্রীনিচ মানমন্দির কোন দেশে অবস্থিত?
উত্তর ঃ যুক্তরাজ্যে।

৬. এশিয়ার হিন্দু রাষ্ট্র কোনটি?
উত্তর ঃ নেপাল।

৭. ইন্টারপোলের সদর দপ্তর কোথায়?
উত্তর ঃ লিও।

৮. AU কোন মহাদেশের সংগঠন?
উত্তর ঃ আফ্রিকা।

আফসানা মিমি আভা
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

তথ্য ভাণ্ডার

লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির সৃষ্টি মোনালিসাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়ের ছবি বলা হয়। কিন্তু মোনালিসার ছবিতে টর্চলাইট দিয়ে খুঁজেও সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু মোনালিসার ছবির সৌন্দর্য ঠিক মোনালিসাতে নয়। সৌন্দর্যটা এই ছবির রহস্যে! রং তুলিতে এই ছবি আঁকতে গিয়ে ভিঞ্চি জন্ম দিয়ে গেছেন অসংখ্য রহস্যের....

১৫০৩ সালে ভিঞ্চি মোনালিসা আঁকা শুরু করেন। ১৫১৫ সালে মোনালিসা আঁকার সময় তিনি রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। ১২ বছর সময় নিয়ে আঁকা মোনালিসার ছবি সম্পূর্ণ না করেই তিনি মারা যান!

অর্থাৎ আমরা মোনালিসার যে ছবিটি এখন দেখি সেটিতে আরো কিছু আঁকার বাকি ছিল..... ভিঞ্চি মোনালিসাকে কোন কাগজ বা কাপড়ে নয়, এঁকেছিলেন পাতলা কাঠের উপর। অবাক করার বিষয় হলো মোনালিসার ছবিটিকে যদি বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে দেখা হয়, তবে মোনালিসা তার হাসি পরিবর্তন করে!! এ যেন এক রহস্যময়ী মোনালিসা!

১৭৭৪ সালে সর্বপ্রথম প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে মোনালিসার ছবিটির দেখা মেলে। কিন্তু ছবিটা মিউজিয়ামে কীভাবে এল কিংবা কে আনল এমন প্রশ্নের উত্তর মিউজিয়ামের কর্মীরাই জানতো না। কারণ তারা কাউকে ছবিটি নিয়ে আসতে দেখেনি! রহস্যময়ভাবে পৌঁছানো এই ছবি ১৯১১ সালে চুরি হয়ে যায়! রাতের আঁধারে চোরকে দেখে মিউজিয়ামের এক কর্মী পরদিনই চাকরি ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে সে বলেছিল সে চোরকে দেখেছে। সেই চোর আর কেউ নয়। প্রায় ৩৫০ বছর আগে মারা যাওয়া ভিঞ্চি।

১০ বছর পর ঐ ছবিটি আবার ঐ মিউজিয়ামে পাওয়া যায়। লুভর মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ ছবিটি সংরক্ষণের জন্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা খরচ করে একটি নিরাপদ কক্ষ তৈরি করে। হয়ত মাথায় আসবে একটা ছবির জন্য এত টাকা খরচ! কিন্তু এই ছবির বর্তমান মূল্যের তুলনায় ৫০ কোটি টাকা কিছুই নয়। মোনালিসা ছবির বর্তমান অর্থমূল্য ৭৯০ মিলিয়ন ডলার। টাকার পরিমাণটা ৫৩৮০ কোটি টাকা।

মোনালিসা আসলে কে? প্রশ্নটির উত্তর ভিঞ্চি নিজেও দিয়ে যাননি। ২০০৫ সালে খুঁজে পাওয়া এক চিঠিতে ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার পরিচয় খুঁজে পান বলে অনেকে দাবি করেন। ১৫০৩ সালে লেখা এই চিঠিতে ভিঞ্চির বন্ধু ফ্রান্সিস জিয়াকন্ড তার স্ত্রী লিসা জিয়াকন্ডের একটি ছবি আঁকতে ভিঞ্চিকে অনুরোধ করেন। আর ওই সময় ভিঞ্চি মোনালিসার ছবি আঁকা শুরু করেন।

২০০৪ সালে বিজ্ঞানী পাস্কেল পাটে মোনালিসার ছবিকে আলাদা ভাগে ভাগ করে হাইডেফিনেশন ক্যামেরায় ছবি তোলেন। পাস্কেল আবিষ্কার করেন যে রং ব্যবহার করেছিলেন তার স্তর ৪০ মাইক্রো-মিটার। অর্থ্যাৎ একটি চিকন চুলের থেকেও পাতলা। পাস্কেল আরও আবিষ্কার করেন যে মোনালিসার ছবিতে আরও ৩টি চিত্র আছে। তাদের একটির সাথে লিসা জিয়াকন্ডের মুখের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সম্ভবত ভিঞ্চি বন্ধুর অনুরোধে লিসার ছবিটিই আঁকছিলেন কিন্তু তিনি এমন কিছু এঁকেছিলেন যা পুরো ছবিতে অন্য এক নতুন মুখের জন্ম দিয়ে গেছে।

স্যান্ডারল্যান্ড ইউনিভার্সিটির এক সার্ভেতে মোনালিসা সম্পর্কে অদ্ভুত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। মোনালিসাকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় সে হাসছে। কিন্তু কাছে গিয়ে তার দিকে তাকালে মনে হয় সে গভীরভাবে কোন কিছু চিন্তা করছে। মোনালিসার চোখের দিকে তাকালে তাকে হাসিখুশি মনে হয়, কিন্তু তার ঠোঁটের দিকে তাকা-লেই সে হাসি গায়েব!

সাদারল্যান্ড ভার্সিটির ছাত্ররা মোনালিসার ছবির বাসপাশে আল্ট্রা ভায়োলেট পদ্ধতি ব্যবহার করে ভিঞ্চির লেখা একটি বার্তা উদ্ধার করে। বার্তাটি ছিল, "লারিস্পেস্তা শ্রী তোভোকি"। যার অর্থ হচ্ছে "উত্তরটা এখানেই আছে।" যুগের পর যুগ মানুষকে মুগ্ধ করে আসা মোনালিসার এই ছাব দেখে জন্ম নেয়া হাজার প্রশ্নের মাঝে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, এই ছবি দিয়ে, ভিঞ্চি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?

প্যারানোরমাল ম্যাগাজিনের একদল তরুণ ছাত্র উত্তরটা বের করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। অবশেষে তারা যা জানিয়েছে সেটাও চমকে দেওয়ার মাতা। ভিঞ্চি মোনালিসার ছবির বামপাশে গোপন বার্তা দিয়েছেন, "উত্তর এখানেই আছে।"

সে বাম পাশকে আয়নার কাছে আনলে একটা ছবি তৈরি হয়। অবাক করার বিষয় এই তৈরি হওয়া ছবির জীবটিকে ভিঞ্চি ১৫০০ সালের দিকে দেখেছিলেন ছবিটা একটা এলিয়েনের!! ভিনগ্রহের এলিয়েনের। অনেকেই যুগ যুগ ধরে মুগ্ধ করা মোনালিসার ছবির রহস্য জানার চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখনও।

সামিয়া আলফি তুলি
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৮৯

যেমন কর্ম তেমন ফল

এক গ্রামে থাকত একজন কৃষক। সে প্রতিদিন এক কেজি ঘি নিয়ে বাজারে যেত এবং একটি দোকানে দিত। তার বদলে সে এক কেজি চিনি, চাল ও ডাল নিত। একদিন দোকানদার হঠাৎ ভাবল যে, ঘি পরিমাপ করে দেখতে চাইল যে এক কেজি ঘি আছে কি না। সে দেখতে পেল যে, ঘি এক কেজির পরিবর্তে ৯০০ গ্রাম আছে। সে ভাবল যে, কৃষককে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে। পরের দিন যখন কৃষক আবার ঘি দিতে আসল তখন দোকানদার তাকে বলল, "যা বিশ্বাসঘাতক আমার দোকান থেকে বেরিয়ে যা"। তখন কৃষক বলল, কি হয়েছে আপনি আমার সাথে এমন করছেন কেন? দোকানদার বলল, ঘি এক কেজির পরিবর্তে ৯০০ গ্রাম দেওয়া এমন লোককে আমি আমার দোকানে দেখতে চাই না। কৃষক অবাক হয়ে বললেন যে, আমি তো অনেক গরিব। আমার বাটখারা কেনার মতো টাকা নেই। আপনি যে এক কেজি চিনি দেন আমি সেই পরিমাণে ঘি পরিমাপ করি।
এই গল্প থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে, আমরা যাকে যেমন জিনিস দেব, ঠিক তেমনি ফেরত পাব। তা অপমান হোক বা সম্মান।

রাহি
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১১

আমার চিড়িয়াখানা ভ্রমণের গল্প

আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম ডিসেম্বর মাসে। আমি সেখানে আমার খালা মনির বাসায় গিয়েছি। আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমি অনেক জীবজন্তু পশুপাখি দেখেছি। যেমন: হরিণ, জিরাফ, বাঘ, সিংহ, শিয়াল, হাতি, ঘোড়া, জলহস্তী, ময়ূর চিতাবাঘ, বানর ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন পাখি দেখেছিলাম যেমন: শালিক ময়না, বুলবুলি ইত্যাদি। সেখানে প্রথমে দেখেছি হরিণ এরপর দেখি জেবরা সেখানে অনেক ময়ূর ও পাখি দেখি। আমরা বাঘ দেখলাম বাঘটির ছিল চারটি বাচ্চা। এরপর দেখলাম সিংহ, সেখানে আমরা দুটি ভাল্লুক দেখলাম। আমরা সবার শেষে হাতি দেখেছি সেখানে অনেকগুলো হাতি দেখিছি বানরও দেখেছিলাম বানর গুলো অনেক ফল খাচ্ছিল। যেমন: কলা, কমলা ও আপেল ইত্যাদি। সেখানে পুকুরে অনেকগুলো জলহস্তী একসাথে ছিল। এরপর সেখানের আরেকটি পুকুরে আরও ২, ৩ টি কুমির দেখি। সেখানের জাদুঘরে অনেক মাছ ছিল । আরও ছিল বাঘ ছিল হরিণের মরা বাচ্চা। মরা কুমিরও ছিল। এরপর আসার সময় দেখি বাঘ ও সিংহ গরুর মাংস খাচ্ছিল। আমরা এসব দেখে খুবই খুশি হই। এরপর বাসে করে আমরা বাড়িতে আসি।

মো. কলবতান মিয়া
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৪৬

কর্তব্যপরায়ণ

ক্যাসাবিয়ানকা একজন সেনা কর্মকর্তার পুত্র ছিল। তার বয়স ছিল তেরো বছর। সে কর্তব্যপরায়ণ বালক ছিল। সে কর্তব্যকে তার জীবনের চেয়েও বেশি মূল্য দিত।
একদিন ক্যাসাবিয়ানকা এক জাহাজে তার বাবার সঙ্গে ছিল। এটা হঠাৎ শত্রু কতৃক আক্রান্ত হলো। তার বাবা তাকে ডেকের এক স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখল। শত্রুরা তার বাবাকে হত্যা করল। বালকটি তার বাবার মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানতো না। জাহাজটিতে আগুন ধরল। বালকটি জ্বলন্ত জাহাজের ডেকের পাটাতনের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। প্রত্যেকেই জাহাজ ত্যাগ করল। কিন্তু বালকটি তার বাবার আদেশ ব্যতীত স্থান ত্যাগ করল না। সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল স্থান ত্যাগ করল না। সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল এবং তার বাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানতো না তার বাবা মৃত অবস্থায় রয়েছে। সে স্থান ত্যাগ করার জন্য তার বাবার আদেশের অপেক্ষা করছিল। সে তার বাবাকে বার বার ডাকতেছিল। কিন্তু কোন প্রতিউত্তর আসল না। আগুনের লেলিহান শীঘ্রই তাকে ঢেকে ফেলল। বিশ্বস্ত বালক চিরতরে সমুদ্রে হাড়িয়ে গেল।

খাদিজা তুর তাহেরা
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৮০

কন্যা শিশু বোঝা নয়, সম্পদ

আমি খাদিজা, দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ালেখা করি। আজ আমার ক্লাস থেকে আমার এক খুব পরিচিত মেয়েকে তার বাবা টি,সি দিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি এক গোপন সূত্রে জানতে পারলাম তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমি জানি আজও তার ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি। তার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তার বাবা মা তাকে এই কিশোরী বয়সেই জোর করে বিয়ে দিবেন। কারণ তার বাবা-মা ভাবেন তাদের কন্যা শিশুটি তাদের কাছে বোঝা। আমাদের পারিবারিক জীবনে কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কন্যাশিশুকে অবহেলিত ও বঞ্চিত করা শুরু হয় তার পরিবার থেকে। একটু লক্ষ করলেই চোখে পড়বে কন্যাশিশুর প্রতি নানা বৈষম্যমূলক আচরণ। শিশু জন্মের ক্ষেত্রেও ছেলে-মেয়েদের প্রতি প্রচলিত রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি কন্যা শিশুকে মনে করা হয় পারিবারিক বোঝা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক বা সামাজিক চাপের মুখে কন্যাশিশুর মায়ের চেহারায় পরিলক্ষিত হয় নীরব বিষাদ। কেবল মাত্র জন্মের পর নয়, ভ্রুণ থেকে শুরু হয় বৈষম্যমূলক আচরণ। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে ভ্রুণ পর্যায়ে মেয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর ভ্রুণ হত্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক গুণ। ২০০৫ সালে শুধুমাত্র ভারতেই প্রায় দুই লক্ষ ভ্রুণ হত্যার ঘটনা ঘটেছে। বেশিরভাগ হত্যার কারণ ছিল মেয়ে শিশু জন্মানো। পারিবারিক খাদ্য তালিকায়, পোশাক পরিচ্ছেদে, খেলাধুলায় সমগ্র ক্ষেত্রে ছেলে শিশুর তুলনায় মেয়ে শিশুকে কম গুরুত্ব 'দেওয়া হয়। বেশিরভাগ পরিবারেও ছেলেকে নিয়ে বাবা-মায়ের স্বপ্ন থাকে শিক্ষিত হয়ে ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়াবে আর মেয়েকে বিয়ে দিয়ে অন্যের উপর নির্ভরশীল করবে। ফলে শিশু বয়স থেকেই একজন মেয়ে সবসময় পর নির্ভরশীল হওয়ার মানসিকতা নিয়ে বড় হয়। তার মনে স্থান করে নেয়, অন্যের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। অন্যের সব মতামত তার মতামত। ইদানিং দেশে নারী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজের একটি অংশের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের পরও তাদের মানসিকতার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবী, দার্শনিক, ধর্মগুরু সবাই কিন্তু এক বাক্যে বলেছেন নারী পুরুষের মধ্যে কোনো বিভেদ থাকা উচিত নয়। বিভেদের প্রাচীর ও তালা সব ভেঙে দিতে হবে। তিমির রাত্রীর অবসান করতে হবে। কালো রাত ঘিরে রেখেছে সমগ্র নারী, কন্যা, মাতার সত্যিকারের মুক্তির পথ। অথচ সংসারের হাল ধরে -- রাখে নারী। কৃষি থেকে শুরু করে এমন কোনো কাজ নেই যা সে সার্থকভাবে সম্পন্ন করে না। প্রত্যেক নারীই সক্ষম তারা সব করতে পারে। তাহলে কেন নারীদের সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে? নর এবং নারী উভয়ই পরিপূর্ণ মানুষ, এই বিশ্বাস নতুন পৃথিবীর ভিত্তি রচনা করবে। নারী যে অক্ষম সে কথা কেউ বলতে পারবে না। সংসারের চাকা থেমে যায় নারীর অবর্তমানে। জীবন থমকে দাড়ায়। সবকিছু থেমে যায় এই অবহেলিত লিঙ্গের অনুপস্থিতি নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় অসম্ভব উন্নতি লাভ করেছে এবং প্রকৃত ক্ষমতায়ণের দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। মহাকাশ থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সমাজ সব কর্মকাণ্ডের মধ্যে তারা সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। সেটা সিন্ধুর মাঝে বিন্দু। এই কিছু থেকে উত্তরণের কর্মধারায় প্রণয়ন করার কাছে আর সময় নষ্ট না করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে হবে নারীর ক্ষমতায়ণের অভীষ্ট লক্ষ্যে । সমাজ উন্নয়নে বর্তমানে প্রয়োজন নারী পুরুষের সম-অধিকার সমান অংশগ্রহণ। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে নারী আসলে মানব সম্পদ। আর কন্যাশিশু হলো মানব সম্পদেরই অঙ্কুর। আজকের দিনের কন্যাশিশুই আগামী দিনের নারী, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সমুদ্রের মধ্যে তা বিন্দু মাত্র। উপযোগী সমাজ গঠন করতে বন্ধন মুক্ত নারী অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং আমরা বলতে পারি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মনোভাব ভুলে গিয়ে পিতৃমাতৃতান্ত্রিক সমাজ গঠনে মিলিত হতে হবে।

অর্পিতা সাহা মিষ্টি
শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০১

আমার রাজশাহী ভ্রমণ

আমি রাজশাহীতে ঘুরতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি রাজশাহী একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর। আমি রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী সরকারি কলেজ ছাড়াও অনেক দর্শনীয় স্থান যেমন বরেন্দ্র জাদুঘর এ ঘুরেছি। এছাড়াও পদ্মারপাড়, রাজশাহী জিয়া পার্ক ও বিভিন্ন শপিং মলে ঘুরতে গিয়েছিলাম। রাজশাহীর স্বনামধন্য রেস্টুরেন্ট ‘কাচ্চিভাই’ এ খেয়েছিলাম। এটি একটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টের খাবার, পরিবেশনা খুবই আকর্ষণীয়। রাজশাহী গিয়ে আমার প্রতিটাদিন ভালো কেটেছে। এমনকি রাজশাহীতে আমার সাত দিনের ভ্রমণে আমি একটি রাতও ঘুমাইনি। রাতে আমরা রাজশাহীর সড়ক পথ, সড়ক পথের লাইটিং, গাছপালার মনোরম দৃশ্য, ভোরে পাখির কলরব উপভোগ করেছি। তবে আমার একটা জিনিস খুবই বিরক্ত লেগেছে সেটি হলো রাজশাহীর আবহাওয়া। রাজশাহীর আবহাওয়া আরামদায়ক নয়। রাজশাহীর মানুষের বাকভঙ্গি শ্রুতিমধুর। সবকিছু মিলিয়ে রাজশাহী ভ্রমণের কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না।

শাম্মী আফরোজ
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

সময়ের মূল্য

সময় নষ্ট করা মানে জীবনের অংশ নষ্ট করা। আপনি সময়কে মূল্য না দিলে সময়ও আপনাকে মূল্য দিবে না, (Value of time).

একটি অপরূপ সুন্দর গ্রামে দুই বন্ধু ছিল। একজনের নাম রবিন এবং অন্যজনে নাম সিয়াম। দুজনেই ছোট বেলা থেকে খুব ভালো বন্ধু এবং পড়াশোনাতেও খুব ভালো। একজন ক্লাসে প্রথম হলে অন্যজন দ্বিতীয় হতো একটি ক্লাসে। গ্রামের সবাই তাদের দুইজনকে অনেক ভালোবাসে। দুই বন্ধুরই স্বপ্ন তারা অনেক বড় হবে। দুই বন্ধু মিলে ঘুড়ে বেড়াবে সারা বিশ্ব। স্বপ্নগুলো নিয়ে তারা দুইজন প্রায়ই আলোচনা করত।

দেখতে দেখতে এসএসসি পরীক্ষা চলে এলো। দুইজন একসাথে খুব ভালোভাবে এসএসসি পরীক্ষা দিল। এসএসসি পরীক্ষার পর তারা একসাথে তাবলীগে গেল সাত দিনের জন্য। এই সাতদিন তারা একসাথে সারাক্ষণ থাকার সুযোগ পেল। একসাথে খুব ভালো সময় কাটলো সাত দিন। তাবলীগে থাকা অবস্থায় তারা সিদ্ধান্ত নিল, জেলা শহরের ভালো বঙ্গজড কলেজটিতে তারা দুই জনেই ভর্তি হবে রেজাল্ট এর পর।

কিছুদিন পর রেজাল্ট বের হলো, দুইজনই স্টার মার্ক সহ স্কুলের সেরা রেজাল্ট করেছে। এলাকায় তাদেরকে নিয়ে সবাই আনন্দিত। তাদের বাবা মাও অনেক খুশি। রেজাল্ট বের হবার পর তারা তাদের শিক্ষকদের কাছে গিয়ে দোয়া নিয়ে আসলো দুইজন তাদের পরিবারের সাথে আলোচনা করল যে তারা জেলা শহরের কলেজে ভর্তি হবে। পরিবারও তাদের কথা মতো তাদেরকে জেলা শহরের কাছের কলেজে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিল। যথারীতি তারা কলেজের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করব এবং থাকার জন্য একটি মেস ভাড়া করল। এখন তারা দুই বন্ধু একসাথেই থাকে। সুযোগ পেলেই তারা তাদের স্বপ্নের কথা আলোচনা করে। কবে তারা বিশ্বটাকে দেখবে, কবে আসবে সেই মহেন্দ্রক্ষণ। কিছুদিনের মধ্যেই তারা শিক্ষক এবং অন্যান্যদের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠল। প্রথম বছরের পরীক্ষায় তারা দুইজনেই খুব ভালো রেজাল্ট করলো।

দ্বিতীয় বর্ষের রুবিনের উন্নতির পর রবিনের মন আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলতে শুরু করলো, সিয়াম ছাড়াও তার এখন অনেক বন্ধু হয়েছে। তাদের সাথে সে সবসময় আড্ডা দেয়, ঘোরাঘুরি করে। অনেক রাতে বাসায় আসে। মাঝেমধ্যে তো বাইরেই রাত পার করে। রবিন ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যায়। সারাক্ষণ ফোন নিয়ে বসে থাকে। এখন আর ঠিকমতো পড়াশোনাও করে না রবিন। সিয়াম টের পেয়ে বন্ধুকে অনেক বার বুঝানোর চেষ্টা করলো যে এভাবে পড়াশুনা করলে তো তুই ফেল করবি।

এই শুনে রবিন বললো আরে এটাইতো সময় লাইফ এনজয় করার এখন না করলে কি বুড়ো হলে করবো নাকি। উল্টো সিয়ামকে রবিন বুঝায় লাইফটা এনজয় কর। এভাবেই রবিন তার বেশির ভাগ সময় আড্ডা, ঘোরাঘুরি, আর সারাদিন ফোন চালানো নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। আর সিয়াম সারাদিন রাত পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে; কঠোর পরিশ্রম করে।

এভাবে রবিন এগুলো দেখতে দেখতে ফাইনাল পরীক্ষা চলে আসলো। এবার রবিন তো কোনো কুল কিনারা পাচ্ছে না কি করবে। দুজনেই পরীক্ষা দিল। রেজাল্ট আউট হলো রবিন কোনো মতে সেকেন্ড ডিভিশন পেলো, আর সিয়াম আবার কয়েক বিষয়ে লেটার সহ স্টার মার্ক পেল। ভর্তি পরীক্ষায় রবিন কোনো পাবলিক ইউনির্ভাসিটিতে এপ্লাই করার সুযোগই পেল না। আর সিয়াম চান্স পেলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রবিন কি করবে? সে জেলা শহরের সেই কলেজেই ডিগ্রিতে ভর্তি হয়ে গেলো। কিছুদিন পর রবিন বাড়িতে না জানিয়ে বিয়েও করে নিল। আর সিয়াম সফলতার সাথে অনার্স শেষ করলো। মাস্টার্স পড়াকালীন সে উচ্চ শিক্ষার জন্য কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করল। কিছুদিন পর কানাডা থেকে অফার আসলো শতভাগ স্কলারশীপসহ কানাডায় যাওয়ার সুযোগ।

দুই বছর পর........

সিয়াম কানাডায় অনেক বড় একটি মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে চাকরি পেয়ে গেলো- এবং কানাডায় স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ পেলো। এখন সিয়াম কানাডিয়ান পাসপোর্টধারী। বিশ্বের যেকোনো দেশে যেতে তার কোনো সমস্যা নেই। কিছুদিন পর বিয়েও করলো। সেই মেয়েটিও কানাডায় পড়তে গিয়েছিল। এখন তারা দুইজন সুযোগ পেলেই ঘুরতে বের হয়।

অন্যদিকে রবিন তার পড়াশোনাই শেষ করতে পারলো না। তারপরও এখন ছোটখাটো একটা চাকরি করছে। সিয়ামের লাইফ এখন রবিনের কাছে স্বপ্ন। যদিও তার সুযোগ ছিল সিয়ামের মতো লাইফ কাটানোর সময়ের ব্যবধানে দুই বন্ধুর জীবনযাপন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। শুধু সময়ের মূল্য না দেয়ার কারণে। সময়ের সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে তার মূল্য সারা জীবন ভোগ করতে হবে যেমন রবিন এখন করছে।

তাই সময়ের কিন্তু আপনাকে মূল্য যথাযথ মূল্য দিতে হবে কারণ সময়কে মূল্য না দিলে সময় ও “দিবে না”, প্রতিটি মূহুর্তকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করুন। সময় চলে গেলে আর সেটাকে কখনো ফিরে পাওয়া যাবে না।

হৃদিতা সাহা

শ্রেণিঃ ৪ ৫ম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৪

বাবার কর্মস্থলে যাওয়া

আমার বাবা সিরাজগঞ্জে চাকরি করে। তাই প্রতি বৃহস্পতিবার আসে আর শনিবার চলে যায়। বাবা যখন আসে তখন আমার অনুভূতি যে কেমন হয় সেটা বলার মতো না। বাবা প্রথমে স্নান করে খাওয়া দাওয়া করে। তারপর যখন বাবা খাওয়া শেষ করে, তখন বাবার কোলে বসে যত রাজ্যের গল্প করি।

এরপর সব মিলে হালকা-পাতলা নাস্তা করি। আমি আমার মায়ের কাছে খুব একটা অঙ্ক করি না, কিন্তু বাবা যে কয়েকদিন থাকে অঙ্ক ছাড়া আর কিছু করি না। এভাবে বৃহস্পতিবার দিনটা কেটে যায়। শুক্রবার বাবা সাপ্তাহিক পরীক্ষা নেয়। পরীক্ষা হয়ে গেলে বাবার সঙ্গে অনেক কিছু খেলি। এরপর দুপুরের খাওয়া শেষ করে বাবা যখন একটু ঘুমোতে যায়, তখন আমার যত দুষ্টামি শেষ হয়। পায়ের তলায় শুড়শুড়ি দিই, চিমটি দিই কানের মধ্যে ফুঁ দিই আরো কত কী।

এরপর যখন বিকাল বেলা হয়, তখন বাবার সঙ্গে অনেক কিছু খেলি। লুকোচুরি, কানামাছি ভোঁ ভোঁ ধরাধরি। কিন্তু আমাদের ধরাধরি খেলাটা একটু অন্যরকম। তাই ধরতে সময় লাগে। তারপর আবার দুই ঘণ্টার মতো বাবার কাছে অঙ্ক করি। অঙ্ক করা হয়ে গেলে বাবার সাথে ক্যারাম খেলি। তারপর আর কী, খাওয়া-দাওয়া করে ঘুম। শনিবার ঘুম থেকে উঠে একটু পড়াশোনা করি। কিন্তু পড়াশোনা শেষ করে আজকে আর খেলি না। গল্প করি। দুপুরবেলা থেকে আমার মনটা খারাপ হতে শুরু করে। এরপর যখন বাবা চলে যাওয়ার জন্য রেডি হয় তখন আমার আর একটুও ভালো লাগে না। খুব কান্না পায়। কিন্তু চলে যাওয়ার সময় বাবার সামনে কান্না করলে বাবার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। তাই কান্নাটা বুকের মধ্যেই চেপে রাখি। কিন্তু বাবাকে তো যেতে দিতেই হবে। "শুভ বিদায় বাবা"।

তাহসিন রহমান মৌরী

শ্রেণিঃ ৭ম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০১

ব্লাডি মেরি

আমরা ব্লাডি মেরি নামে যাকে চিনি, তিনি আসলে ইংল্যান্ডের একজন রানী ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজা অষ্টম হেনরি এবং ক্যাথরিনের একমাত্র কন্যা। অষ্টম হেনরির ২য় পক্ষের ছেলে পঞ্চম এডওয়ার্ড। রাজা হেনরির মৃত্যুর পর এডওয়ার্ড ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন। তিনি এক বিরল রোগে মারা যান। মারা যাবার আগে তার পিসিকে ইংল্যান্ডের উত্তোরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করে যান।

এ ঘটনায় মেরি খুব রেগে যান। কারণ, হিসেব মতে তার ভাইয়ের পর তারই সিংহাসনে বসার কথা ছিল। তার পিসি লেডি জেন-গ্রে কে পরাস্ত করে তিনি সিংহাসনে বসলেন। তারপর মেরি স্প্যানের রাজা ফিলিপকে বিয়ে করেন। সুতরাং তিনি একই সাথে স্প্যান ও ইংল্যান্ডের রানি। ইংল্যান্ডের রানী হবার পর তিনি খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিবাদী দলকে দমন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সবাই মেরিকে নিচু চোখে দেখতে শুরু করলেন কিন্তু কেউ ভয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না, প্রচলিত আছে -

মেরি যখন গোসল করে, তখন তিনি জলের পরিবর্তে রক্ত দিয়ে গোসল করতেন।

মেরির কোনো সন্তান ছিল না। হঠাৎ একদিন মেরির ভাবনায় আসে- মৃত্যুর পর যেন সিংহাসনে তারই উত্তরাধিকারী বসতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। অতারপর সে মা হবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

যখন তার সন্তান জন্মাবার সময় হলো তখন মেরির গর্ভ থেকে কোনো সন্তান হয় না। কিছুদিন পরে বৈদ্যকে ডাকা হলে তিনি জানান। মেরির গর্ভে বাচ্চা নয়, খারাপ কোনো জিনিসের আত্মার বসবাস ছিল। এ কথা শোনার পর মেরি আর হতবাক হয়ে যায়। আরেকবার গর্ভবর্তী হলে একই ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার স্বাস্থ্য ভেঙে যায় এবং তিনি মারা যান। যেহেতু মেরি রক্ত নিয়ে খেলতে বেশি ভালো বাসত, তাই তাকে ব্লাডি মেরি নাম দেওয়া হয়। প্রচলিত রয়েছে - একদিন ইংল্যান্ডের একজন লোক তার বাথরুমের আয়নার সামনে রাত তিনটে নাগাদ তিনবার ব্লাডি মেরির নাম নেয়, এর পর মেরির আত্মা সেখানে চলে আসে। যখন সে লোকটি আয়নায় নিজের মুখ দেখতে যায়, তখন সে চোখ দিয়ে রক্ত পড়া একটি মেয়েকে কে দেখতে পায়। মেয়েটি লোকটির চোখ উপরে নেয়। ধারনা করা হয়- ঐ রক্তচক্ষু মেয়েটি হলো ব্লাডি মেরি।

জোবায়ের হাসান জয়

শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৬১

ইসলামি গল্প

অনেকদিন আগের কথা। এক শহরে বরুণ নামে একজন লোক বাস করত। বরুণ ছিল একজন মুসলীম। সে তার পরিবারের সাথে শহরে বাস করত। তার পরিবারে তার বাবা, মা ছিল না। ছিল তার স্ত্রী ও তার দুই ছেলে। বরুণের সম্পত্তি অনেক ছিল। তাবুও তার সম্পত্তির উপর খুব লোভ ছিল। বরুণ ছিল একজন লোভী ও পাপী ব্যক্তি।

আমরা মুসলমান সবাই জানি আল্লাহ তায়ালা আমাদের কোনো না কোনো ভাবে পরীক্ষা নিবে। আমরা যদি পরীক্ষায় পাশ করতে পারি তাহলে আখিরাতে পরম সুখের স্থান জান্নাত পাব। আর যদি না পাশ করতে পারি তাহলে পরকালে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এখন আমি মূল ঘটনায় আসি।

বরুণ একদিন তার পরিবার সহ ভ্রমণে বা সফরে বের হয়। তার নিজের গাড়ি নিয়ে। গাড়ি চলছে তো চলছে হঠাৎ একটা লোক গড়ির সামনে এসে, ইশারায় গাড়ি থামাতে বলল। বরুণ গাড়ি থামাল। তারপর লোকটি বরুণকে বলল আমি সম্পদ, আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও। বরুণ তার পিছনের সিটে তার স্ত্রীর মতামত জানতে চাইল। তার স্ত্রী বলল তাকে আমাদের সাথে নাও। বরুণ তাকে গাড়িতে নিল। আবার একইভাবে গাড়ি চলছে তো চলছে। হঠাৎ আবার একটা লোক ইশারায় গাড়ি থামাতে বলল। বরুণ সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামাল। লোকটি বলল আমি সম্মান ও খ্যাতিমান। লোকটির কথা শুনে বরুণ ভাবল এ দুনিয়োর প্রত্যেকে খ্যাতিমান হতে চায়। যেমন: কারো সন্তান যদি কোনো ভালো চাকরি বা সরকারি চাকরি করে থাকে তাহলে তার বাবারও সম্মান বাড়ে এবং নিজেরও সম্মান বাড়ে। বরুণ তার স্ত্রীর কোনো কথা না শুনে তাকে গাড়িতে নিল। আবার একইভাবে গাড়ি চলছে তো চলছে। আবার একজন লোক ইশারা দিয়ে গাড়ি থামাতে বলল, আমি দীন, আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। বরুণ লোকটির কথা শুনে তার স্ত্রীর দিকে তাকাল। তার স্ত্রী বললল এই লোকটা দীন একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। বরুণ দেখো আমি এখন লিপস্টিক ও মুখে মেকাপ দিয়েছি, এবং চুল ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে বসে আছি। যদি আমরা এই লোকটাকে আমাদের সাথে নেই তাহলে আমি আর এসব করতে পারবো না। আমাদের সব সময় নামাজ, রোযা, যাকাত, আদায় করতে হয়। এটা বড় ঝামেলা। বরুণ তার স্ত্রীর কথা শুনে ভাবল বউতো খুব ভালো কথা বলেছে। তারপর বরুণ লোকটিকে না নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

আবার গাড়ি চলছে, হঠাৎ ট্রাফিক পুলিশ এসে গাড়ি থামাল। বরুণকে বলল, তোমার সময় হয়ে গেছে তুমি এখন আমাাদের সাথে চল। বরুণ বলল আমাকে নিয়ে যাবে তবে, আমার পরিবার, সম্পদ, ও সম্মানকে আমি আমার সাথে নিয়ে যাব। বরুণের কথা শুনে ট্রাফিক পুলিশ বলল, না কাউকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না। শুধু তুমি একটা জিনিস নিয়ে যেতে পারবে সেটা হলো তোমার দীন। বরুণ বলল, আমিতো সম্পদ ও সম্মান নিয়ে এসেছি। দীন তো নিয়ে আসিনি। সে আরও বলল থামো, দীনকে তো আমি পিছনে ফেলে এলাম। এখানে দাঁড়াও আমি দীনকে নিয়ে আসতেছি, বেশিদূর নয়।

তারপর ট্রাফিক পুলিশ বরুণের কোন কথা না শুনে বরুণকে নিয়ে গেল।

এ গল্প থেকে শিক্ষা পাই, বরুণ ছিল একজন লোভী ব্যক্তি। তাদের সফরটি ছিল দুনিয়ার সফর। ট্রাফিক পুলিশটি ছিল মলাকুত মউত। আমরা জানি মলাকুল মউত একদিন না একদিন সবার কাছে আসবে। আমরা শিক্ষা পাই আমাদের সবসময় আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। রোযা করতে হবে, যাকাত দিতে হবে। কখনো অতি লোভ করা যাবে না। কারণ লোভ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

মো. আব্দুল্লাহ আল মুহিদ

শ্রেণি: ঃ ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৫১

একটি ক্ষুধার্ত শেয়ালের গল্প

একদিন দুপুর বেলা একটা ক্ষুধার্ত শিয়াল খাবারের সন্ধানে গ্রামের বাইরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু খাবারের সন্ধান করতে পারল না। মনে মনে শেয়াল নিরাশ হয়ে পড়ল। ঠিক এমন সময়ে রাস্তার ধারে একটা আঙুর গাছের বাগান দেখতে পেল। কাছে গিয়ে দেখল পাকা পাকা রসালো আঙুর থোকায় থোকায় ঝুলছে। লোভী শিয়ালটির আনন্দ তখন দেখে কে! মনের আনন্দে আঙুর থোকা লক্ষ করে বার বার লাফ দিতে লাগল। কিন্তু আঙুরের থোকা উঁচুতে থাকায় সে নাগাল পেল না। তখন নিরাশ হয়ে মনের দুঃখে আঙুর ফল টক-এই বলে সেখান থেকে শিয়ালটি চলে গেলো।

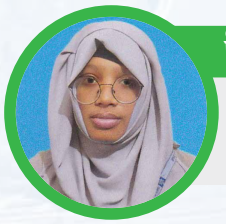

উম্মে জান্নাতুল আতিয়া আখলা সুলতানা (শিমু)
শ্রেণিঃ ঃ ৭ম, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৭

বেস্টফ্রেন্ডের কথা

সবার জীবনেই অনেক বন্ধু বান্ধবী থাকে। তেমনি আমার জীবনেও অনেক বন্ধু বান্ধবী আছে। বন্ধু বান্ধবী জিনিসটা আলাদা আর বেস্টফ্রেন্ড আলাদা। এমনিতে বন্ধু বান্ধব বলতে বোঝায় যে আমরা তার নামেই বন্ধু বান্ধব আর বেস্টফ্রেন্ড হলো যার সাথে মনের নানা কথা, নানান আবেগের কথা বলি। হ্যাঁ, আমি আমার বেস্টফ্রেন্ডের কথা বলছি। আমার বেস্টফ্রেন্ডের নাম সুবা। এতো মিষ্টি মেয়ে যে যার সাথে কথা না বলে থাকাই যায় না। তার সাথে আমার পরিচয় হয় ২০২২ সালে যখন আমি ক্লাস ফাইভেএ পড়ি। আমি একটি কোচিং-এ পড়তাম। মূলত কোচিং-এ তার সাথে আমার নতুন পরিচয় হয়। সে প্রথমদিন এসেই কোচিং-এ আমার পাশে এসে বসেছিল। তার সাথে যখন আমার প্রথম কথা হয় অর্থাৎ আমার বেস্টফ্রেন্ড সুবাই আমাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলো যে তোমার নাম কী?

আমি বললাম আমার নাম শিমু। সে উত্তর শুনে বলল বাহ! তোমার নামটা অনেক সুন্দর । তারপর ধীরে ধীরে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। আমরা ধীরে ধীরে একে অপরের সম্পর্কে জানি, একই সাথে বসি। এভাবেই তার সাথে আমার একটা ভালো বন্ধুত্বতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ আমার বেস্টফ্রেন্ড সুবা সবসময় একটা কথা বলত যে জীবন আমার ব্যর্থ। ওর এই কথাটা আমাকে অনেক আনন্দিত করত। জীবন আমার ব্যর্থ শুধু এই কথাটাই বলত তা কিন্তু নয় সে এটাও বলত যে, জীবন আমার সফল। অর্থাৎ তার সাথে কিছু খারাপ হলে সে বলত জীবন আমার ব্যর্থ আবার তার সাথে যদি কিছু ভাল হতো তাহলে সে বলত জীবন আমার সফল। সুবা একজন মজার মানুষ, অনেক মিশুক। আমার জন্মদিনের দিন অর্থাৎ ১৮ই মার্চ সে আমাকে অনেক উপহার দেয়। আসলে উপহার দেওয়াটা বড় কথা নয়। আমি কিন্তু তাকে আমার জন্মদিনের কথা কখনো বলিনি কিন্তু সে যে কীভাবে আমার জন্মদিনের কথা জেনেছে তা আমি নিজেও জানি না। সে আমাকে জন্মদিনের দিন একটি চিঠি দিয়েছিলো তাতে লেখা ছিল যে শিমু তুই আমার একজন ভালো বন্ধু, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি যে তুই সবসময় ভালো থাকিস। আরও অনেক কথা। এই লেখাগুলো পড়ে আমি তাকে জড়িয়ে ধরি। সব শেষে আমি একটিই কথা বলতে চাই যে সে আমার একজন খুব খুব এবং খুব ভালো বন্ধু। আমি আল্লাহর কাছে নিজে দোয়া করি যে, সে যেন অনেক ভালে থাকে এবং সুস্থ থাকে। সে যেন নিজেই তার জন্য সফলতা অর্জন করতে পারে, জীবনে এগিয়ে যেতে পারে।

সাহরিয়ার জামান সুইট
শ্রেণিঃ ৬ষ্ঠ, শাখাঃ দোলনচাঁপা
রোলঃ ১০৫

সাত ভাই চম্পা

এক রাজার ছিল সাত রানি। দেমাকে বড় রানীদের মাটিতে পা পড়ে না। ছোটরানি খুব শান্ত। এজন্য রাজা তাকে সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসত। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত রাজার ছেলে-মেয়ে হয় না। এতবড় রাজ্য কে ভোগ করবে। রাজার মনে দুঃখ হয়। অনেক দিন যায়। ছোটরানির ছেলে হবে। রাজার মনে আনন্দ ধরে না। রাজা রাজ্য ঘোষণা করে দিলেন তার রাজ ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। যে যত পারে নিয়ে যাও। বড় রানীরা হিংসায় জ্বলে যেতে লাগল। রাজা আপনার কোমড়ে, ছোটরানির কোমরে এক সোনার শিকল বেঁধে দিয়ে বললেন, যখন ছেলে হবে তখন এই শিকলে নাড়া দিও আমি এসে ছেলে দেখে যাব। রাজা রাজ দরবারে গেলেন। বড় রানীরা বললেন আহা ছোট রানির ছেলে হবে। তার ঘরে অন্য লোককে যেতে দিব কেন। বড়রানিরা গিয়ে শিকলে নাড়া দিলেন 'অমনি রাজা বাদ্য বাজনা নিয়ে চলে এলেন দেখে কিছুই না। রাজা ফিরে গেলেন। একটু পরেই রাজার শিকলে আবার নাড়া পড়ল রাজা আবার ছুটে গেলেন। দেখে এবারও কিছুই না। রাজা রাগ করে আবার চলে এলেন। একে একে ছোট রানির সাতটি ছেলে একটি মেয়ে হয়। মেয়েগুলি চাদের পুতুল। আঁকুপাঁকু করে হাত নাড়ে, পা নাড়ে-আঁতুঘর আলো হইয়া গেল। ছোট রানি আস্তে আস্তে বলিলেন আমার কী ছেলে হলো একবার দেখি না!

বড় রানিরা হাত নেরে, নথ নেরে বলল ছেলে না- হাতি হয়েছে। ছোট রানি তা শুনে অজ্ঞান হলো। বড়রানিরা আর শিকলে নাড়া দিল না। চুপি চুপি হাড়ি সরা আনিয়া ছেলে মেয়েগুলিকে তাতে পুরে, পাশের-গাদায় পুঁতে ফেলল। তারপর এসে শিকল ধরে টান দিল। রাজা এবার ঢাকঢোলের বাদ্য মণি মুক্তা হাতে নিয়ে আসলেন। বড় রানিরা কতগুলো ব্যাঙের ছানা, ইঁদুরের ছানা এনে দেখাল। তা দেখে রাজা রেগে আগুন হয়ে গেল। ছোটরানিকে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দিল। বড় রানিদের সুখের কাটা দূর হলো।

আতকিয়া বাশিরাহ আতফা
শ্রেণি: ৫ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২০

রেশমের গল্প

অনেক অনেক দিন আগে চীন প্রদেশে এক জায়গায় থাকতো রানী লেইজু। তিনি ছিলেন মহান সমরটি ইয়ালুর স্ত্রী। তারা দুইজনে ছিলেন অসম্ভব সুন্দর ও সুখী মানুষ।

লেইজু কিন্তু প্রথমেই রানী ছিলেন না। তিনি ছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব নামক চীনের সিলিগ নামক এক জায়গার দয়ালু মেয়ে। লেইজুর মা-বাবা অসুস্থ ছিলেন। তাই লেইজু তাদের জন্য ফল ও জল যোগার করে আনতেন। এই ভাবেই লেইজুর দিন কেটে যায়। এই রকমই এক সকালে লেইজু জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। সেদিন অনেকটা সময় জঙ্গলে ঘোরার পরও কোন ফলমূল যোগার করতে না পেরে লেইজু মালবেরি গাছের নিচে বসে কাঁদতে শুরু করল! কারণ তাঁর বাবা মাকে যে, না খেয়ে থাকতে হবে। তাঁর বুক ভরা কন্না শুনে গাছের উপরে বসে থাকা এক পাখি গাছ থেকে কিছু মালবেরি পাতা ফেলেছিল। কিন্তু লইজু সেটা দেখতে পেলনা। শুধু কেঁদেই চললো।

তখন পাখিটা মাটিতে নেমে এলো ও পাতা গুলো খেতে লাগলো। পাখিকে পাতা খেতে দেখে নিজেও মাটি থেকে পাতা তুলে মুখে দিল। লেইজু পাতা থেকে দুই রকম স্বাদ পেল। লেইজু মিষ্টি ও লবণের স্বাদ পেয়ে সে পাতাগুলো তুলে নিল। সে পাতাগুলো তার মা ও বাবার জন্য নিয়েছিল। সে বাড়িতে গিয়ে যা দেখল তাতে সে হতবাক হয়ে গেল। লেইজুর মা ও বাবা মারা গিয়েছিলেন। অসহায় লেইজু এখন একা দিন কাটাতে লাগল।

লেইজু মালবেরি গাছের নিচে বসলে শান্তি পেত। একদিন দুপুরে লেইজু সেই পাখির সাথে তার জীবনের কথা বলছিল। এমন সময় যে একটা আওয়াজ পেল! কেউ যেনো বলছে, জল! জল !! লেইজু দেখলো রাজা ক্ষুধা ও পিপাসায় অজ্ঞান হয়ে যাবেন। রাজা জিলিং এর ঘোড়াটা থেমে গেল ও রাজা নিচে পরে গেলেন। লেইজু একছুটে বাড়ি থেকে এক কলসি জল নিয়ে এলো। রাজাকে সাহায্য করল। লেইজুর স্বভাব ছিল পশু ও পাখির সাথে কথা বলা। সে ঘোড়াটিকে বললো, রাজাকে বলো জলটা খেয়ে নিতে। পরে লেইজু বুঝতে পারলো সে শুধু একটি ঘোড়ার সাথে কথা বলেছে। লেইজু যেতে যেতে নিজের সাথে কথা বললো, সে বললো, ওহ লেইজু তোমাকে পশুপাখির সাথে কথা বলা বন্ধ করতে হবে। লেইজু মাথা নিচু করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সে খেয়াল করেনি ঘোড়াটি তাকে অনুসরণ করছে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লেইজু নাদীর পাশ দিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল। ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখল। তারপর ফিরে আসলো তার মালিকের কাছে। ততক্ষণে রাজার জ্ঞান ফিরেছে। রাজা ঘোড়ার কাছে জানতে চাইল কে এই জলের পাত্র রেখে গিয়েছে? তার কাছে নিয়ে চলো আমায়। রাজা ঘোড়ার পিঠে চরে গেলেন লেইজুর বাড়িতে। তখন লেইজু ঘরে বসে কাঁদছিল।

লেইজু আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেখে রাজা জিলং। রাজা বললো, তুমি কী সেই দয়ালু মেয়ে, যে আমাকে জল দিয়ে সাহায্য করেছো। লেইজু বললো হ্যাঁ রাজা- আমিই আমি সেই মেয়ে। রাজা বললো, তুমি রাজাকে সাহায্য করেছো। কিন্তু তুমিতো কিছু চাইলে না আমার কাছ থেকে। লেইজু বললো, এটা আমার কর্তব্য রাজা-মশাই। রাজা বললো, তাহলে তোমাকে পুরস্কৃত করা আমার কর্তব্য। রাজা বললেন, তোমার মা ও বাবাকে ডাক। তখনি লেইজুর চোখ জলে ভরে গেল। সে বললো, রাজা-মশাই আমার বাবা-মা নেই। আমি এখানে একাই থাকি। রাজা লেইজুর দুঃখে কাতর হয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোমাকে আর একা থাকতে হবে না। রাজা বললেন, আমি রাজা, রাজা জিলিং তোমাকে দত্তক নিব লেইজু।

এভাবেই ছোট্ট লেইজু রাজকুমারী হয়ে উঠল। সে তার ভালো আচরণের কারণে সবার ভালোবাসার পাত্রি হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে লেইজু বড় হতে লাগলো। সাথে তিরনদাজি ও রাজনৈতিক বিষয়ে সে পারদর্শী হয়ে উঠল। তাঁর পিতা জিলিং তাকে বিয়ে দিলেন ইয়োলোমপ্রয়ায়ের সাথে। কিভাবে তাঁরা চীনকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলল সে গল্প পরে বলবো।

তিরনদাজি শেষ করে রানি লেইজু মালবেরি গাছের নিচে বসে চা খাচ্ছিলেন। সবে মাত্র রানি চায়ে মুখ দিতে যাবে হঠাৎ গাছ থেকে সাদা ডিমের মতো কি যেন তার চায়ে পড়ল। রানি লেইজু জিনিসটিকে হাতে নিয়ে দেখলেন অসম্ভব নরম। রেশমকীট তার চায়ে পরে যেন আরোও নরম হয়ে গেছে। তার গায়ে সুক্ষ্ম সুতোর মতো রেখা গুলো আলোয় চকচক করছে। রানি একটি সুতোতে টান দিলেন। রানি দাসীকে সুতোটি নিয়ে বাগানের শেষ সীমানায় নিয়ে যেতে বললেন। দাসী সুতো টানছে তো টানছে। লেইজু একদিকে শিল্পি এবং গুণি মানুষ হওয়ায় তিনি ঠিক করলেন এটার উৎপত্তিটা জানতে হবে। তিনি সেই গাছের চারপাশ দেখলেন আরোও রেশমকীট পরে আছে কিনা? ধীরে ধীরে এরকম অনেক রেশমকীট জড় করে তাদের থেকে সুতো বের করে তা দিয়ে পোশাক তৈরি করলেন। তিনি দেখলেন তিনি নরম চকচকে একটি পোশাক তৈরি করেছেন। সে পোশাক খুব নরম ও সুন্দর। নিজের অবিষ্কারে আভিভুত হয়ে ভাবলেন রাজকে সব জানাবেন পরে ভাবলেন বিষয়টা সম্পর্কে তার আরোও জানা দরকার।

রানি খুঁজে বের করলেন স্ত্রী রেশমকীট একবারে ৩০০ থেকে ৫০০ ডিম পারে। যে ডিম থেকে শুয়ো পোকা হয়। রেশমকীটরা একটানা ৬ সপ্তাহ ধরে মালবেরি গাছের পাতা খায়। এবং পুরোপুরি ভাবে বেড়ে ওঠে। এক সময় তারা খাওয়া বন্ধ করে এবং আস্তে আস্তে মাথা তুলতে শুরু করে। আর নিজেদের পোকনকে ঘোরাতে শুরু করে। বেশ কিছু সময় ধরে রেশমকীট নিয়ে পড়াশোনা করার পর রানি বুঝলেন রেশমকীটরা শুধু মালবেরি গাছের পাতা খেয়ে থাকে। এবার রানি তার রাজাকে গিয়ে সব কথা বললেন।

স্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী রাজা তাকে অনেকগুলো মালবেরি গাছ লাগিয়ে দিল। যেখানে রানি রেশমকীট চাষ করলেন। এভাবেই সেখানে রেশমের জামা কাপড় তৈরি হতে লাগল এবং রেশমের কলাকৌশল চীনেরা গোপন রেখেছিল প্রায় ১৫০০ বছর। পরে কোরিয়া, জাপান, ভারতসহ ছড়িয়ে গিয়েছে দেশে-দেশে। আর এভাবেই রেশমের জনপ্রিয়তা ও বহুল ব্যবহার বাড়তে থাকে।

মো. আসাদ আল হক

শ্রেণিঃ ৯ম, শাখাঃ দোলন চাঁপা
রোলঃ ১৩০

ফিলিস্তিনের শিশু

আমার নাম আল কাশেম। আমার জন্ম ফিলিস্তিনের ছোট্ট শহর জেনিনে; যার আকাশে আগে বৃষ্টি ঝড়তো, এখন ঝড়ে রক্ত, যার বাতাসে ছিলো, ফুলের সুবাস আর এখন ভেসে আসে লাশের গন্ধ, মিউনিশনের কালো ধোঁয়া। ছোট্ট জেনিন শহরে কর্ম-ব্যস্তময় জীবন হয়ে উঠেছে নীরবত। চারিদিকে শুধু ক্লান্তি, আর্তনাদ, আর দীর্ঘশ্বাস, সবাই পালাচ্ছে, কারো মাথায় সুটকেস, বগলে কাপড়ের গাঁটরি, কোমরে বাচ্চা। চোখে মুখে কী এক অস্থির আতঙ্ক।
আমি থাকি ভাঙ্গা রাস্তার ধারে একটি ছোট্ট তাঁবুতে- আমি ফিলিস্তিনের গৃহহারা পথ শিশু-
যার একটি পরিবার ছিলো, ছিলো কিছু স্বপ্ন। যার ঘুম ভাঙ্গতো আজানের সুরে, আজ তার ঘুম ভাঙ্গে গোলাবারুদের আর্তনাদে। যেই হাতে আজ কলম থাকার কথা, সেই হাতে আজ অস্ত্র। কেন? স্বপ্ন নিয়ে যে বয়সে ঘুমানোর কথা, এই বয়সে মৃত্যু নিয়ে কেন ঘুমাই?

তাহলে শুনো-
সেদিন, সন্ধ্যার আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটতে লাগলাম। যে যেদিকে পারছে ছুটছে। হেলিকপ্টার মাথার উপর নেমে এলো, ক্ষণিকের জন্য সব কিছু থেমে গেল, তারপর মনে হলো যেন একসঙ্গে অনেক গুলো বাজ পড়ল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলাম, কালো ধোঁয়া আর লাশের স্তুপ। তবুও আমি উঠে দাঁড়ালাম দৌড়াতে লাগলাম পোড়ামাটির গন্ধ আর লাশের পাহাড় ঠেলে, বাড়ি এসে দেখেছিলাম অনেকগুলো শব্দের তাণ্ডব। মেশিনগানের শব্দ। বাচ্চাদের কান্না। কয়েকটা কুকুরের আর্তনাদ। মমতাময়ী মায়ের লাশ, রক্তের স্রোতধারার প্রতিটি বিন্দু আমাকে ডেকেছিলো, খোকা। পাশেই পরে আছে ছোট্ট আদরের বোনটি আমার, রক্তলাশ হয়ে। যার প্রতিটি কথা যেন ছিল, আমার জীবনের আনন্দ ছায়া। সুভাষিণী সেই বোনটির আবদার ছিলো শাড়ি কিনে দিতে। পারিনি তার সাধ পূরণ করতে। ঢেকে দিয়ে ছিলাম কাফনের সাদা শাড়িতে। আমি চিৎকার করে কাঁদতে চেয়েছিলাম, পারেনি চিৎকার করতে, সেই দিন আমার চোখে জল ঝড়েনি ঝড়ে ছিলো অগ্নি-অশ্রু।
আমি ফিলিস্তিনের গৃহহারা পথশিশু- যার একটি সাঁজানো ছোট্ট পরিবার ছিলো। ছিলো কিছু স্বপ্ন। যার ঘুম ভাঙতো আজানের সুরে, আজ তার ঘুম ভাঙ্গে গোলাবারুদের আর্তনাদে।
আমি দেখেছিলাম, আস-শিফা হাসপাতালে,- যেখানে মায়ের কোলের নবজাতক শিশুকে হত্যা করা হয়েছিলো। আমি চেয়ে দেখেছিলাম পিতার কোলে পুত্রের লাশ। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি মায়ের আর্তনাদ, চিৎকার আর কিছু ফরিয়াদ।
তাইতো আমি হাতে নিয়েছি অস্ত্র, ফিলিস্তিনের শিশুদের দিয়েছি শপথ, এই পৃথিবীতে আমি শান্তি ফিরিয়ে আনবো।
আবার, জেনিন শহরের বুকে উড়বে পাখি, উড়বে না যুদ্ধ বিমান। শিশুর স্বপ্ন হবে না ভঙ্গ জেনিনের বুকে আর। এই পৃথিবীকে আমি শিশুর বাসযোগ্য করবো, নবজাতক শিশু ফিলিস্তিনের বুকে দেখবে স্বপ্ন আপন পতাকায়।
আমি ফিলিস্তিনের পথ শিশু- যার একটি পরিবার ছিলো। ছিলো কিছু স্বপ্ন। ছিলো কিছু আশা, যার পুরোটা হারিয়ে নিঃস্ব একা আমি আল কাশেম।

শাহ আননুর শ্রাবনী

শ্রেণিঃ ৭ম, শাখাঃ ড্যাফোডিল
রোলঃ ৬৪

ময়নামতি ভ্রমণ

আমার বড়ো বোন কুমিল্লা শহরে থাকে। এবার বড়োদিনের ছুটিতে ঠিক করেছি তার বাসায় বেড়াতে যাব। অবশ্য বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন। বোনের মুখে শুনেছি অদূরেই আছে ঐতিহাসিক স্থান ময়নামতি। মায়নামতির আগের নাম রোহিতগিরি। বর্তমানে ময়নামতি অঞ্চলে যে ধ্বংসস্তুপ দেখা যায়, তা মূলত একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রথমে গেলাম ময়নামতি জাদুঘর। এই জাদুঘর ১৯৬৫ সালে কুমিল্লার কোট বাড়ীর শারণ বিহারের দক্ষিণ পাশে স্থাপিত হয়। জাদুঘর দেখা শেষে আমরা গেলাম শালবন বৌদ্ধ বিহার। এটি বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিহারে ১৫৫ টি কক্ষ আছে। কোটাবাড়ী ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠা করে। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গবেষণা করে। মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে নিরলস সহায়তা করে যাচ্ছে বোর্ড। বোর্ড পাশেই আছে রূপবান মুড়া ইটাখোলা মুড়া ও কোটিলা মুড়া। কোটিলা মুড়া, ইটাখোলা মুড়া, রূপবান, শালবন বিহার, রানী ময়নামতি প্রাসাদসহ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথা ভুলি কি করে।

আফছানা আক্তার
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২০

কাঁকড়া ও বক

এক পাহাড়ের গায়ে ঘন বন ছিল। তার পাশেই ছিল এক জলাশয়। সেখানে নানা রকম মাছ আর অনেক কাঁকড়া সুখে বাস করত। পাশেই ছিল একটা ঝাঁকড়া গাছ। সেই গাছে একটি বক অনেক দিন ধরে বাসা বেঁধে ছিল। জলের ধারে এক পায়ের ওপর ভর করে সে মাছ ধরার লোভে দাঁড়িয়ে থাকত। এক সময় বকটি বৃদ্ধ হয়ে কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেলল। মাছ ধরতে পারে না। খুব কষ্টে কাটত লাগল তার দিন। একদিন দেখল একটা কাঁকড়া জলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক ফন্দি জুড়ে বসলো। বকের কান্না দেখে কাঁকড়া জিজ্ঞেস করল, একি বক মামা, তুমি কাঁদছ কেন? খাবার জোটে নি বুঝি? বক বলল, ভাগনে কাঁকড়া, মাছ খাওয়া আমি ছেড়েই দিয়েছি। নিজের পেট ভরার জন্য জীব হত্যা করতে আর ভালো লাগে না।

কাঁকড়া অবাক হয়ে বলল, খুব ভাল কথা। তা হলে কান্নার কারণ কি?

বক বলল, ভাগনে, আমি নিজের জন্য কাঁদি না। অন্যের কথা ভাবতে গিয়েই আমার কান্না পায়। এক সর্বনাশের কথা শুনেছি, যা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। কাঁকড়া জিজ্ঞেস করল, কি কথা মামা? বক বলল এখানে পণ্ডিতরা বলাবলি করছে আগামী বারো বছর নাকি অনাবৃষ্টি হবে। আঁতকে উঠে কাঁকড়া বলল, তাই নাকি?

বক বলল, এই জলাশয়ের অবস্থা কি হবে ভাবতে পারো? জলের অভাবে সব মাছই যে মারা যাবে। এই ভয়ঙ্কর খবর শুনে কাঁকড়া তাড়াতাড়ি ছুটল মাছেদের কাছে। কাঁকড়ার মুখে এ কথা শুনেই মাছেদের মধ্যে হাহাকার উঠল। সর্বনাশ, তাহলে কি উপায় হবে? তখন দল বেধে তারা এল বকের কাছে। বলল মামা, এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কি উপায় আছে বল। বক বলল, ভাগনে আমি তোমাদের উদ্ধারের চিন্তাই দিনরাত করছি। এই পাহাড়ের ওপাশে একটা গভীর জলাশয় আছে। বারো বছর কেন বিশ বছর, অনাবৃষ্টি হলেও তার জল শুকাবে না। তোমরা রাজী হলে যত কষ্টই হোক আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারি। সব মাছেরাই এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বক মনে মনে খুব খুশী হয়ে বলল, তা হলে আজ থেকেই কাজ শুরু হোক। সেদিন থেকে বক এক একটি করে মাছ ঠোঁটে করে নিয়ে যায় আর পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে মনের সুখে খায়। দিন, মাস, বছর যায় তবু উদ্ধার কাজ আর শেষ হয় না। একদিন এক কাঁকড়ার পালা। কাঁকড়াকে নিয়ে বক পাহাড়ের সেই জায়গায় এল। সেখানে অনেক মাছের কাঁটা দেখতে পেয়ে কাঁকড়া জিজ্ঞেস করল, মামা, কোথায় তোমার জলাশয় বক বলল, জলাশয় আমার পেটে। রোজ রোজ মাছ খেয়ে অরুচি হয়েছে, আজ তোমার তৈলাক্ত মাংস খাব। কাঁকড়া বুঝতে পারল বকের দুষ্ট মতলব। তাই ধারালো সাঁড়াশির মত তার দুটো পা দিয়ে বকের গলা জড়িয়ে ধরল। বক মরে গেল।

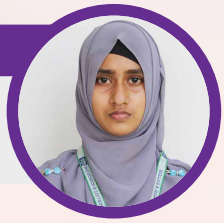

মোছা. লুৎফুন্নাহার (বর্ণ)
শ্রেণি: একাদশ, শাখা: বিজ্ঞান
রোল: ৬৬

আপুর বলা কথাগুলো

ছোট বোন,

চলে যাচ্ছি, আশা করি অনেকটা সময় বেঁচে যাচ্ছে তোমার। আর কাউকে বার বার খেতে বলতে হবে না। কেউ সন্ধ্যায় না খেয়ে ঘুমালে তাকে আর ডাকতে হবে না। খাওয়া ঠিকমতো করে না বলে, বাসায় অভিযোগ দিতে হবে না। ভোরে কারো ডাকে বিরক্ত হয়ে বলতে হবে না "দাড়াও, উঠছি"। আশা করি অনেক কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেলে। যাই হোক তা বলে অলসতার সাগরে গা ভাসিয়ে দিও না। বড় হয়ে গিয়েছো, বুঝতে শিখো। নিজের প্রয়োজনীয় কাজসমূহ যতটা পারো নিজে করার চেষ্টা করে। সময়ের সঠিক ব্যবহার করো। আর হ্যাঁ, যে তোমায় ভোর বেলা জাগিয়ে দিত সে নেই বলে ভেবো না, উঠতে হবে না। সে নেই তো কী হয়েছে, তার এলার্ম ঘড়িটা কিন্তু রেখে গিয়েছে। যদিও তুমি চাইলে সেই এলার্মকে থামিয়ে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারো। তবে তা করো না। নামাজ ঠিকমতো পড়বে। খাওয়া-দাওয়া করবে সময়মতো। খেতে মন চাইছে না বলে না খেয়ে থাকবে না। সকালে না খেয়ে যাবে না বলে দিলাম। পড়াশোনায় যেন কোনো কমতি না হয়। পাড়লে তিশার সাহায্য নিয়ে দুইজনই পড়বে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে। আপুর কথা মতো চলবে। কাউকে এমন কিছু বলবে না যাতে সে মন খারাপ করে। মাথা গরম করবে না। রুটিন মেনে চলতে হবে কিন্তু। অচেনা পথ জানি হাঁটতে কষ্ট হবে তবে মনে রাখবে, তোমাকে পারতেই হবে। সঠিক পথের দিশা সবাই দিলেও কেউ তোমার সাথে হাঁটবে না। সবাই পথ প্রদর্শক মাত্র। আমিও তাই।

ইতি
আপু

মো. রিফাত হাসান রিয়াদ
শ্রেণি: দশম , শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩৪

ঘূর্ণিঝড়ের সেই কালো রাত

সুখে কাটছিল ছোট মোস্তাফার জীবন। বাবা ছিলেন কৃষক। মোস্তাফা বাংলাদেশের ছোট একটি গ্রামে বড় হচ্ছিল। তাঁর বয়স ছয় চলছে। নদীতটে বন্ধুদের নিয়ে তার দেশের সৌন্দর্য সে উপভোগ করে। মোস্তাফা স্কুলে যায়। স্কুলে সে পড়াশুনায় ভালো। তবে সে কবিতা পছন্দ করত। প্রতি বছর গ্রীষ্মে আম, জাম কুঁড়ানো এবং সব বন্ধু মিলে একত্রে খাওয়ার মজাই ছিল আলাদা।

একদিন দমকা বাতাস এলো। বন্ধুরা এসে ওকে বলে, চল আম কুঁড়াতে যাই। ও উৎসাহের সহিত বলে চল সবাই। আজ আম কুঁড়াই। ঝড় উপেক্ষা করে ওরা আম কুঁড়ায়। এদিকে মোস্তফার মা ওকে খুঁজে না পেয়ে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ে। মোস্তফার আম কুঁড়ানো শেষ হলে সে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। সে দেখে কেউ কান্না করছে যেন তাঁর ফসল নষ্ট না হয়। বাড়ি ফিললে তার মা তাকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিল। বলল, আম কুঁড়োতে। মা বলল চটপট কাপড় পাল্টা ভিজে গেছিস যে। ও বলে ঠিক আছে। এসময় কোথা থেকে তার বাবা এলো এবং সে বৃষ্টিতে ভিজেছে ও ঝড়ে আম কুঁড়োতে গেছে বলে অনেক বকাবকি করেন।

যখন মোস্তফার বয়স ১০ তখন ঘটে এক মহা বিভীষিকাময় দুর্যোগ। ওদের এলাকা ছিল চর এলাকা তাই সমস্ত অঞ্চল না হলেও কিছু অঞ্চল ডুবে যায় নদীতে। একটি রাত শুধু একটি রাত মোস্তফার জীবনে গভীর ছাপ ফেলে। সকাল ১০টায় সংবাদ প্রচারিত হয় দেশের দক্ষিণ দিক থেকে বাংলাদেশে আঘাত হানবে একটি ঝড়।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে আকাশ কালো হতে শুরু করে। সেই সাথে বৃষ্টি পরতে থাকে। সন্ধ্যার পর থেকে আকাশ সম্পূর্ণ মেঘে ঢেকে থাকে আর সাথে শুরু হয় বজ্রপাত ও মেঘের গর্জন। এরপর শুরু হয় দমকা বাতাস ও ঝড়। রাত এগারটার দিকে হঠাৎ তীব্র বাতাস বইতে শুরু করে। এত বাতাস যে গাছ ভেঙ্গে পড়ছিল। বাড়ির চাল উড়ে যায় অনেকের। তার উপর বৃষ্টি। বাতাসের প্রবল আঘাতে বাড়ি-ঘরের চালা ও টিন উড়ে চলে যায়। এত পরিস্থিতি খারাপ ছিল যে সবাই আল্লাহ বাঁচাও বলে প্রার্থনা করছিল। এবার মোস্তফার এর মনে জয়ের সঞ্চার ঘটে। বাতাসের প্রবল আঘাতে বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে জলোচ্ছ্বাস হতে থাকে। সবার জমি টলাতে থাকে। একসময় পানি এলাকার ঘরে বাড়িতে প্রবেশ করে। মোস্তাফাদের দালান-বাড়ি থাকার সত্ত্বেও তা টিকতে পারেনি। কারণ তাদের বাড়ির পাশের গাছ বাতাসে প্রবল আঘাতে শিকড়সহ পড়ে যায় দালানের উপর। বাড়ি ভেঙে যায়। মোস্তফা, তাঁর মা ও বাবা আল্লার অশেষ রহমতে বেঁচে যায়। তাঁরা বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে- দূরে বাতাস কোনোভাবে উপেক্ষা করে স্কুল ঘরে আশ্রয় নেয়। সেই কালো রাতে ঘূর্ণিঝড় প্রচুর ক্ষতি ঘটায়। রাত দু'টায় ঝড় থামলেও তীব্র বৃষ্টিপাত চলতে থাকে। সূর্যের আলো ভোরে ফুটল না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মোস্তাফা ও তার পরিবার তাঁদের জমি ও বাড়ি দেখতে যান। গিয়ে দেখে বাড়ি পুরো ভেঙ্গে গেছে। অর্ধেক গাছ ভেঙেছে। আর বাকি অর্ধেক, বাতাসের কারণে উপরে গেছে। সব জমি নদীর তলায় চলে গেছে। গবাদি পশু সবই ঘর্ণিঝড়ে আহত হয়েছে নয়ত মৃত। এমন অবস্থায় মোস্তফা পুরো গ্রামের অবস্থা দেখতে যায়। সে তার গ্রামের অবস্থা দেখে ভীষণ কষ্ট পায়। সে দেখে কোথাও গাছ ভেঙ্গে পড়েছে তো কোথাও শিকড়সহ উপড়ে পড়েছে। কোথাও কেউ আর্তনাদ করছে। কোথাও কাঁদছে। এ যেন এক কান্নাকাটির রোল ও শোরগোল পড়ে গেছে। গ্রামে কারও কিছু রইল না। তাই সবাই দূর দুরান্তে চলে যাচ্ছে। অবশেষে মোস্তফাদের ও গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হলো। কী আর করবে। গ্রামে তো আর কিছুই রইল না। মোস্তফার ছেড়ে যেতে ভীষণ কষ্ট পায়। ওরা ঢাকা শহরে চলে আসে। ঢাকা শহরে এসে মোস্তফার বাবা বহু চেষ্টা করতে লাগলেন একটি চাকরি পাওয়ার জন্য। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও চাকরি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তাদের নিয়ে আসা টাকা শেষ হয়ে গেল। তারা অনাহারের মধ্যে পড়ে থাকল। পরিবারের পেট কীভাবে ভরাবেন তো ভাবতে ভাবতে মোস্তফার বাবা উতলা হয়ে উঠলেন। পরিশেষে তিনি, দিনমজুরি ও কুলির কাজ করে দিন কাটাতে লাগলেন। স্বল্প অর্থ শুরুতে পাওয়া এবং খাদ্য চাহিদার পাশাপাশি কাপড় ও বাড়ি ভাড়া দিয়ে কিছু থাকত না। মাঝে মাঝে মোস্তফার বাবা না খেয়ে থাকত। মোস্তফার বয়স ১২ সে বড় হচ্ছে। তার পড়ালেখার খরচ আরো বেড়ে যায়। গ্রামে সরকারি স্কুলে পড়ত। কিন্তু ঢাকায় সে বেসরকারি স্কুলে পড়াশুনা করছে।

মোস্তাফার যখন বয়স পনের সে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। এক্ষেত্রে, মোস্তফার বই, খাতা কলম, গাইড আরো অনেক খরচ হয়। এছাড়াও স্কুল খরচ প্রাইভেট খরচ মিলে অনেক টাকা প্রয়োজন। এজন্য তাঁর বাবা কলকারখানার শ্রমিক হিসেবে কাজ করে।

মোস্তফার ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় এগিয়ে আসে। অন্যদিকে দীর্ঘ পাঁচ মাসের বাড়ি ভাড়া বকেয়া থাকায় সে মোটা টাকা ঋণ নেয়। মোস্তফা ম্যাট্রিক পাশ করে। মোস্তফা কলেজে ভর্তি হয়। তাঁর বাবা আগে থেকেই কলেজের খরচ আছে বলে মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ নেন। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে যায় এক প্রতিবন্ধকতা। মোস্তফার বাবা দীর্ঘদিন কলকারখানার ধোঁয়াতে কাজ করার কারণে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। হঠাৎ একদিন কারখানায় তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। শ্রমিকরা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করান। তার ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায় তাই ডাক্তারেরা আশ্বাস দিলেন যে বাঁচতে পারে। মোস্তাফার বাবার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হয় ফলে আরও ঋণ করে তাকে কিছুটা সুস্থ করা হয়। কিন্তু নিয়মিত ঔষধ

সেবন করতে হয়। মোস্তফার বাবা আর কাজ করতে পারছেন না। সংসার অচল হয়ে পড়েছে। যারা ঋণ দিয়েছে তাদের সুদ দিতে হচ্ছে বাড়ি ভাড়া বাদ রয়েছে। যতো ঔষধ কিনতে হচ্ছে তত টাকা লাগছে। কোথা থেকে আসবে এত টাকা। ঋণের পর ঋণ নিয়ে তো মোস্তফার বাবা ভীষণ চিন্তিত হয়ে আরো দিনে দিনে অসুস্থ হতে থাকলেন।

মোস্তফা চিন্তায় পড়ে গেল কী হবে এবার। অবশেষে একটি আলো বের হলো। সরকার কিছু যুবকদেরকে বিদেশে পাঠানোর জন্য টেনিং সেন্টার গড়ে তোলে। পরবর্তীতে বিদেশে বিনা খরচে বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। মোস্তফার মা মোস্তফাকে বলল, বাবা তুই দেখ না যদি যেতে পারিস। মোস্তফা বলল, মা একি বলছো আমি আমার দেশ ছেড়ে বাহিরে কীভাবে যাবো। অন্যদিকে তাঁর বাবা দিনে দিনে আরও অসুস্থ হওয়ায় সে প্রশিক্ষণ নেয়। একদিন মোস্তাফা ফিরে আসে।

এক সপ্তাহ পর ফ্লাইট। তাঁর বাবা তাঁকে ডেকে বলা, বাবা ছোটবে-লাই তুই কবিতা লেখতি আমি রাগ হতাম কিন্তু তুই যখন থাকতি না আমি সেই কবিতা পড়তাম এবং পড়ে গর্বিত হতাম। তোকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। তোকে আমি যা প্রয়োজন তা দিতে পারিনিরে বাপ। তুই আমাকে মাফ করে দিস। এসব কথা বলতেই জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে মোস্তফার বাবা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

মোস্তফা ও তাঁর মা কষ্টে কাতর হয়ে পড়লেন। মোস্তফার বাবার কবর দেওয়া হলো তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে। মোস্তফার পরদিন ফ্লাইট। সে এখন যাঁর জন্য যেতে চেয়েছিল সে তো নেই এখন সে কেন যাবে। কিন্তু মোস্তফার মা অনুরোধ করলো, বাবা তুই বিদেশে যা নইলে তোর বাবা যত ঋণ করেছেন তা পরিশোধ হবে না। ফলে তাঁর কবরে আযাব হবে। মোস্তফা তাঁর মায়ের করুণ অনুরোধে রাজি হয়। সকালে সে গভীর দুঃখে লিখে যায়।

হে মোর মাতৃভূমি তোমার বুকে রইলো বাবা শুয়ে
একটি রাখি তব অনুরোধ
মোর মাকে রেখো তুমি আগলিয়ে।
তোমার বুকের করুণ পরিস্থিতি করিল মোরে দেশ তোয়াগি
ক্ষমা করে দিও আমার মাকে আগলিও।

সকাল দশটায় মোস্তফা উড়ে গেল বিদেশে ঠিক তাঁর ছোটবেলার স্বপ্নের ন্যায়।

সানজিদা আক্তার স্বরণী
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ, শাখা: ড্যাফোডিল
রোল: ৭৫

সৎ মানুষ

এক গরিব রাখাল ছেলে। মাকে নিয়ে তার সংসার। সে খুবই সরল ও সৎ। সে মাঠে গরু চড়ায়। তার নিজের কোনো গরু নেই। অন্যের গরু নিয়ে সারাদিন মাঠে থাকে। বিকেলে ঘরে ফিরে। মা যা দেয় তাই খেয়ে নেয়। কোনো কথা বলে না। বায়না ধরে না। খেয়ে দেয়ে চুপচাপ বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পরে।

একদিন রাখালের মা বলল, ‘বাবা, আর কত দিন অন্যের গরু চড়াবি? এবার নিজের একটা গরু কেন্। মায়ের কথা শুনে রাখাল ছেলে খুব খুশি হয়। খুশি হয়ে রাখাল তার মাকে বলল,‘বেশ, তুমি যখন গরু কিনতে বলেছ-আমাকে গরু কিনতেই হবে।’ ছেলের কথায় মাও খুশি হলো। পরের দিন মাঠের পাশে একা আম গাছের নিচে গিয়ে বসল রাখাল। বসে কী করে একটা গরু কেনা যায় তা ভাবল। তখনি আম গাছ থেকে একটা আম পড়ল। রাখাল আমটা নিল। ওর ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছিল। আমটা ছিল খুব টক। তাই এক কামড় খেয়েই আমটা ফেলে দিল। এই দেখে আমের গাছটা কষ্ট পেল। বলল, রাখাল আমার আমটা ফেলিস না। খেয়ে নে। আমের গাছের কথা শুনে রাখাল আমটা হাতে নিল। রাখাল বলল, তোমার আম খুব টক। খাওয়া যায় না। আম গাছ বলল, তো আমি জানি। তুই আমার আমটা খা। তোকে অনেক হিরা, মুক্তা দেব। আম গাছের কথা রাখালের বিশ্বাস হল। সে টক আমটা খেল। এবার রাখাল বলল, আমাকে হিরা ও মুক্তা দাও। আমগাছ বলল, আমার ডানপাশের মাটি খুঁড়ে দেখ। সাতটা সোনার কলস দেখতে পাবি। কলস গুলো হিরা, মুক্তায় ভরা। রাখল ছেলে আমগাছের ডানদিকে খুঁড়ল। খুঁড়ে সত্যি সাতটি বড় কলস পেল। সব গুলো তুলে আনল। রাখাল ছেলে দেখল সত্যি কলস গুলোতে হিরা, মুক্তায় ভরা।

আম গাছ বলল, আমার আম টক, মিষ্টি হলে সবাই এসে আম খেত। হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে খোঁচা দিত। এক সময় হিরার খোঁজ পেয়ে যেত। আমি চাইনি এগুলো অসৎ লোকদের হাতে যাক। এসব হিরে, মুক্ত ওরা হিসেব করে খরচ করত না। তুই সহজ-সরল মানুষ। তুই অন্যের গরু চড়িয়ে দিন কাটাস। তোর দুঃখ আমাকে কষ্ট দেয়। তাই তোকেই হিরে মুক্তা দিলাম। তুই এই সব বাড়িতে নিয়ে যা। তোর মতো অসহায় গরিবদের সাহায্য করবি। কাউকে ঠকাবি না। তুই সৎ মানুষ। এগুলে সৎ মানুষের পুরস্কার।

রাখাল হিরে, মুক্ত নিয়ে বাড়ি গেল। এবং আম গাছের কথা মতো কাজ করল। এবং মাকে নিয়ে সুখেই সংসার দিন কাটতে।

মোছা. মোহসিনা আক্তার ইমা

শ্রেণি: ৯ম, শাখা: দোলন চাঁপা
রোল: ৯৪

আলোর সন্ধানে

আজ সন্ধ্যাবেলা আমার বাংলা বইটা একটু ঘাটছিলাম। পড়ায় তেমন মনোযোগ ছিল না। বাবা অনেকগুলো কাগজপত্র নিয়ে কি যেন করছিল। হঠাৎ বেশ লম্বা, ফর্সা এবং দাড়িওয়ালা একজন লোক বাবার ঘরে প্রবেশ করলেন। বাবা প্রথমে তাকে চিনতে পারেননি। পড়ে বুঝলেন এই লোকটি তার বন্ধু আমজাদ। বাবা তার সাথে আলোচনার সুরে জিজ্ঞেস করলেন, "আমজাদ সাহেব এত বছর পর কি মনে করে এলেন?" আমি পাশের ঘর থেকে কান খাড়া করে তাদের কথোপকথন শুনছিলাম। আমজাদ সাহেব উত্তরে বললেন, "আপনি আমার কাছের বন্ধু। আপনার সাহায্যের দরকার। সময় থাকলে আমার দুঃখের কথাগুলো একটু জানাতে চাই।" বাবা শুনতে রাজি হলেন। আমাজাদ সাহেব বলতে শুরু করেন-

"ঘটনাটি হয়তোবা ২০০৩ সালে ঘটেছিল। উগান্ডায় তখন গৃহযুদ্ধ চলছে উগান্ডার সরকার ব্যবস্থা আমেরিকার নির্দেশে চলার কারণে উগান্ডার অনেক নাগরিক বিদ্রোহ করছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে সিদ্ধান্ত ছিল, বেশ কিছু দেশ থেকে আর্মি ফোর্স পাঠানো হবে উগান্ডায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। বাংলাদেশ থেকেও ১০০ জন আর্মি অফিসারকে নির্বাচন করা হয়েছিল, সে তালিকায় আমিও ছিলাম। চলে গেলাম উগান্ডায়। উগান্ডায় আমাদের কাজ বেশ ভালোই চলছিল। আমরা সেখানকার বিদ্রোহ বন্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিলাম। ক্যাম্প করা হয়েছিল উগান্ডার জঙ্গলের পাশে। একরাতে আমিসহ ১৫ জন গিয়েছিলাম খাবারের খোঁজে। যখন খাবার নিয়ে ক্যাম্পে ফিরি, আমরা হতভম্ভ হয়ে গেলাম। সেখানে শুধু লাশ পড়ে আছে। আমাদের ক্যাম্প পোড়ানো হয়েছে। অনেকের শরীর দেখে মনে হয় জঙ্গলি জানোয়ার ছিঁড়ে খেয়েছে দেইটাকে। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি লক্ষ্য করলাম শরীরগুলো জঙ্গলি জানোয়ার নয় বরং এখানকার যে মানুষ খেকো আদিবাসী আছে তারা খেয়েছে। আমাদের ক্যাম্প উগান্ডার বিদ্রোহকারীরা পুড়িয়ে দিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর পরিবেশ থেকে সঙ্গে কিছু অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পালিয়ে গেলাম পাশের জঙ্গলে। রাতের বেলা জঙ্গলের পথ অনেক দূর্গম। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে আমরা শুধুমাত্র একটু আলোর দিশায় ছুটছিলাম। পথিমধ্যে দেখলাম বেশ লম্বা ও মোটা একটা গাছের গুল পড়ে আছে। কিন্তু ছুঁলে আঙ্গুল নিচের দিকে দেবে যাচ্ছে এবং সেটা বেশ ঠান্ডা। সামনে এগোনোর পর বুঝলাম এটা গাছের গুল নয় আস্ত একটা বড় অজগড় সাপ! আমাদের দেখেই সাপটা ফণা ধরল আমরা ক্রমাগত সাপটাকে গুলি করছিলাম, কিন্তু সাপটার কিছু হচ্ছিল না। সাপটা কিছুটা দূর্বল হলে, আমরা সামনের দিকে ছুট লাগালাম। হঠাৎ একটা গাছ আমাদের একজন আর্মিকে টেনে নিয়ে গেল। এটা ছিল মানুষ খেকো গাছ। আমরা আবারও গুলি করতে থাকি এবং কোনোভাবে সেই- সহকর্মীকে উদ্ধার করি। তার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এবং তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

আমরা প্রচণ্ড শোকহত ছিলাম কিন্তু, এ অবস্থায় তাকে নিয়ে শোক করে সময় নষ্ট করা যাবে না। আমাদের দ্রুত জঙ্গল পেরোতে হবে। এরপর থেকে সঙ্গে কিছু নূরি পাথর রাখলাম। একটু করে পথ এগোচ্ছিলাম আর সামনে পাথর ছুড়ে মারতাম। যেনো বোঝা যায় সামনে কোনো মানুষ খেকো গাছ বা অন্য বিপদ অপেক্ষা করছে কি না। এভাবে কষ্টকরে উগান্ডার জঙ্গল পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ সাউথ সুদানের সীমানায় পৌঁছালাম। কিন্তু জঙ্গল থেকে এক ইঞ্চি পেরোলেই আমাদের উপর হ্যালিকপ্টার থেকে বৃষ্টির মতো গুলি ঝরছিলো। আমরা সীমানা পেরোতে পারছিলাম না। পাগলা কুকুরের মতো একটু আলোর দিশার জন্য ছোটাছুটি করছিলাম। আমরা প্লান করে কোনোভাবে গুলি পেরিয়ে বর্ডার রক্ষীদের কপালে গান ধরলাম যেন, তারা আমাদের প্রবেশ করতে দেয়। প্রবেশ করার সাথে সাথেই সুদানের প্রশাসন আমাদের গ্রেফতার করে কারাগাড়ে নিক্ষেপ করে। কারাগাড়ের ভিতরে আমরা সময়ের খবর বুঝতে পারিনি। কখন সূর্য উঠছে আর রাত হয়ে যাচ্ছে মাথায় ঢুকছিল না। সেখানে আমরা কতদিন কাটিয়েছি বলতে পারব না।

একটা জিনিস মাথায় ধরছিল না, কেন আমাদের তারা অপরাধী ভাবছে? আমরাতো কোনো অপরাধ করিনি। আমরা আবার প্লান তৈরি করলাম। কারাগাড়ের প্রাচীর বৈদ্যুতিক তার দিয়ে ঘেরা ছিল। কেউ যদি প্রাচীর টপকাতে যায় বৈদ্যুতিক শকে তার ওখানেই মৃত্যু হবে। আমরা সারা শরীরে মোটা কাপড় পেঁচালাম যাতে বিদ্যুৎ আমাদের স্পর্শ করতে না পারে। কারাগাড় রক্ষীদেরকে আড়াল করে আমরা শুধুমাত্র কয়েকজন বৈদ্যুতিক প্রাচীর টপকাতে সক্ষম হলাম। বাকিদের জীবন আটকে রইল ঐ অন্ধকার কারাগাড়ে।

সুদানের সরকার যখন আমাদের সাহসিকতার কথা জানলেন তিনি বললেন, আমরাই হলাম সত্যিকারের সৈনিক। কারাগাড় মুক্ত হওয়ার পর জানাতে পারলাম সেই দিন রাতে, বিদ্রোহকারীদের এই পাষাণ কার্যকলাপের কারণে কিছু সৈনিক আবেগপ্রবণ হয়ে পাশের গ্রামকে ব্রাসফায়ার করে উড়িয়ে দিয়েছে। তাই আমাদেরকেও আন্তর্জাতিকভাবে অপরাধী ভাবা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা যখন বাংলাদেশ সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমরা বাংলাদেশি সৈনিক কি না তখন বাংলাদেশ সরকার আমাদের অস্বীকার করেছে। একারণে আমরা এখন আন্তর্জাতিক অপরাধী। সুদানের সরকার আমাদের সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে গোপনে ভারত পর্যন্ত যাওয়ায় জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করলেন। ভারত পৌঁছানোর পর আমরা হেলিকপ্টার থেকে নেমে ভারতের সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। দেশের মাটিতে পা রাখার পর মনে হলো, এবার যেন সত্যিই আলোর সন্ধান পেয়েছি। সুদানের সরকার, বাংলাদেশ সরকারকে আমাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি দিতে বলেছিলেন।

বদলে আমাদের নামে সরকার ৩০ লক্ষ টাকার জরিমানা ধরেছিল। তা পরিশোধ, করতে আমার বাড়ি ভিটেটাও বিক্রি করতে হয়েছে আর বর্তমানে আমি নিঃস্ব। দুঃখের কথা একটাই দুদিন আগে আমার কাছে হাই কোর্ট থেকে ৩০ লক্ষ টাকার বাকি ১ হাজার টাকা চাইতে এসেছিল। যাই হোক ভাই, "আপনিতো সবার কাছ থেকে কাগজপত্র নিচ্ছেন, যাদের বাড়িঘর নেই সরকারের পক্ষ থেকে তাদের একটু আশ্রয়স্থল দেওয়ার জন্য। তাই আমার কাগজটাও যদি একটু নেন, বউ-বাচ্চা নিয়ে মাথা গোঁজার একটা ঠাই পাই"।

আমি এখন থেকে পুরো কাহিনী শুনে পুরোই স্তবদ্ধ ও বিস্মিত। বাবারও একই অবস্থা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বাবা বললেন- "ভাই আপনি কাগজ দিয়ে যান। দেখি কিছু করতে পারি কি না।"

গল্পটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে। বর্তমানে তিনি এইচআইভি ধরনের একটা রোগে আক্রান্ত। পুরো গাইবান্ধা জেলায় একমাত্র তিনিই এই রোগের অধিকারী। রোগ ছড়াতে পারে এজন্য মানুষের সাথে তার মেলা-মেশা বারণ! লোক সমাগমের বাইরে থাকতে হবে তাকে। তিনি এখন একা একঘরে পড়ে থাকেন। হয়তোবা এভাবেই দক্ষ, সংগ্রামী আমজাদ সাহেবের জীবনটা শেষ হয়ে যাবে।

এরকম একজন সংগ্রামী আর্মি অফিসারকে জানাই কোটি কোটি সালাম।

মোছা. তাসনুভা হাবিব

শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৯

বসন্তকাল

ছয় ঋতুর সমাহারের মধ্যে আমার সব থেকে বেশি পছন্দ বসন্তকাল। বসন্তকাল হলো ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস নিয়ে। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে বাংলাদেশের প্রকৃতি যেন নতুন সাজে সাজে। শীতের পাতা ঝড়া বৈরাগ্য আর যেন থাকে না। প্রতিটা গাছের ডালে ডালে নতুন কচি-পাতা উঁকি দেয়। পত্র পল্লবে ভরে ওঠে গাছের শাখা। মুখরিত গাছের শাখায় মৌমাছিদের আনাগোনা। কোকিলের কুহু গানে ভরে যায় হৃদয়। আর তখন মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই গানের কথা "আহা আজি এই বসন্তে এত ফুল ফোটে এতো বাঁশি বাজে-এতো পাখি গায়"।

বসন্তের প্রকৃতি যেন খুবই মনোরম। পত্র পুষ্পে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখন সবুজ বন-বনানিগুলো। শিমুলের লাল থোকা থোকা ফুলের আড়ালে নেচে ওঠে শালিক পাখি, টিয়ে পাখি, ময়না পাখি। ঘন ঘন বনের আড়ালে লুকিয়ে কুহু কুহু ডেকে ওঠে কোকিল। ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের এই দেশটি যেন ষড়ঋতুর এক অপূর্ব মিউজিয়াম। ভীষণ সুবাস মাখা বাতাসে মাতোয়ারা বাংলার প্রকৃতির মুখ। সবার মন গেয়ে ওঠে 'ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে।" কবি সাহিত্যিকরা নানা ভাবে বসন্তের বর্ণনা দিয়েছেন, ঋতুরাজ বলে অভিহিত করে বসন্তকালের প্রশংসা করেছেন।

আল আয়ান

শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৯

অদ্ভুত বন্ধুত্বের গল্প

ঘটনা-১

এক শীতের সকালে ঘুম থেকে জেগে জানালার দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার জন্য তাকাতেই দেখি- জানালার সাথে পাতা-ঝড়া গাছটাতে কুট-কুট করে আখরোট খাচ্ছে এক কাঠবিড়ালী। দেখে কী ভীষণ মায়া হল! আমাকে দেখেই খাওয়া থামিয়ে দিল। তারপর থেকে প্রতিদিন সকালে উঠেই জানালার দিকে তাকিয়ে কাঠবিড়ালীটিকে দেখার চেষ্ঠা করতাম। এ এক বোবা প্রাণির প্রতি হুট করেই মায়া জন্মানো।

ঘটনা-২

নানু বিড়াল খুব পছন্দ করতেন। তাই বিড়াল পুষতেন। নানু বাড়ি গেলেই মাছ-মাংসের কাট ও হাড় বিড়ালকে দিতাম। আর খাওয়া শেষ হলেই সে গুটি গুটি পায়ে আমার কাছ চলে আসতো। আমি আদর করে দিতাম।

ঘটনা-৩

সেদিন আকাশের দিকে তাকাতেই দেখি এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে। কী মনোরম সে দৃশ্য! আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীকে এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। তার সকল সৃষ্টি কী অপূর্ব। আকাশের উড়ে যাওয়া সাদা বক আমার হৃদয়ে যেন মায়ার পরশ দিয়ে গেল।

ঘটনা-৪

বাড়ির পাশে এক প্রতিবেশী একটি কুকুর পালতেন। তার নাম ছিল টাইগার। যে বছর লোকটি যখন মারা গেল, মালিকের মৃত্যু শোকে কুকুরটি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিল। অতঃপর একমাসের মধ্যে তারও মৃত্যু ঘটলো। এই বোবা প্রাণী অনুভূতি অনুভব করতে পারে কী না জানি না। তবে তারাও আমাদের ভালোবাসতে জানে এবং তাদের সাথেও গড়ে উঠতে পারে "অদ্ভুত বন্ধুত্বের গল্প"।

রেজওয়ানা তাসনিম

শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৮

অশরীরী সত্তা

গ্রামের মাতব্বর, মুরব্বী ও ইমাম সাহেবকে নিয়ে আফজাল চাচা তার ছোট ছেলে হাবলু সম্পর্কে বৈঠকে বসেছেন

চাচা : আরে বেডা, তোর মাথায় এগলা কে ঢুকাইছে বল তো; তারে আমি পাইলে কচুকাটা কইরা মাছভাজা কইরা খামু।

হাবলু : দেখেন না মাতব্বর সাহেব, আমার আব্বারে এই কথাডা আজ এক দশ চার মানে চৌদ্দ দিন ধইরা বুঝাইতেছি তাও আব্বার মাথাত এই কথাডা ঢুকতেছে না।

চাচা : আরে চুপ থাক, আহাম্মক। তোর ওসব পাগলামো কথাবার্তা তোর কাছেই রাখ।

হাবলু : তুমিই একটা আহাম্মক। তোমার বাপ-দাদা চৌদ্দগোষ্ঠী আহাম্মক।

চাচা : বাহ, তাহলে তুই আহাম্মকের ঘরে জন্ম লইয়া বড় বুদ্ধিজীবী হইয়া গেছস না!

মাতব্বর : আফজাল চাচা, শান্ত হোন। আপনেরা তো এখনো আসল কথাডাই জানালেন না,

হাবলু : আসল কথা হইলো গিয়া যে, মোর ভেতর একটা অশরীরী সত্তা বাস করে; যেটা মুই অনুভর করি।

মাতব্বর : তোমার অশরীরী সত্তাডা কেমন শুনি, আজকাল তোমার মধ্যে আবার কোনো ভূত-প্রেত বাসা বাঁধল না তো।

চাচা : মোর তো তাই মনে হইতেছে, পোলাডারে আজই হুজুরের পানিপড়া খাওয়ান লাগবে

হাবলু : আরে না না; মোর ভেতর ভূত-প্রেত আইতে যাইবো ক্যান?

মুরব্বি : তাইলে কী?

হাবলু : আসল কথা হইলো গিয়া, এই যে মোরে দেখতেছেন আস্ত একটা পোলা, মোর বাইরে পুরুষত্ব থাকলে ভেতরটা নারীত্বে বিশ্বাসী

মাতব্বর : মানে?

হাবলু : মানে মুই পোলা হইলেও ভেতরটা মাইয়া মাইয়া লাগে।

মুরব্বি : সোজাসাপটা কও তো, তুমি হিজড়া ?

হাবলু : না, না হিজড়া হইতে যাইবো ক্যান

মাতব্বর : তাহলে?

হাবলু : মুই, নিজেরে সবসময়ই মাইয়া মাইয়া অনুভর করি, অর্থাৎ, মোর মনডা মাইয়ার; দেহডা পোলার।

মাতব্বর : সর্বনাশ করেছে রে, এখন তাহলে কী হইবো,

হাবলু : মোর মনে হয়, সৃষ্টিকর্তা মোর মনডারে ভুল শরীরে স্থান দিয়েছেন।

মুরব্বি : তাইলে তোমার মনডারে সঠিক স্থানে বসানা যাইবো কেমনে?

হাবলু : হের উপায় একডাই, আমি মাইয়াগো সাজগোজ করমু, পোশাক-আশাক পড়ুম। আপনেরা মাইয়া বইলা মাইনা লইবেন। তবেই মোর জনম সার্থক হইব,

ইমাম : ঠিক আছে, কিন্তু তোমার বাপের জমি ভাগের সময় তুমি কিন্তু মাইয়ার ভাগে ভাগ পাইবা,

হাবলু : বুঝতে পারলাম না।

ইমাম : মানে, তুমি আর তোমার বোন জমি পাইবা চার ভাগের এক ভাগ কইরা। আর তোমার বড় ভাই একাই দুই ভাগের এক ভাগ পাইবো।

হাবলু : নাআআআ..... এইডা হইতে পারে না, মুই জমি চার ভাগের একভাগ নিমু না। মুই মাইয়া হইব না।

মুরব্বি : তাইলে তোমার অশরীরী মাইয়া সত্তাডা যে কান্নাকাটি করবো,

হাবলু : ঐ মাইয়া সত্তা বইলা কিছু নাই। ওগলা মিথ্যা কথা। মোর আসলে মাইয়া সাইজা মাইয়াদের লগে মেলামেশা করবার ইচ্ছা জাগছিল। অ কী মুই কইয়া দিলাম ক্যা।

সত্য কথা মুখ ফসকে বের হয়ে গেছে বুঝতে পেরে হাবলু মুখ চেপে ধরে পড়িমড়ি করে বাড়ির দিকে দৌড় দিলো।

সায়ন্তী

শ্রেণিঃ ৫ম , শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০৫

কক্সবাজার ও নীলাচল ভ্রমণ

আমরা প্রতি পূজোর ছুটিতেই বাহিরে কোথাও ভ্রমণে যাই। এবারো কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এবার আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম এবার আমরা সবাই মিলে কক্সবাজার ভ্রমণে যাবো। যেই ভাবা সেই কাজ। তার পরের দিন আমরা সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে রাতের বাসে করে ঢাকায় গেলাম। তারপর ঢাকা থেকে সরাসরি বাসে করে পৌঁছে গেলাম আমাদের হোটেলে। হোটেলের কিছুটা দূরেই সমুদ্র সৈকত। সমুদ্র সৈকতে অনেক মজা করার পর আমরা আমাদের হোটেলে ফিরে আসি। ঠিক করা হয় পরেরদিন আমরা বান্দরবানে যাবো। আমরা যেই জিপ গাড়িতে করে যাবো তাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'চান্দের গাড়ি' বলে। বান্দরবনে যাওয়ার আগে আমরা ফিশল্যান্ডে গেলাম। সেখানে আমরা অনেক প্রজাতির মাছ দেখলাম। দেখলাম সার্ক, কম্পো আরও কত কি। সেখানে ফিশ থেরাপির একটি কর্ণার ছিল। আমিও ফিস থেরাপি করলাম। এটি করতে আমার খুবই মজা লেগেছিল। এইসব মজা শেষে আমরা গেলাম বান্দরবানে। ওখানে গিয়ে আমি পাহাড় দেখেছি। পাহাড় এত বড় যে, মাটি থেকে পাহাড়টার চূড়া দেখতে পারিনি। মাটি কেটে তৈরি করা পাহাড়ি রাস্তাও দেখেছি।

আমরা যেই গাড়িটিতে করে যাচ্ছিলাম তা খুবই শক্তিশালী ছিল। গাড়িটির ছাদ ছিল খোলা। গাড়ির দু'পাশে আমরা বসে ছিলাম। পাহাড়ের আঁকা-বাকা পথ দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। পাহাড়ের উঁচু-নিচু ও ঢালু পথে চলতে অনেক গতির প্রয়োজন। তাই গাড়িটির গতি অনেক বেশি ছিল। সবকিছু ঘোরাফেরা শেষে আমরা আমাদের হোটেলে আবার ফিরে আসি। এভাবেই আমাদের কক্সবাজার ভ্রমণ শেষ হয়।

আমি আমার পরিবারের সাথে নীলাচলে ভ্রমণ করেছি। আজ সেই ভ্রমণ কাহীনিই তোমাদের শুনাব। নীলাচল মূলত বান্দরবানের একটি জায়গার নাম। নীলাচলে অনেক পাহাড় রয়েছে। নীলাচলে একটি পার্ক রয়েছে। যার নাম মেঘালয়। মেঘালয় পাহাড়ে ঘেরা বিশাল একটি জায়গা। মনেই হচ্ছিল না যে সেটা একটি পার্ক। মেঘালয়ে ছোট একটি চিড়িয়াখানা রয়েছে। সেখানে আমি কালো ভাল্লুক, চিতা বাঘ, বানরসহ আরও কিছু প্রাণী দেখেছি। মেঘালয়ে মাটির তৈরি অনেক ভাস্কর্য ছিল, ছিল ঝুলন্ত সেতু।

ওখানে অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে। ওখান থেকে বের হয়ে আমরা একটি জায়গায় আসি। সেখানে হাতে গোনা কয়েকটি পাহাড় ছিল। আমি দেখতে পাই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মেয়েরা কাঁধে করে বড় বড় পেঁপে নিয়ে আসছে। আমি সেই পেঁপে থেকে এক টুকরো খেয়ে দেখলাম। পেঁপে গুলো খুব রসালো ছিল। আমি ডাবও খেয়েছি। আমার সাথে আমার ছোট বোনও খেয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষে আমরা সুন্দর একটি জায়গায় গিয়ে বসি। সেখানে আমি অনেকগুলো জীবিত শামুক দেখলাম। সেখানে গিয়ে আমরা অনেক বড় বড় হাতি ও বানর দেখলাম। আমি হাতির পিঠে চড়েছি।

এত মজা ও আনন্দ করার পর আমরা একটি জিপে করে আমাদের হোটেলে ফিরে আসি। যেই জিপে করে আমরা ফিরে এসেছিলাম তাকে বান্দরবানের লোকেরা বলে, 'চান্দের গাড়ি'। এভাবেই আমরা আমাদের নীলাচল ভ্রমণটি সম্পূর্ণ করি।

আফিফা নুঝহাত তূবা
শ্রেণি: দ্বাদশ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৪২

ইন্টারনেট আসক্তি

ইন্টারনেট ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণে আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ কম্পিউটার নিয়ে বেশির ভাগ সময় কাটায়। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট আজ আমাদের আত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইন্টারনেটে কী আছে সে প্রশ্নের উত্তরের চেয়ে কী নেই সে উত্তর দেওয়া সহজ। সংবাদ, তথ্য, যোগাযোগ, কেনা-কাটা, ব্যাবসা-বাণিজ্য সামাজিক মাধ্যম, বিনোদন ইত্যাদি অনেক কিছুর জন্য মানুষ ইন্টারনেট এর উপর নির্ভরশীল।

ইন্টারনেট আসক্তির তাপারটা প্রথমবারের মতো মনোবিজ্ঞানীদের নজরে আসে ১৯৯৭ আসে Cincinnati Case এর মাধ্যমে। Sandra Hacker নামে একজন মাইলা তার ৩ শিশুকে অবহেলা করে ও নির্জন কামরায় আবদ্ধ রেখে দৈনিক ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ইন্টারনেটে অতিবাহিত করতেন। এই মহিলাকে পর্যবেক্ষণ করে মনোবিজ্ঞানীদের অনেকেই সম্মত হলেন, মদ, ও ড্রাগের মতো ইন্টারনেটও ক্ষমতা আছে অর্থ্যাৎ যা একটি পর্যায়ে এসে মানুষ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অবস্থান করতে বাধ্য হয়। সেই ধারণা থেকেই Internet Addiction কথাটির সৃষ্টি। আসছে নতুন ফাংশন, ফিচার, কনসেপ্ট। সেই সাথে দিন দিন বাড়ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী। জরিপে দেখা গেছে ৫-১০% ব্যহারকারী ইন্টারনেট আসক্ত। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি তাতে- ৫-১০% এর বেশিও ইন্টারনেটে আসক্ত তা বের করা বেশ কঠিন।

ইন্টারনেট আসক্তির প্রধান কারণগুলো হলো:-

কৌতূহল ও উৎসাহ:
ইন্টারনেটের নতুন ব্যবহারর ব্যবহারকারীদের অনেকেই ব্যাপক স্ট্রসাদের সাথে প্রায় সব লিঙ্কে ক্লিক করে দেখে সেখানে কী আছে। সাইট থেকে সাইটে ঘুরে নিত্যনতুন তথ্য বিনোদনের আবিষ্কারে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে অন লাইনে ঘণ্টার- পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়।

তথ্য নিয়ে হিমশিম খাওয়া:
ইন্টারনেট এখন সব বয়সের ও সব পেশার লোকের জন্য এক বিশাল তথ্যভাণ্ডার। পেশার কারণেই হোক বা শখের কারণেই হোক নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহের নেশা- একজন মানুষকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে সে বেশির ভাগ সময় ক্রমাগত ওয়েব পেজ হাতড়িয়ে পার করে দেয়। এভাবেই সে নিজের অজান্তেই সব কিছু থেকে নিজেকে বিছিন্ন করে ফেলে।

কম্পিউটার আসক্তি:
এ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির কম্পিউটার গেম, কম্পিউটার-প্রোগ্রাম, 'কম্পিউটার সেটিং প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ- আর-নির্ভরতা এমন পর্যায়ে চলে আসে যে সারাক্ষণ সে ওগুলো নিয়েই সময় কাটাতে পছন্দ করে। দিনে একাধিবার ডেস্কটপের ব্যাকগ্রাউন্ড, স্ক্রীনসেভার ইত্যাদি পরিবর্তন করছে, একই গেম বার বার দিনের পর দিন খেলার পরেও বিরক্ত হচ্ছে না, প্রয়োজন থাক আর না থাক নতুন নতুন প্রোগ্রাম ইনস্টল/আনইনস্টল করছে। এ ধরণের লোক Relax হয়ে বসে থাকতে পারে না, কম্পিউটার নিয়ে কিছু করতে হবেই।

ভার্চুয়াল বন্ধুবান্ধব:
ইন্টারনেটের সুবাদে দূর-দুরান্ত, দেশ-বিদেশের মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালোবাসা। ব্লগ, ফোরাম, চ্যাটটুস, টুইটার ইত্যাদিতে একজনের সাথে আরেক জনের পরিচয় হচ্ছে, বন্ধুত্ব হচ্ছে। সে কারণেই ই-মেইল, অনলাইন চ্যাটিং, ফেসইবুকে বন্ধুর তালিকা দিন দিন বড় হচ্ছে। আবার অনেকেই আছেন যারা ডেটিং ফেন্ডশিপ সাইটের নিয়মিত ভিজিটর, তারা এসবের সন্ধানে বেশিরভাগ সময় হাতড়িয়ে পার করে দেয়।

বাস্তব জীবনে সমস্যা:
সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ- বেদনার এইসব দিনরাত্রি নিয়ে আমাদের জীবন। সব দুঃখ -কষ্টকে সবাই একইভাবে মোকাবে-লা করতে পারে না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং পেশাগত জীবনে অমস্যা আসতে পারে। অনেকে এইসব দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যাকে ভুলে থাকার জন্য ইন্টারনেটকে বিকল্প হিসেবে বেছে নেয়। যার পরবর্তী রূপ হলো ইন্টারনেট আসক্তি।

প্রতারণা ও ধোকাবাজি:
ইন্টারনেটে যেহেতু নিজের পরিচয় গোপন রেখে অনেক কিছু করা যায়, তাই এটা অনেকের কাছে ফন্দি ফিকির ও প্রতারণার স্বর্গরাজ্য। অনেকে এসবের মাধ্যমে এক ধরণের আনন্দ পায় এবং অনেক সময় সাইবার ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ে।

ইন্টারনেটের এ ধরণের আসক্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে সংশিষ্টদের যা করতে হবে:-
১) ধাপে ধাপে ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় ও গুরুত্ব কমিয়ে আনা যায়।
২) প্রয়োজনে মানসিক বিশেষজ্ঞের দ্বারস্থ হয়ে চিকিৎসা নেয়া।
৩) আসামাজিক, লাজুক বা ঘরকুণে ভাব ত্যাগ করা।
৪) বাস্তব জীবনে বেশি মানুষের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা।
৫) ড্রাগ, অ্যালকোহল পান করা থেকে বিরত থাকা।
৬) শুধুমাত্র ইন্টারনেট নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করা।
৭) পরিবারের সাথে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে আরো বেশি সময় দেয়া।

আমরা যদি একটু সচেতন হই, ইন্টারনেটের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের শিক্ষাদীক্ষার পাথেয় হতে পারে। আমরা যদি একটু বুদ্ধিমান হই, ইন্টারনেট আমাদের জীবনের চলার পথকে-আরো গতিময় ও মসৃণ করতে পারে।

ইন্টারনেট আসক্তি থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, চেষ্টা এবং পারস্পারিক সহযোগিতা। ইন্টারনেট আমাদের সার্বিক জীবনে অভিশাপ নয়, আর্শীবাদ হউক- এইটুকু প্রত্যাশা।

মো. আবুল কালাম আজাদ
সহকারী শিক্ষক (ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

স্মৃতির সূচনা

পর্ব-০১

সময়টা ছিল ২০১৯ সালের ৫ই মার্চ। জীবনের পেশা অবলম্বনের একটি অধ্যায়ের সূচনা। শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে পেয়ে যেন মনে হচ্ছিল একটি মহান পেশায় নিজেকে নিয়োগ করতে পেরেছি। ছাত্র থাকা অবস্থায় যতবার নিজেকে নিয়ে ভাবতাম ততবারই পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে একটি মহান পেশা হিসেবে মনে হয়েছে। তার কারণ হলো প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন- 'নিশ্চয়ই আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি' এদিক থেকে শিক্ষকতা নবি রাসূলগণের দায়িত্বের অংশ বিশেষ। অপর দিকে চিন্তা করলে বুঝতে পারি, যারা সারাজীবন পড়া লেখার সংস্পর্শে থেকে জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে চায় তাদের শিক্ষকতা করা উচিৎ। এ চিন্তাগুলোর ধারাবাহিতায় সর্বপ্রথম এমন একটি শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সুযোগ হয়েছে যেটিকে সবেমাত্র একটি ফুলের কলির সাথে তুলনা করলে ভুল হবে না, কারণ একটি ফুলকলি যেমন প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ধীরে ধীরে নিজের সৌন্দর্য এবং সুবাস ছড়ায় তেমনি এই জ্ঞানের বিদ্যাপীঠ ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করতেছিল জ্ঞানের আতুরঘর হিসেবে। দেশ-দেশান্তরে আলোর তীক্ষ্ণতা ছড়াচ্ছিল। এটির একজন সদস্য হতে পেরে সেদিন কী যে ভালো লেগেছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা দূরূহ ব্যাপার। কৃত্রিম আর প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে গঠিত ভালবাসার একটি নাম 'এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ', সবুজের সমারোহে আচ্ছাদিত এবং পাখিডাকা প্রকৃতির মাঝে যেকোন প্রকৃতি প্রেমিক হারিয়ে যেতে বাধ্য হবে। শিক্ষার্থীদের কোলাহলে পূর্ণ একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ যেখানে জ্ঞানের জন্য ছুটে আসা হাজারো মায়ের জ্ঞানপিপাসু সন্তান। তাদের যারা দিক নির্দেশনা দেন তারা একঝাঁক আশা জাগানিয়া বন্ধুসুলভ আচারণের অধিকারী মেধাধী ও চৌকশ শিক্ষাগুরু। যতবার আমার সহকর্মীদের কারও সাথে মিশেছি ততবারই তাদেরকে আত্মার আত্মীয় হিসেবে পেয়েছি। আর তাদের প্রতিও বেড়েছে অগাধ ভালবাসা। সহকর্মী হিসেবে নয় যেন তাদেরকে বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। যখনই কোন বিষয়ে অথবা পাঠদানের জটিলতা নিয়ে পরামর্শ করেছি ততবারই সুন্দর সমাধান নতুবা পরামর্শ পেয়েছি। এমন উদারতার উদাহরণ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে আছে বলে আমার মনে হয় নি। যাদের মূলমন্ত্রে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তাদেরকে ভুলেগেলে কী চলবে? তারা হলেন সম্মানিত, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ স্যারদ্বয়। যাদের সুনিপুণ দিকনির্দেশনার ফসল হলো আমাদের বিগতদিনের পরীক্ষাসমূহে সফলতার ধারাবাহিকতা। যাদের তত্ত্বোবধানে প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮ সালে ১৩০৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু করেছিল তার যাত্রা। তিলে তিলে গড়ে ওঠা আমার প্রাণের শহর গাইবান্ধায় একটি অবিস্মরণীয় নামের তালিকাতে স্থান করে নেওয়ার অভিপ্রায়ে। এটা একটি জ্ঞানের রাজ্যের স্বপ্নপুরী। এখান থেকে জ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখানো হয় আর তা বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা আমার বেশ মনে আছে, যখন প্রতিষ্ঠানটিতে প্রবেশ করেছি তখন একটা ব্যতিক্রমি জায়গায় এসেছি বলে আমার মনে হয়েছিল, কারণ হলো অবকাঠামোগত আর চাকচিক্যময় পরিবেশ জানান দিচ্ছে একটি অপার সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের। সেদিন আন্দাজ করতে পেরেছি যিনি এটি প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখে তা বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি কোন সামান্য ব্যক্তি নন। জ্ঞান, বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি টান আছে বলেই তাঁর মাধ্যমে এমন একটি জ্ঞানার্জনের সূতিকাগার তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। পাহাড়সম উদার মন না থাকলে এমন চিন্তার উদ্রেক কখনোই সম্ভব নয়। অতএব নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি সত্যি একজন অনেক বড় উদার মনের মানুষ। যার নাম গাইবান্ধা থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে স্বরণীয় হয়ে থাকবে তিনি হলেন জনাব, রাসেল আহম্মেদ লিটন সাহেব। দেখতে দেখতে বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ষষ্ঠ বছরে পদার্পণ, এরই মধ্যে হাজারো বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

চলবে...

মোতাছিম বিল্লাহ
সহকারী শিক্ষক
(ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা)

সত্যের পথে ফিরে আসা: হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম (রহ.)-এর ছয়টি উপদেশ

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা কখনও সঠিক পথে থাকি, আবার কখনও ভুল পথে চলে যাই। আমাদের চারপাশের বিভিন্ন প্রলোভন, চ্যালেঞ্জ ও দুর্বলতা আমাদের মাঝে মাঝে পাপের দিকে টেনে নেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য সবসময় তওবার দরজা খোলা রেখেছেন। এই মহান শিক্ষা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন হযরত ইব্রাহিম বিন আদহাম (রহ.), যাঁর কাছ থেকে এক ব্যক্তি এসে পরমার্থের সন্ধান চাইলো। তিনি তাঁর জন্য ছয়টি মূল্যবান উপদেশ দিয়ে পথ দেখিয়েছিলেন, যা পাপ থেকে মুক্তির এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পাথেয়।

প্রথম উপদেশ:
"যদি তুমি গোনাহ করতে চাও, তবে আল্লাহর দেয়া রিজিক খেয়ো না।" ব্যক্তিটি অবাক হয়ে বলল, "যিনি একমাত্র রিজিকদাতা, আমি আর কার কাছে রুজি পাব?" ইব্রাহিম (রহ.) তখন বললেন, "যাঁর রিজিক তুমি খাচ্ছ, তাঁর অবাধ্য হওয়া কখনোই উচিত নয়।"

দ্বিতীয় উপদেশ:
"যদি গোনাহ করতে চাও, তাহলে আল্লাহর রাজ্যের বাইরে চলে যাও।" ব্যক্তি প্রশ্ন করল, "পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ-সর্বত্রই তো আল্লাহর রাজত্ব বিস্তৃত। আমি কোথায় যাব?" ইব্রাহিম (রহ.) বললেন, "যাঁর রাজ্যে বসবাস করো, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কখনোই ঠিক নয়।"

তৃতীয় উপদেশ:
"যদি গোনাহ করতে চাও, এমন স্থানে করো যেখানে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখতে পাবেন না।" ব্যক্তি বলল, "আল্লাহ তো সর্বত্রই আছেন এবং সবই দেখেন।" ইব্রাহিম (রহ.) উত্তরে বললেন, "যাঁর দৃষ্টির বাইরে যেতে পারো না, তাঁর সামনে গোনাহ করা অনুচিত।"

চতুর্থ উপদেশ:
"যখন আজরাইল (আ.) তোমার প্রাণ হরণ করতে আসবেন, তখন তওবার জন্য তাঁর কাছে কিছু সময় চেয়ে নেবে।" ব্যক্তিটি বলল, "আজরাইল (আ.) তো আমার অনুরোধ শুনবেন না।' ইব্রাহিম (রহ.) বললেন, "যখন তুমি মৃত্যুকে থামাতে পারবে না, তখন এখনই তওবা করে নেওয়া উচিত।"

পঞ্চম উপদেশ:
"মৃত্যুর পর যখন মুনকার-নকীর তোমার কবরে এসে প্রশ্ন করবেন, তখন তাঁদেরকে প্রতিহত করো।" ব্যক্তি বলল, "আমি তো তাঁদের বাধা দিতে পারব না।" ইব্রাহিম (রহ.) বললেন, "তাহলে তাঁদের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত থাকো।"

ষষ্ঠ উপদেশ:
"কেয়ামতের দিন যখন ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমে গোনাহ-গারদেরকে দোজখে নিয়ে যাবে, তখন তুমি বলবে, আমি যাব না।" ব্যক্তিটি বলল, "ফেরেশতারা তো আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে।" ইব্রাহিম (রহ.) তখন বললেন, "যদি এমন পরিস্থিতি এড়াতে চাও, তবে গোনাহ করা বন্ধ করো।"

এই ছয়টি উপদেশ শুনে ব্যক্তিটি বলল, "এগুলোই আমার জন্য যথেষ্ট।" তখনই সে তওবা করলো এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত সে তওবায় কায়েম ছিল।

এই গল্পটি আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। আল্লাহর রিজিক ভোগ করে, তাঁর রাজ্যে বসবাস করে, এবং তাঁর দৃষ্টির সামনেই থেকে আমরা যদি গোনাহ করি, তাহলে তা অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত।

আমাদের উচিত প্রতিদিন তওবার মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন করা এবং সঠিক পথে ফিরে আসা। আল্লাহর রহমত অফুরন্ত, অতএব তওবা করতে কোনো দেরি করা ঠিক নয়।

এই শিক্ষাটি আমাদের জীবনকে নতুন দিশা দেখাতে পারে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে অগ্রসর হতে সহায়ক।

সঞ্জয় চৌধুরী

প্রভাষক (ভূগোল)

সমস্যা যেখানে সমাধান সেখান থেকেই

১.

বর্তমান পৃথিবীতে ৮শ কোটিরও বেশি মানুষ বসবাস করে। এই সংখ্যক মানুষের সামনে আজকের বিশ্বে রয়েছে নানান সংকট ও চ্যালেঞ্জ। প্রতি মুহূর্তে সংকট মোকাবেলা করে বাঁচতে হচ্ছে। রয়েছে ক্ষুধা, দরিদ্রতা, যুদ্ধ, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি। এই সকল সংকটকে তৃণ সমান তুচ্ছ করে আমাদের সামনে মহিরুহ হয়ে দাঁড়িয়েছে জলবায়ু সংকট।

জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তনের ফলে শুধু পৃথিবীর মানুষই নয়, সংকটে রয়েছে প্রকৃতি, পরিবেশ-প্রতিবেশ সহ সমস্ত কিছু। ফলে দেখা দিচ্ছে মহামারি, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি। দেখা দিচ্ছে নদী ভাঙন, উদ্বাস্তু হচ্ছে কোটি কোটি মানুষ। তলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কৃষি। সৃষ্টি হচ্ছে ভূ-রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা।

জলবায়ু পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া। পৃথিবীতে কোটি কোটি বছর ধরে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে আসছে। প্রাকৃতিক ভাবে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন যুগ ইতিহাসে দেখা যায়। যা দীর্ঘমেয়াদি সময় ধরে পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং ঘটাচ্ছে। ইতিহাসে প্লাইস্টোসিন যুগ নামে একটি যুগ দেখা যায়। যাকে সহজ করে বললে বরফ যুগ নামে অবিহিত করা যায়। তখন বৈশ্বিক তাপমাত্রা অত্যন্ত কম ছিল এবং বিশাল অংশ বরফে আচ্ছাদিত ছিল। শেষ বরফ যুগ প্রায় ২.৬ মিলিয়ন বছর আগে শুরু হয়ে প্রায় ১১,৭০০ বছর আগে শেষ হয়েছিল। এই বরফ যুগ পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিয়মেই শুরু হয়ে প্রাকৃতিক নিয়মেই শেষ হয়েছে। অপরদিকে বরফ যুগ শেষে প্রায় ১১,৭০০ বছর আগে থেকে শুরু হয় বর্তমানে চলমান হোলোসিন বা আন্তঃবরফ যুগ। যাকে অপর ভাবে উষ্ণ যুগ নামেও কেউ কেউ অবিহিত করে থাকেন। ফলে বর্তমান সময়ে জলবায়ু ক্রোমান্বয়ে উষ্ণ হবে এটাই স্বাভাবিক।

তবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে সমস্যা কোথায়?

সমস্যা আছে। প্রাকৃতিক নিয়মে বৈশ্বিক যে উষ্ণায়ন তাতে কোন সমস্যা নেই, সমস্যা হলো মানুষের হস্তক্ষেপে জলবায়ুর মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণায়নে। একটা চিত্র খেয়াল করলেই ধারণা পরিষ্কার হবে। ১৮শ শতাব্দির আগে এবং পরে অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের আগে এবং পরের গড় তাপমাত্রা খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাই শিল্প বিপ্লবের আগে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তনের অধীনে। এই সময়ের গড় তাপমাত্রা ছিল প্রায় ১৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শিল্প বিপ্লবের পর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। ফলে সহজেই বোঝা যাচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণে এই তামমাত্রা প্রাকৃতিক হারের চেয়ে অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ব্যাপক শুরু হয়, যা কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) এবং অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণকে ত্বরান্বিত করে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা উষ্ণ যুগের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হারের চেয়ে শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার কয়েকগুন বেড়ে যায়।

২.

তাহলে এই সমস্যা সমাধানে আমাদের করণীয় কী?

এর উত্তের নানান পদক্ষেপের কথা বলা যায়। একটি আন্দোলনের কথা বলতে পারি- 'ফ্রাইডে ফর ফিউচার'। পরিবেশ বাঁচাতে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো এই আন্দোলন। এই অন্দোলন মূলত জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে বিশ্ব নেতাদের কাছ থেকে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি। তবে এই অন্দোলনের আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। সুইডেনে জন্মগ্রহণ করা গ্রেটা থুনবার্গ মাত্র ১৫ বছর বয়সে ২০১৮ সালে ফ্রাইডে ফর ফিউচার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তখন তিনি নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন। একা শুরু করা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণ দেখা যায় সে আন্দোলনে। গ্রেটা থুনবার্গ জলবায়ু সুরক্ষার কাজের অনুপ্রেরণা।

জলবায়ুর নেতিবাচক পরির্বতন রোধে আমরা কি করতে পারি?

ব্যক্তি পর্যায়ে ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ পারে জলবায়ু পরিবর্তনের এই সংকট ও চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে।

১. বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা করা

২. নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বারবার ব্যবহার করা ও রিসাইকেল করে ব্যবহার করা।

৩. প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনকিছু ব্যবহার না করা ও দৈনন্দিন জীবনে অপচয় কমানো।

৪. বিদ্যুতের ব্যবহার সিমিত রাখা ও নবায়ণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা। (বিশেষ করে সৌর শক্তির ব্যবহার)

৫. জীববৈচিত্রের উপর প্রীতি বৃদ্ধি করা ও যত্নবান হওয়া।

৬. যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা না ফেলে নিদিষ্ট স্থানে ফেলা।

৭. প্রাত্যহিক জীবনে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে আনা।

মাত্র এই কয়েকটি ব্যক্তি অভ্যাস অনেকাংশে জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ফলে ৮শ কোটির এই পৃথিবীতে মানুষের নানাবিধ চাহিদা মেটানোর জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) তথা অন্যান্য গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণকে তরান্বিত করেছে মানুষ। মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ভয়াবহ রুপ ধারণ করেছে এবং মানুষের কারণেই জলবায়ু সংকট পৃথিবীর সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সমস্যা মানুষের হাত ধরে এসেছে, আমরা বিশ্বাস করি সেই সমস্যার সমাধানও হবে মানুষের হাতেই। আমাদের মাটি, মানুষ, প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রতিবেশ সর্বপরি আমাদের পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখতে হলে, জলবায়ুর পরিবর্তনের এই সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হলে, একটি কথাই বলতে হয়- 'সমস্যা যেখানে, সমাধান সেখান থেকেই'।

মো. ফরহাদ হোসেন

প্রভাষক (বাংলা)

মানবতার জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ

গাইবান্ধার এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী জোবায়ে রহমান জামিল সন্তানসহ এক গৃহবধূকে বাঁচাতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান। গৃহবধূকে বাঁচাতে না পারলেও গৃহবধূর কোলে থাকা ১৫ মাস বয়সী শিশুটিকে নিজের প্রাণের বিনিময়ে বাঁচাতে সক্ষম হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ জোবায়ের সাহসিকতার প্রশংসা করছেন। কেউ লিখেছেন, এই যুগে সবাই যখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, ব্যস্ত সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে, তখন অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া জোবায়ের বীরত্বের পরিচয় বহন করেন। ১লা এপ্রিল ২০২৪ সোমবার সকাল ৯টার দিকে গাইবান্ধার মাস্টারপাড়া থেকে প্রাইভেট টিচারের কাছে পড়া শেষ করে মাঝিপাড়া মেসের দিকে যাচ্ছিলেন জোবায়ের। পথে দেখতে পান এক নারী তার সন্তানকে নিয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন। এ ঘটনা দেখে জোবায়ের ঐ নারী ও শিশুকে বাঁচাতে এগিয়ে যান। ট্রেনটি খুব কাছে চলে আসায় শিশুকে বাঁচাতে পারলেও জোবায়ের ঐ নারী ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়েন। তাদের উদ্ধার করে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে জোবায়ের মৃত্যুবরণ করেন। এবং রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে ঐ নারী মৃত্যুবরণ করেন। ওই নারীর নাম রাজিয়া। তিনি মাঝিপাড়া এলাকার আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী।

দুর্ঘটনার পূর্বে সকাল থেকে একাধিকবার ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন ঐ নারী। স্থানীয়রা তাকে কয়েকবার সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। তারপরেও তিনি শোনেননি। ঠিক কি কারণে রাজিয়া আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন তা জানতে গাইবান্ধার মাঝিপাড়া গিয়ে রাজিয়ার স্বামী আনোয়ারের বড় ভাইয়ের স্ত্রী মনি আক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, সোমবার রাতে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল রাজিয়ার। সেই রাগ থেকে সকালে বের হয়ে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করে।

জোবায়ের জন্ম ভরতখালীতে, সাঘাটা উপজেলায়। শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি সেখানেই। দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী জোবায়ের থাকতেন শহরের থানাপাড়া এলাকায় আদিল ছাত্রাবাসে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়েছিলেন তারপর গাইবান্ধা জেলা শহরের এসকেএস স্কুল থেকে এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত হন। এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় এ দুর্ঘটনার শিকার হন। ছোটবেলা থেকে খুবই নম্র ও ভদ্র স্বভাবের ছেলেটি ছিল খুব মানবিক।

জোবায়ের ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের গাইবান্ধা জেলার সদস্য ছিলেন। মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে আনন্দ পেতেন ১৮ বছর বয়সী এই কিশোর। সুকান্ত ভট্টাচার্যের "আঠারো বছর বয়স" কবিতাটির বৈশিষ্ট জোবারের মধ্যে বিদ্যমান। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি উত্তেজনার প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনে ঝুঁকি নেবার উপযোগী। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুতি, এদের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া। আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাশাপাশি সমাজ জীবনের নানা বিকার অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতে হয়ে উঠতে পারে এরা ভয়ংকর। এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য প্রাণশক্তি। ফলে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি দুর্বার বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণব্রত। এসব বৈশিষ্ট্য প্রত্যাশা করা যায় জোবায়েরসহ শত যুবকের মধ্যে। যারা নানা সমস্যা পীড়িত দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকা শক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণে জোবায়ের মত নিজের জীবন বিপন্ন করে অন্যকে বাঁচাতে যায়।

জোবায়ের আত্মত্যাগের বিনিময়ে শিশুটিকে রক্ষা করতে পারলেও পারে নি নিজেকে। মানবতার জন্য উৎসর্গকৃত হয় তার প্রাণ। পার্থিব জগতে জোবায়ের দৈহিক মৃত্যু হলে মানবতার জন্য উৎসর্গকৃত কর্মের মৃত্যু নেই। জোবায়ের আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে অনন্তকাল তার সু-মহান কর্মের জন্য। পরিশেষে, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ এর পক্ষ থেকে জোবায়ের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার পরিবার যেন জোবায়ের শোক শক্তিতে রুপান্তর করার মাধ্যমে পার্থিব জীবন অতিবাহিত করতে পারে সেই কামনা করছি। -আমিন

ড.অনামিকা সাহা
উপাধ্যক্ষ

অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং নজরুল

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। হাজার বছরের বাঙালির রুদ্ধ ইতিহাসের ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক বাঙালি। তিনি ছিলেন মানবতার তূর্যবাদক এক সেনানীর নাম। ছিলেন, অসাম্প্রদায়িক চেতনার সংহত রুপ। ১৮৯৯ সালের ২৫ মে বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। এ জন্য তাঁর ডাকনাম ছিল দুখু মিয়া। এ বছর কবির ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। জন্মদিনে জানাই কবিকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

কবি নজরুল তার ৭৭ বছরের সংগ্রামী জীবনের ৩৪ বছরই ছিলেন নির্বাক। জন্মের পর থেকে মাত্র ৪৩ বছর কবি স্বাভাবিক জীবন কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেঁচে থাকার জীবন সংগ্রাম, অভাব-অনটন, নানা প্রতিকূলতা, জেলজুলুম ও হুলিয়ার মধ্যেই তাঁর সাহিত্যচর্চার সময় ছিল মাত্র ২৪ বছর। কিন্তু মাত্র ২৪ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনেও তাঁর গগণবিদারী দিগ্‌বিজয়ী প্রভাব। অসাম্প্রদায়িক চেতনা নজরুল সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। বাংলার নবজাগরণে যেসব লেখকদের লেখা বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে অবদান রাখে তাদের মাঝে অন্যতম হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তাঁর আত্মোপলব্ধি এবং মানবতাবাদী চেতনার মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সমকালীন হিন্দু-মুসলিম বিভাজন, মনোমালিন্য দেখে তিনি অসাম্প্রদায়িক হন। তিনিই প্রথম সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিভাজনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা করেন। পা থেকে নক পর্যন্ত হয়ে উঠেন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব। নজরুলের মতো অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। বহু লেখায় নজরুল তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা তুলে ধরেছেন। এ কথা বলা বাহুল্য যে, নজরুল লেখার মধ্যেই কেবল তা আবদ্ধ রাখতেন না। বরং ব্যক্তি জীবনেও তা অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, হিন্দু পরিবারের মেয়ে প্রমীলা দেবীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ। সন্তানদের নাম রাখার ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর প্রথম সন্তানের নাম কাজী কৃষ্ণ মোহাম্মদ (শৈশবে মৃত), দ্বিতীয় সন্তান কাজী অরিন্দম খালেদ (বাল্য মৃত), তারপর কাজী সব্যসাচী, সর্বশেষ কাজী অনিরুদ্ধ। সে যুগে এ ধরনের বাংলা নাম রাখার চিন্তা নজরুলের মতো উদারচেতা ব্যক্তিই করতে পারেন।

একজন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও অসাম্প্রদায়িকতার কারণে নজরুলকে নানান সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। সে পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা 'জাতীয় কবি এবং তাঁর জ্যোতির্ময় পুরুষ'- নামক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া একটি গল্প বয়ান করছি। নজরুল রক্ষণশীল মওলানা আকরম খাঁ এবং তাঁর পত্রিকা মোহাম্মদী নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করলেও মওলানা সাহেবের স্ত্রীর কাছে ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। নজরুলের লেখা গান শুনতে তিনি ভালোবাসতেন। নজরুলকে নিয়ে তখন অবিভক্ত বাংলায় নিন্দার ঝড় বইছে। তিনি তাঁর বিদ্রোহী কবিতায় 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!' এই লাইনটি লিখে তখনকার রক্ষণশীল হিন্দু এবং মুসলমান দুই সমাজেই নিন্দিত হচ্ছেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁকে বলছে, নাস্তিক ম্লেচ্ছ এবং রক্ষণশীল মুসলমানরা তাঁকে গালি দিচ্ছে কাফের বলে।

এই সময় মওলানা আকরম খাঁর পত্নী একদিন কলকাতার সব জাঁদরেল মওলানাকে তাঁর কলকাতার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন। বাড়ির বসার ঘরে একটা উঁচু মঞ্চের মতো তৈরি করে তা পর্দার আড়াল দিয়ে রাখা হলো। মওলানা সাহেবরা তাঁদের আসন গ্রহণ করলে পর্দার আড়াল থেকে দরাজ গলায় গজল ভেসে এলো -'ইসলামেরই সওদা লয়ে এলো কে ওই সওদাগর।' পরেই আরেকটি গজল, 'তোরা দেখে যা আমেনা মায়ের কোলে, যেন পূর্ণিমারই চাঁদ দোলে।' গায়ক দরদি কণ্ঠে গাইলেন, 'ফোরাতের পানিতে নেমে কাঁদে মাতা ফাতেমায়। 'গজল শেষ হলো। আমন্ত্রিত মওলানা সাহেবরা তখন ভাবাবেগে আপ্লুত। আকরম খাঁ সাহেবের পত্নী তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, 'এই গজল যিনি গাইলেন, তিনিই এগুলো লিখেছেন, তাঁর সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? মওলানা সাহেবরা তখন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'এই কবির জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের দরজা খোলা। তাঁর কোনো হিসাব-কিতাবের দরকার হবে না।' মঞ্চের পর্দার আড়াল থেকে যুবা গায়ক বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে মওলানা সাহেবদের চক্ষু চড়ক গাছে। এ যে তাঁদের কথিত কাফের কবি নজরুল। তাঁদের মুখে তখন আর কথা নেই।

১৯২৭ সালে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ কে লেখা এক চিঠিতে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা লক্ষ করা যায়। তিনি লিখেন "হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিচ্ছু হবে না, এ আমিও জানি। এবং আমি এও জানি যে, একমাত্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে।" তাই তিনি সাহিত্যের ভেতর দিয়েই এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূর করবার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর লেখনীতে তিনি বার বার প্রকাশ করেছেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার।

ক) কাব্যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব: অসাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকেই কাব্যে হিন্দুয়ানি মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তিনি। যেমন-

'ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ টেনে আন, আনরে ত্যজিয়া,
পূজা দেরে তোরা, দে কোরবান।
শত্রুর গোরে গালাগালি কর, আবার হিন্দু-মুসলমান।
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান।'

খ) কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনা: নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থে যে অসাম্প্রদায়িক চিত্র পাওয়া যায়-তা অন্যত্র দুর্লভ। যেমন-

'গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু- বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।'

'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার চিত্র উঠে এসেছে অবলীলায়। যেমন-

'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান।
মরে হিন্দু, মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ মরণে নাহি লাজ।'

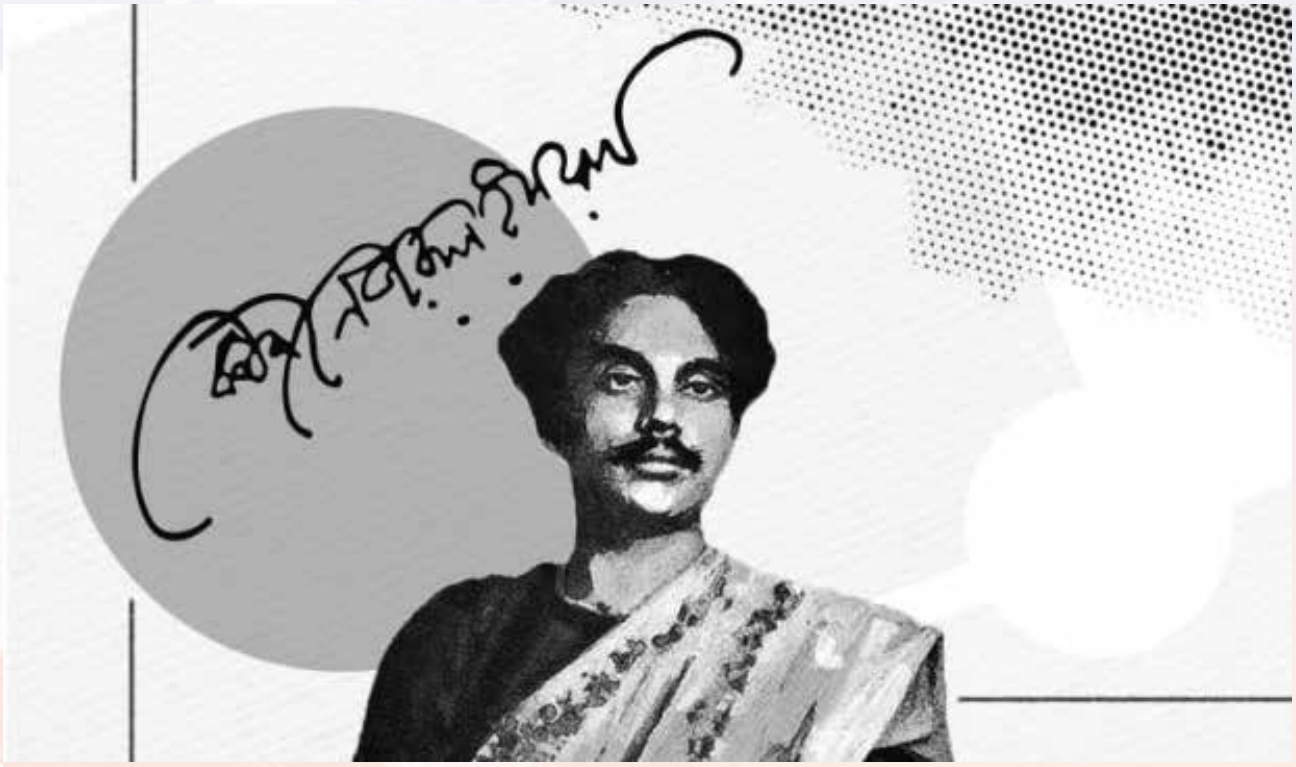

গ) গদ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা: গদ্যেও নজরুল তাঁর বক্তব্যকে একটা অসাম্প্রদায়িক কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়েছেন এবং সফল হয়েছেন। এখানেই অসাম্প্রদায়িক গদ্যকার হিসেবে নজরুলের স্বকীয়তা। 'হিন্দু-মুসলমান' এবং 'মন্দির ও মসজিদ' শীর্ষক গদ্যে নজরুলের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব সুপরিস্ফুট। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, 'এক স্থানে দেখিলাম, ঊনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্রহিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছে, আর এক স্থানে দেখিলাম, প্রায় ঐ সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মত মারিতেছে।' এরপরই নজরুল মন্তব্য করেন-'দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে, যেমন করিয়া বুনো জঙ্গী বর্বরেরা শুকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শুকরের চেয়েও কুৎসিত। হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ।'

নজরুল আরো মন্তব্য করেন, এই গোলমালের মধ্যে কতকগুলি হিন্দু ছেলে আসিয়া গোঁফ দাড়ি কামানো দাঙ্গায় হত খায়রু মিয়াকে হিন্দু মনে করিয়া 'বল হরি হরিবোল' বলিয়া শ্মশানে পুড়াইতে লইয়া গেল এবং কতকগুলি মুসলমান ছেলে গুলি খাওয়া দাড়িওয়ালা সদানন্দ বাবুকে মুসলমান ভাবিয়া, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে পড়িতে কবর দিতে নিয়া গেল। মন্দির ও মসজিদ চিড় খাইয়া উঠিল, মনে হইল যেন

উহারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।' অবতার পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানদের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমি মানুষের জন্য এসেছি-আলোর মত, সকলের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তরা বলেন, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তরা বলেন, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রীষ্ট শিষ্যেরা বলেন, খ্রীষ্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ- মুহম্মদ- খ্রীষ্ট হয়ে উঠলে জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তি নিয়েই যত বিপত্তি। তিনি দেশের তরুণ সমাজকে উদার মানবতার উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে ওঠার আহ্বান জানান।

ঘ) উপন্যাসে অসাম্প্রদায়িক চেতনা: 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে নজরুলের ধর্ম নিরপেক্ষ উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলিম- বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলেই অভিন্ন এক মানব ধর্মকে হৃদয়ে ধারণ করে আছে। ধর্মের বাহ্যিক রূপটা একটা খোলস সব ধর্মের ভিত্তি চিরন্তন সত্যের উপর- যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনো রয়েছে এবং অনন্তেও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা ফেলতে পারিস। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম।

ঙ) প্রবন্ধে অসাম্প্রদায়িক চেতনা: কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধের একটি অংশের বর্ণনা এরকম- 'নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়ো, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু- তার জন্য তো তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় না। তার মন বলে, আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি- আমারই মতো একজন মানুষকে।

নজরুল ইসলামের কাছে সব মানুষ যেমন পবিত্র ছিল, তেমনি সব ধর্মও ছিল সমান শ্রদ্ধেয়। কোনো ধর্মকে তিনি এতটুকু খাটো করে দেখে-ননি। সব মানুষই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সকল মানুষের মিলিত শক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। অসাম্প্রদায়িক চেতনার কোনো স্থপতি যদি এদেশে জন্মে থাকেন তিনি হলেন নজরুল। নজরুল লিখেছিলেন, 'আমি স্রষ্টাকে দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধুলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে।'

নজরুল হিন্দু-মুসলমানের গালাগালিকে গলাগলিতে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ এর বক্তব্যটি স্মরণযোগ্য-"সাম্যবাদী চিন্তা তার মানসলোকে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ মানবসত্তার জন্ম দিয়েছে-হিন্দু মুসলমান বৈপরীত্যের দ্যোতনা না হয়ে তার চেতনায় হতে পেরেছে জাতিসত্তার পরিপূরক দুই প্রান্ত। দুই ধর্মের সৌন্দর্যকে এক করে দেখেছেন নজরুল। তিনি যেমনি বিপুল পরিমাণ কীর্তন, শ্যামা সঙ্গীত লিখেছেন তেমনি লিখেছেন হামদ-নাত, গজল, ইসলামি সঙ্গীত। তিনি যেমন লিখেন-

তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে
যেন উষার কোলে রাঙ্গা রবি দোলে।

তিনিই আবার লিখেন-
আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন।

নজরুল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্যে লড়েছেন, সংগ্রাম করেছেন, সমৃদ্ধ দেশ, উন্নত জাতি তথা শান্তিময় পৃথিবী গড়ায় নজরুলের চেতনাকে সবার মাঝে ছড়ায়ে দিতে হবে। এ জন্য দেশের মাটি, মানুষ তথা বিশ্বমানবতার প্রয়োজনে বৃদ্ধি করতে হবে নজরুল চর্চা। বর্তমান বিশ্বের চলমান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বৃদ্ধির যে প্রবণতা তা থেকে মুক্তি পেতে নজরুলের অমর বাণী সমৃদ্ধ কবিতা পাঠের আর গান শ্রবণের বিকল্প নেই। কবি নজরুল তাঁর কবিতায় লিখেছেন, 'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে, তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে'। বাস্তবতার নিরিখে আমরা জেগে আছি না ঘুমিয়ে আছি সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। আমরা কি দেশ মাকে এমন কথা আর বলতে পারবো না? আমরা যদি এইভাবে সব দেখে শুনেও চোখ বন্ধ করে থাকি, তাহলে কি সত্যিকার রাত পোহাবে? সাম্প্রদায়িকতার কড়ালগ্রাস থেকে মুক্তি মিলবে? আমাদের সামনের আঁধার দূর করতে হলে নজরুলকে নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের টানাটানি বন্ধ করতে হবে। নজরুল ইসলামকে তাঁর দর্শন ও চিন্তার জায়গায় রাখতে হবে। নজরুলকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে রাখতে হবে।

আমরা নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতাবোধ, বিদ্রোহী চেতনায় নিত্য আলোড়িত হই। সাম্য মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নজরুলকে অনুভব করি। নজরুল আমাদের প্রেরণা, নজরুল আমাদের সত্তায়, মননে। নজরুলের অসাম্প্রদায়িকতার আলোকে সুর মিলিয়ে বলতে চাই.. "আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা এক সাথে উত্থিত হইতেছে ঊর্ধ্বে স্রষ্টার সিংহাসনের পানে। আমি দেখিতেছি, সারা আকাশ যেন খুশি হইয়া উঠিতেছে"।

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ুক নজরুলের চেতনা। দূর হোক সাম্প্রদায়িক অমানিশা।

মোছা. আফসানা আক্তার
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৯

My Mother

She is my heart
I am her too.
She wants nothing
Just my good health
Better future
My mother never feels bored
When I get tired.
Her gentle hug.
Makes me alive.
All mothers be happy.

কাঙ্খিতা হাসিন
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

Chocolate

I Love chocolate
It's so sweet
It's so tasty
And it's yummy to eat.
I love chocolate
Sometime it's so soft
It's so damn chocolate
And it's my favorite food of all.
It's can sometimes make you sick
But for me it's the cure
I just love to eat chocolate
And my love for it is pure.
It has always been my favorite
And it will be till the end.
East or west chocolate is the best
And it's right next to my best friend.

মোছা. সাদিয়া রহমান
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৪৪

High Hopes

I have a dream to fly
High up in the bright blue sky
If you have a dream inside
Then you may win or you must try.
Some dreams can never be true
Some dreams you can't even try.
But if you don't, give it a short
You will stay on the ground.
And you will never know why?

শ্রাবণী রানি
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২০

Pet Cat

I have a pet
Her name is Ket
She is wet
And now is on a mad
Ket is my little cat
She wears a red hat
She hates getting wet
She loves sitting on my lap.

উম্মে নাজিয়া মরিয়ম
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০২

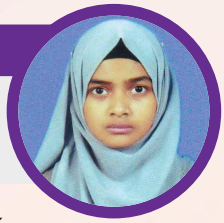

Behind The Mask

Beneath the guise, a heart concealed,
a world of thought, yet unrevealed.
Eyes that shimmer, truths untold,
A silent story, brave and bold.
Layers deep, emotions vast,
Wounds that heal, scars that last.
In the shadows, strength is found,
A spirit rising, unbound.
Beyond the facade, a souls true light,
Shining brightly through the night.
Behind the mask, we dare to see,
The purest form of you and me.

মুমতাহিনা মাসুদ গুণগুণ

শ্রেণি: ৩য়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৮

Sometimes I am

Sometimes I am a dinosaur
Sometimes I am a sheep,
Sometimes I am a flower
And sometimes I am a leaf.
I can move but I have no life,
Sometimes I am black
And sometimes I am white.

শারীকা যাহ্‌রা অরণী

শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২৫

It's Okay

It's ok to not have answers,
It's ok to not be strong.
It's ok to do nothing at all.
It's ok, so ok, to be wrong.
It's ok to just be you,
It's ok to go your own way.
It's ok to fail a test.
It's ok not to be number one.
It's ok to be alone.
It's ok to make a mistake.
It's ok to stare out a window.
It's ok to need a break.
When I was young so long ago
Herse something I wish I knew
When the world says Listen to me
It's ok to listen to you.

সামস নাহিদ হক তীব্র

শ্রেণি: ৪র্থ, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২০

Future

You cannot change your Future,
But you can change your habits,
And surely your habits
Will change your Future

সাম্মি আফরোজ

শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৩

Good Heart

Sword can dissect your parts of limbs
May bring down a dynasty at you
May mingle two mouths into a single one
But fails to win your heart.
Alexgender won land of Porus
But his heart was owned by heart.
Oppositions are suppressed and yet not moved
A backbencher is cushioned and uncared
A helping hand is told off
Doesn't it show them anarchy of cacophony?
A single smile could fetch their heart to you
All the preachers' brought peace by heart.
All the leaders of revolution ignited heart by heart
But lack of good heart
We are at rat race to overtake
Downgrading the hopes of hapless
We are in their lips not in heart.

মোস্তারিন আক্তার লিসা

শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২১

Best Friend

If you're alone
I'll be your shadow.
If you want to cry
I'll be your shoulder.
If you want a hug,
I'll be your pillow.
If you need to be happy,
I'll be your smile.
But anytime
You need a friend,
I'll just be me.

মো. মেহেরাব হাসান মাহিদ
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০৮

Something about Love

"Love has no meaning or quantity"

Press is slow pacing 5 forever
One day forget the one who wants you,
He knows how hard it is to forget you.
You are so beautiful, dear, is it my fault?
There are some moons
that don't say "chakorini" in a trap.
If you don't get love by loving
His life is sad and lonely.

জান্নাতুল ফেরদৌস
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ৩৩

Knowledge

The verses of my life say
Gain knowledge from night today
Gain knowledge from the earth to sky.
Roam in the realm of knowledge,
One day you will acquire vast knowledge.
Always true to be first,
In conquering knowledges outskirts.
No matter what it takes?
The study of nature and science is great
Knowledge will adorn your life.
Knowledge will enrich your career.
Knowledge is power,
It will ensure bright future.
Then your learning head will arise
Enlightening the world and skies,
Exhume me knowledge from the ground,
Which was once buried by deadly hounds.
To perch on the branch of eternal success.
As knowledge has never been less.

মো. শাহজাহান মিয়া
প্রভাষক (ইংরেজি)

Kleptocracy

Opportunity you too baias
You failed to come in time
I failed to get on time
So,let me be honest
As you are far from me
Don't attire me with dignity
With the highest echelons
Just leave me and space me
How I can be great- not my mission
As you far from me
I dislike aggrandizing power
Dislike be in the head line
Uninterested be in the limelight
So ,disinterested be rogue elephant
As you are far from me
I want to be an unsung hero
Avoid public wealth
Though I am not in the saddle
No desire gorging myself on public wealth
As you are far from me
Only concrete stealing got definition
Malfeasance fairly common
Misappropriation that is flap dadale
Malingerer all are in a vanishing point
Only i am rare there
As you far from me
It is really freudian slip

প্রভাতী রানী
শ্রেণিঃ ৭ম, শাখাঃ ড্যাফোডিল
রোলঃ ৫৯

My Daily Life

A daily life means a record or an account of spending every moment of life. A man should have a definite routine for his daily work. I am a student. I have a daily routine to do my duties timely and regularly. I always go by it. On holidays, it goes under some changes.

I get up early in the morning. After performing ablution, I say the Fazar Prayer and then read the Holy Quran. Then I go out for a walk and come back by 6 o'clock. After taking some rest I have some light breakfast. I go on reading my books for about two hours. I don't allow anybody to disturb me during these two hours. I take my bath at 9:30 a.m. I start for my school at about 10:00 am and reach before the class begins. My school begins at 10:30 am. During the tiffin period I say my Zohar Prayer and have some light refreshments. It breaks up at 4:00 pm. I come back home straight. Leaving my books a side, I refresh myself and take some light food. Then I say my Assar Prayer.

In the afternoon, I play indoor games with my sister. Sometimes I play cricket with my friends in the playground of our locality. But before the examination, I do not take part in games in the afternoon. I pass the time by taking preparation for the exam. After sunset, I say my Maghreb Prayer. I go to my reading room and read till 8.00 pm. Then I take my Esha Prayer and take my supper. Then I read again for an hour. After that, I watch the news on TV at 10 o'clock. At 10:30 pm I go to bed.

আল রাগিব আসিব আরব
শ্রেণিঃ ৪র্থ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ০১

Raju's Special Day

Raju was a little boy living in a small village in Bangladesh. He was excited because Pohela Boishakh, the Bengali New Year, was coming. This was special day full of joy, music and dancing. On the morning of Pohela Boishakh. Raju put on his new red and white outfit. He and his family went to the village to spare. It was full of people wearing colorful clothes, dancing and singing. There were stalls selling toys, sweets, and crafts, Raju's father bought him a beautiful clay doll, He was very happy.

In the afternoon, there was a big parade with people wearing masks and costumes and costumes, Raju watched with wide eyes, amazed by the colors and music. In the evening, Raju's family had a big feast with their neighbors and friends, they are delicious food and shared stories, Raju felt was very happy and proud of his culture. Before bed, Raju looked at the moon and thought, about the wonderful day. He loved Pohela Boishakh and felt lucky to be part of such a beautiful tradition.

মো. শাহিন
শ্রেণি: ৮ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১২

My Dreams of DMC

"Dreams are not, what you see while sleeping.
Dreams are what do not let you sleep"
-APJ Abul Kalam

I am a man. So, I also have a dream, as the saying goes, a man grows as big as his dreams. I want to be the same. My dream is to be an MBBS doctor. I want to be and for that I want to study in DMC. DMC means Dhaka Medical College. I first heard this name from my brothers. Although he is not studying in DMC and become a doctor. There are many reasons that my house is in a very remote village (char) where there is no good quality hospital for no good quality doctored, also the people of my village are suffering from various discriminationas. So I want to serve them by treating them well. Start since then I have been seeing the people of my village not getting good quality treatment, poor people are dying without treatment, and a pregnant sister's child is dying in the mother's womb just because of lack of good treatment. So, I want to be a good doctor and serve the people of my village people of the country. As well as the people of the country. Moreover, in order to become an ideal doctor. I have to do many things, among them:-

1. I have to study the highest medical university in the country and serve my remote village.
2. I have to study more.
3. I have to become a religious person and serve the country and Heaven.

I am currently studying in 8th standard and if I want to become a doctor. I have to study to a lot, especially I have to master science subjects very well. I also tried that way Allah. If He wants, I will become a doctor Insha-Allah. May Allah grant me the grace to fulfill my dream (Ameen)

আফিয়া ইসলাম মেঘলা
শ্রেণি: ৭ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ২১

True Talent cannot Be Measured with "GPA-5

I personally agree with the given statement that a true talent cannot be measured with GPA-5 Numbers can't decide anyone's future. There are lot of talents in people but some of them are special. They cannot be measured with grades because they have some extracurricular talents. This is their strength. There are many people who cannot get educated for money but they have lot of talents. There is a famous quote named "A single piece of paper can't decide anyone's future." That's why anyone's future can't be measured by grades. Education is very important for students. Some take this seriously. Education helps to grow a bright future. That's why I agree with the given statement.

আল বালাদ
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১২৮

Mobile Phone

Cellular phone or wireless phone is called mobile phone. Since it is portable, it is called mobile phone. It has brought about a revolutionary change all over the web world. We can communicate with others daily using its telephoning system. It has different programs that we use watch television for our own benefit. We can see television by it. It has a clock that we use to know time. It also has a calculator. It has different types of games that we play during our spare time. It can be used as a medium of internet. We can send any message to others by it. It has camera that we use to take snaps of many things. It can record our voices, speeches songs or anything else. It has radio,television,video, Facebook, YouTube for our amusemoment. We can share any information by it.

Despite its many uses, it has some abuses. The criminals commit different types of crimes with the help of mobile phones. People especially teenagers spend much of their valuable time playing Facebook, games.

So, we should be careful of it. There is no denying the fact that a mobile phone has both uses and abuses. It is useful for various reasons. So, we should take the betters.

আব্দুল্লাহ আল মামুন
শ্রেণি: ৯ম, শাখা: ডালিয়া
রোল: ০২

How I can be a good student

There is nothing to become if I want to be a good student. If I want to be a good student there are certain things I must do and there are also certain things I mustn't do. First. I have to study regularly. I will never neglect my studies. Then, I have to understand what I read, because it's no good memorizing things without understanding. Next, I'll make my own notes and revise them frequently. After that I should have a fairly good command of the language. We should practise vocabulary every day. As a result I should also have interest in English Grammar. And, at last to do well in the examination isn't any easy task. So, every student needs a serious preparation for any examination. A student has to do much to do better in the examination. So, every student should follow their teacher's instructions. Next, he should make his own notes, go through then seriously and revise them frequently. They shouldn't memorize any answer without understanding. Finally, to remove the fear of examination I must practice some sorts of test to assess his progress and preparation. Thus. I will do well in the examination. I have to read all the books throughout the year. I believe, this will help me to be a good student.

মাহযাবিন রহমান সুবহা
শ্রেণিঃ দ্বাদশ, শাখাঃ ডালিয়া
রোলঃ ৫৭

ABU SAYED
The Glittering star of the Sky, in the History of Bangladesh-2024

He stood firm,
A piller of resolve,
Chest expansive,
Dreams shimmering in his gaze.
The nation watched,
Eyes filled with intrigue.
His heart remained steady,
He never faltered or withdraw
The blaze of this breath ignited the torch within Bangladesh's flag.
Which each "Abu Sayeed" resounds with fervors with fervor.

Abu Sayeed stands as a pivotal figure in the history of Bangladesh's Quota Movement, remembered as its firest martyres. His story is not merely one of personal sacrifice but a symbol of the broaders struggle for justice and equal opportunity in the country's publie service sectors.

The quota system in Bangladesh was established with the intention of correcting historical inequalities by allocating a certain percentage of government jobs and educational opportunities to disadvantaged groups. While this system was conceived as a remedy for systemic discrimination, over time, it became a source of new grievances. Critics argued that it perpetuated inequality, obstructing merit-based progression and creating who felt unfairly excluded resentment among those who felt unfairly excluded.

Abu Sayeed, driven by personal experience and a sense of injustice, emerged as a leading advocate for reform. His dedication to addressing these systemic issues led him to become actively involved in protests and campaigns against the quota system. Sayeed's vision was a public sectors where opportunities were determined by individual merit rather than demographic quotas. Tragically, Sayeed's commitment to his cause led to his untimely death during one such demonstration. His sacrifice became a powerful symbol, igniting widespread awareness and support for the movement. In the wake of his martydom, significant reforms were implemented, aiming to reduce the quotas & enhance fairness in recruitment practices.

Abu Sayeed's lagacy lives on as a poignant reminder of the ongoing struggle for justice & merito cracy. His death underscored the urgent need for systemic change and continues to inspire efforts towards a more equitable pubic sectors in Bangladesh.

মোছা. লাবিবা আঞ্জুম রাজি
শ্রেণি: দ্বিতীয়, শাখা: ডালিয়া
রোল: ১

My Dream School

The name of my dream school is SKS School & College. It is the best institution in Gaibandha district and one of the best schools across the country. The foundation of this School and College was laid down in 2017 by Rasel Ahmmed Liton sir, a successful entrepreneur and founder of SKS Foundation of Gaibandha district. I am giving him special thanks for establishing this school & college for education of the children of Gaibandha district.

The people across the country know that Gaibandha is a neglected and needy district. Every year, this district is visited by flood. Most of the people of this district lead a very miserable life. People of other districts also believe that the people of Gaibandha district cannot have a square meal let alone educate their children to make first-class citizens. So, I again thank to Liton sir for founding such a modern, gorgeous and mind-blowing school & college for the children of Gaibandha district.

The institution has two nice four storied academic buildings for school and college sections particularly. The whole campus is neat and clean. Its field is covered with green grass and there're a lot of green trees and flower gardens around the campus. It has some magic coloured AC-like buses. For security, the whole compound is always under video surveillance. The classrooms are very spacious, neat and clean, well-arranged and well-ventilated. As a result, I never feel bored in the classroom. The academic results in public examinations are extra-ordinary and every year a lot of students are participating in different district-wise, divisional and national competitions and scoring a lot of prestigious awards.

If I want to say about my teachers, the Principal, the Vice-principal and other teachers are highly qualified and vast experienced. We have particular subject-wise teachers. All the teachers are very cordial and friendly. They bear moral characters. If I don't exaggerate, I'll say, our madams bear motherly affection. They teach us like our moms. They never misbehave with us. They always try to make us understand what we want to know. Besides, the support uncles and aunts are also cordial and helpful minded.

The academic teaching of this school is very praiseworthy. It has some clubs for co-curricular activities. Who says what I don't know, but I feel proud to be a student of this school. I also feel proud that my father is a teacher of this school. Pray for me so that I can be a worthy citizen of Bangladesh and can work for my country and her people.

তুলির আঁচড়...

মোছা. নাজিফা আনজুম নুসরাত

শ্রেণি : দ্বাদশ
শাখা : বিজ্ঞান

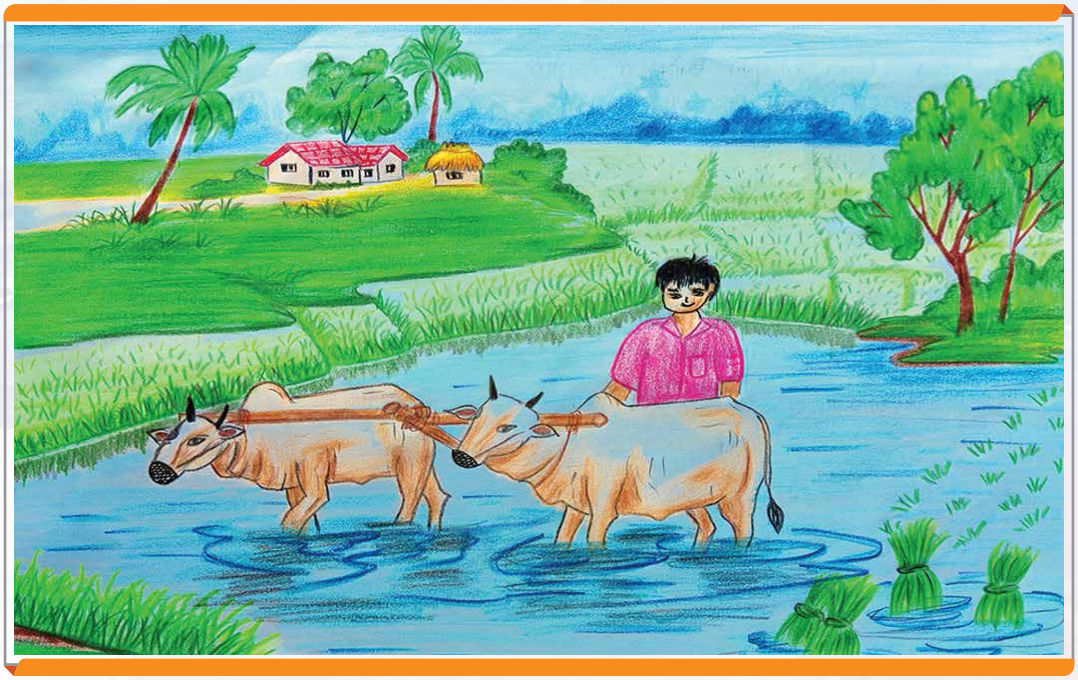

উপমা রানী দাস

শ্রেণি : প্লে
শাখা : ডালিয়া

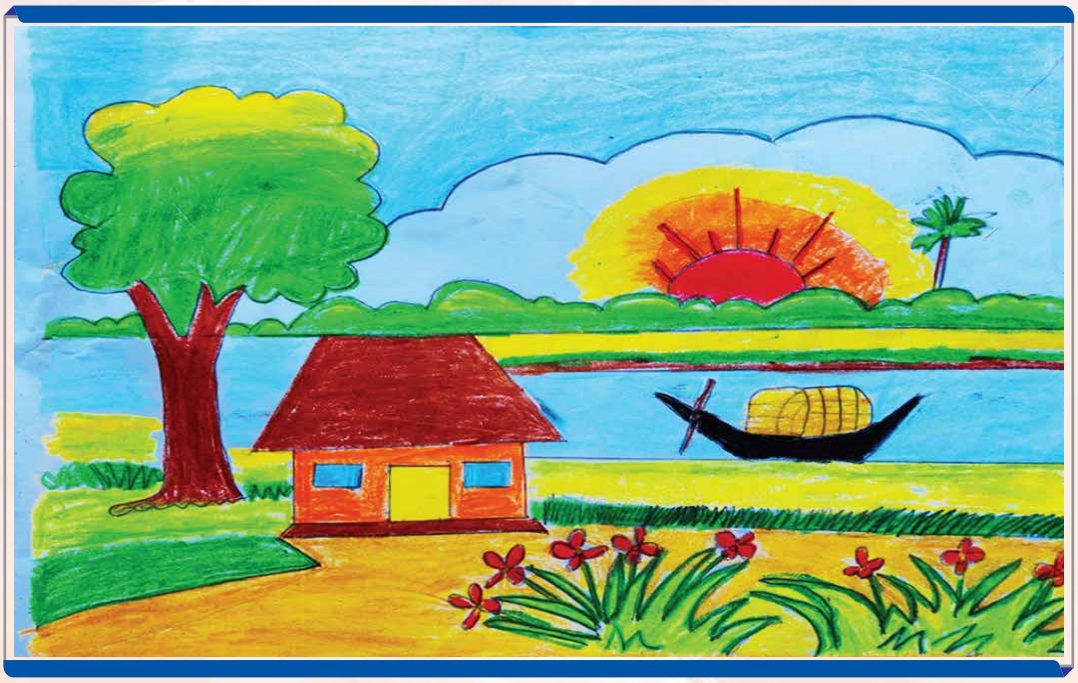

মো. রাইসুল হাওলাদার (রাফাত)

শ্রেণি : নার্সারি
শাখা : ডালিয়া

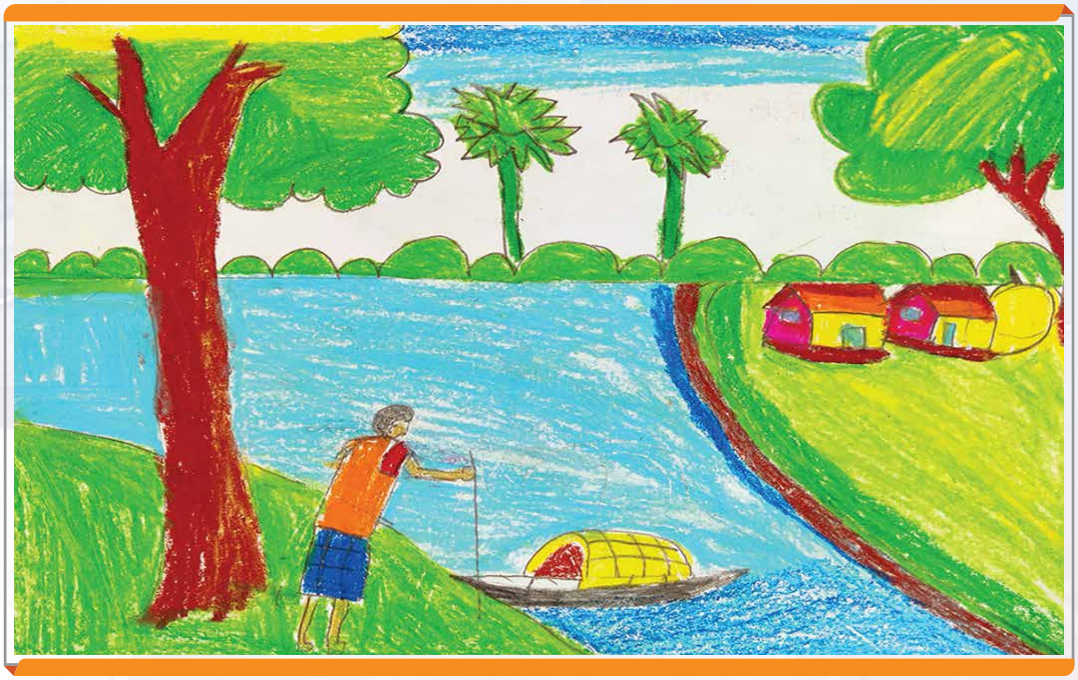

মোছা. মেজবা তাবাস্‌সুম (মৃত্তিকা)

শ্রেণি : নার্সারি
শাখা : ডালিয়া

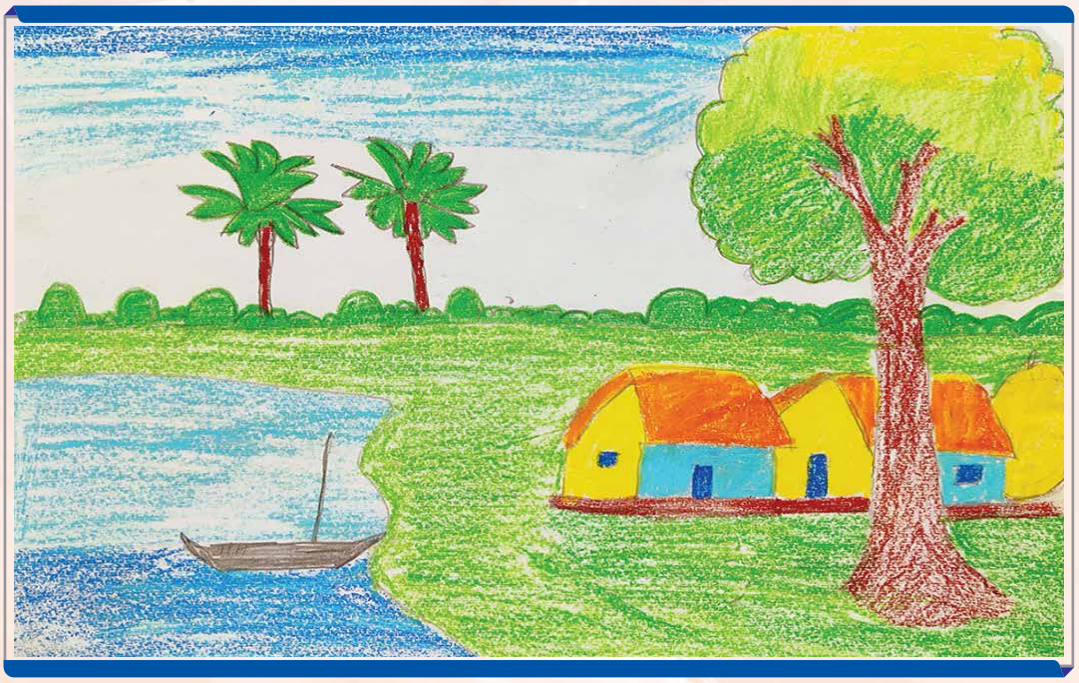

সোনাক্ষী সিন্‌হা

শ্রেণি : নার্সারি
শাখা : ডালিয়া

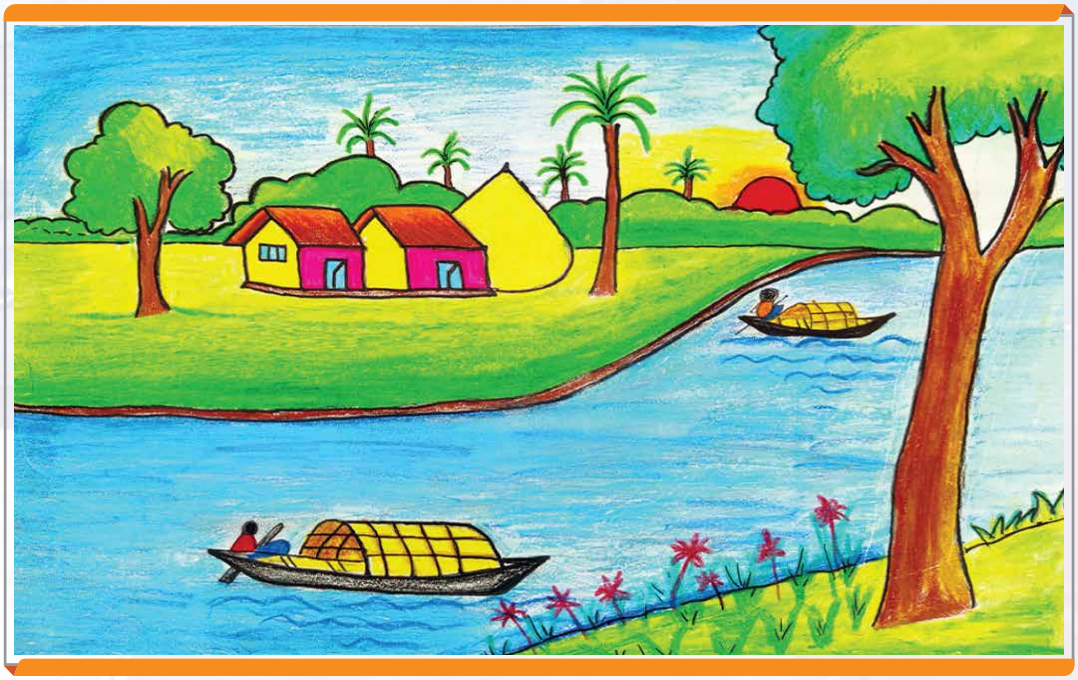

সানিয়াত নেওয়াজ আইমান

শ্রেণি : নার্সারি
শাখা : ডালিয়া

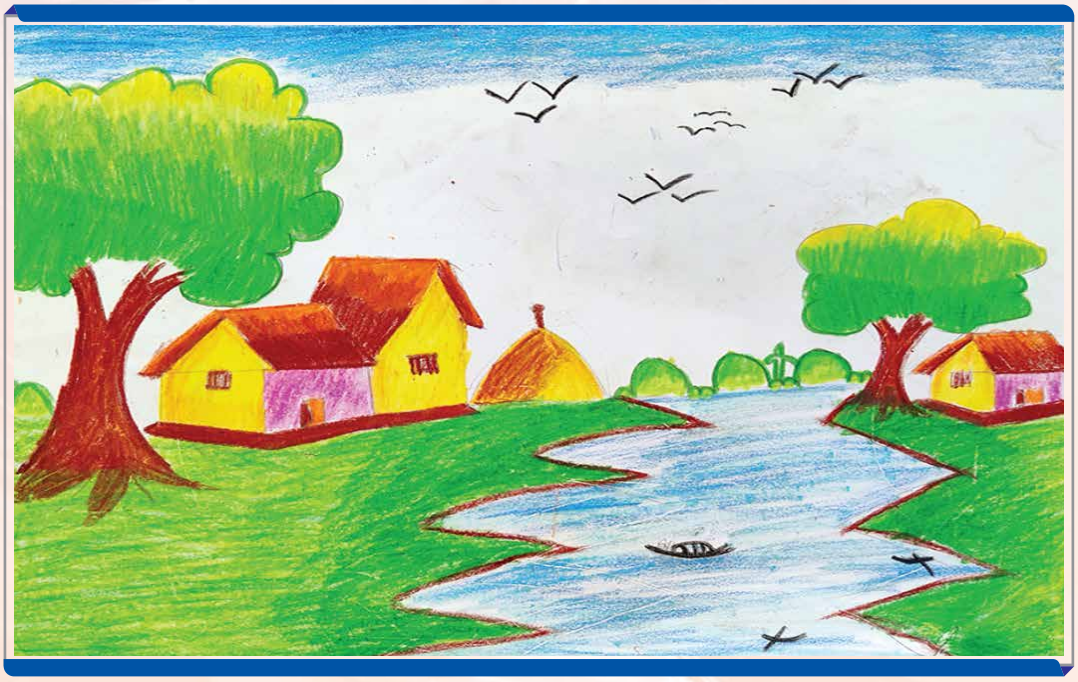

গোলাম মুছাব্বীর হোসেন আসরার

শ্রেণি : প্রথম
শাখা : ডালিয়া

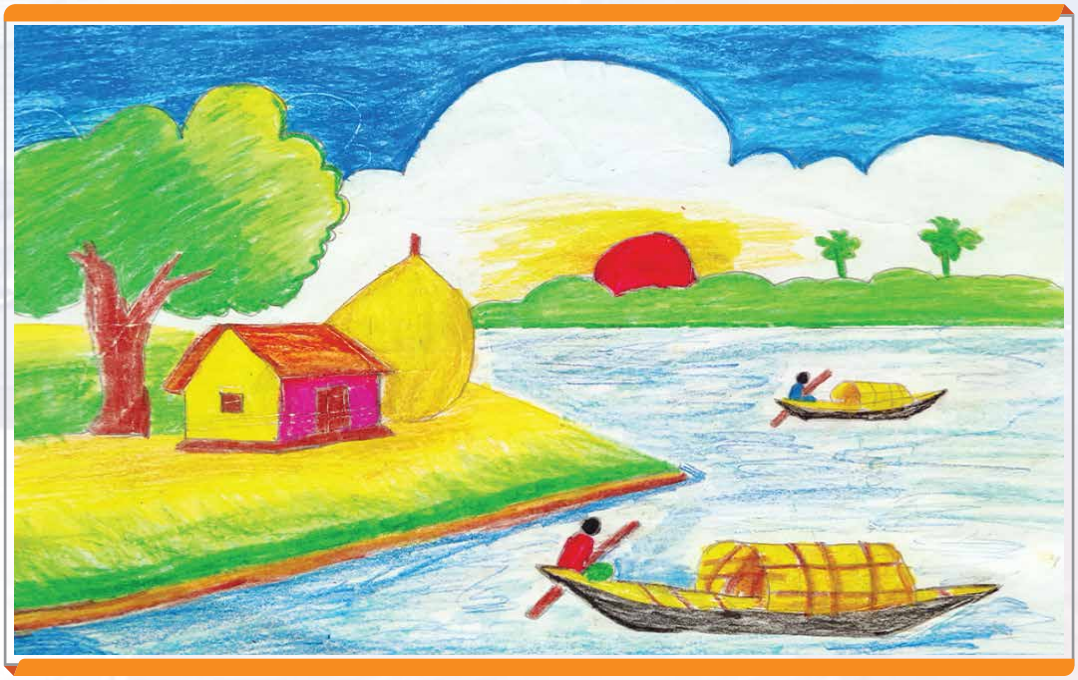

তাছনিম তুবা

শ্রেণি : প্রথম
শাখা : ডালিয়া

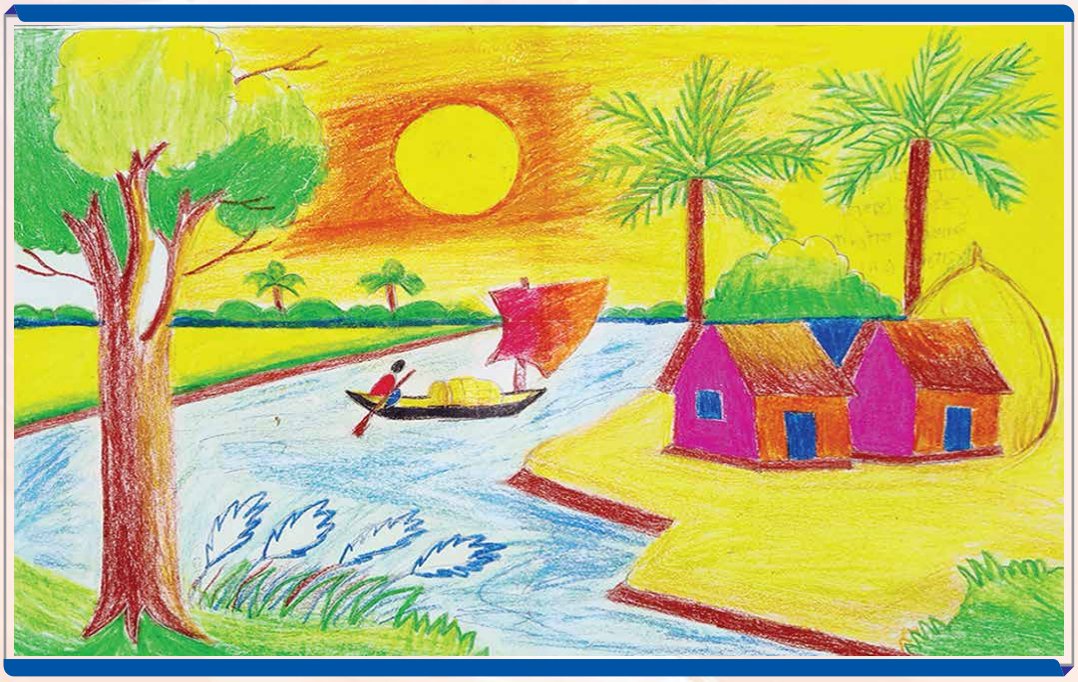

মেহের-ই-মাহ্ মাবরুরা

শ্রেণি : প্রথম
শাখা : ডালিয়া

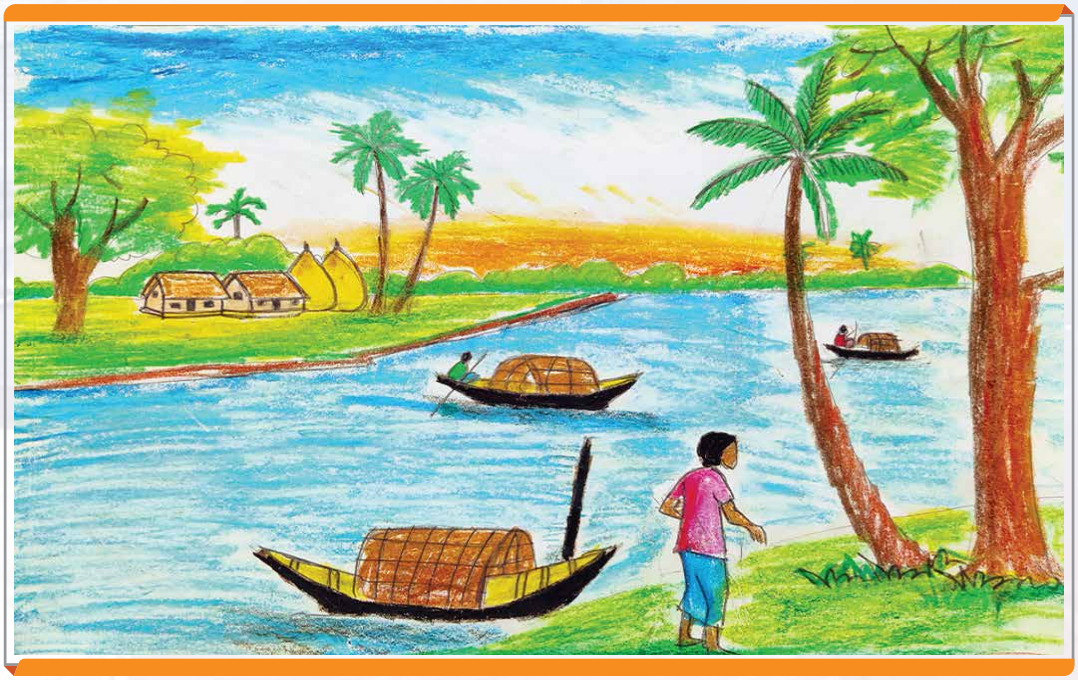

মো. যার্‌রাফ আলম জাবির

শ্রেণি : প্রথম
শাখা : ডালিয়া

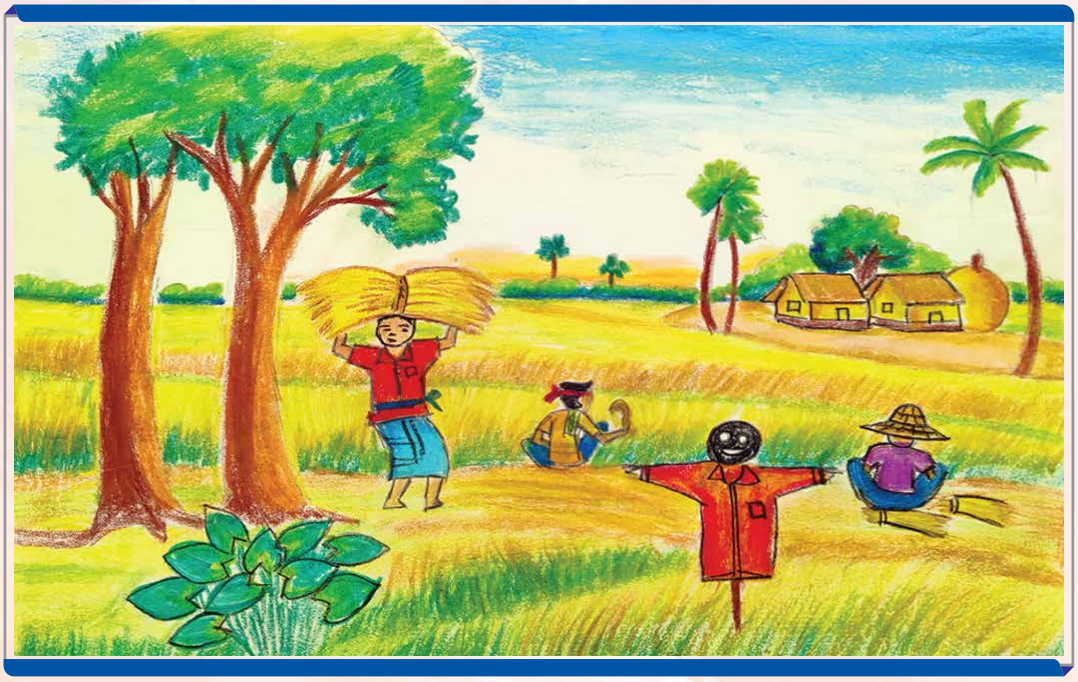

মো. আতিফ আহনাফ সাদ

শ্রেণি : দ্বিতীয়
শাখা : ডালিয়া

রওনক জাহান রাফিক্কা

শ্রেণি : দ্বিতীয়
শাখা : ডালিয়া

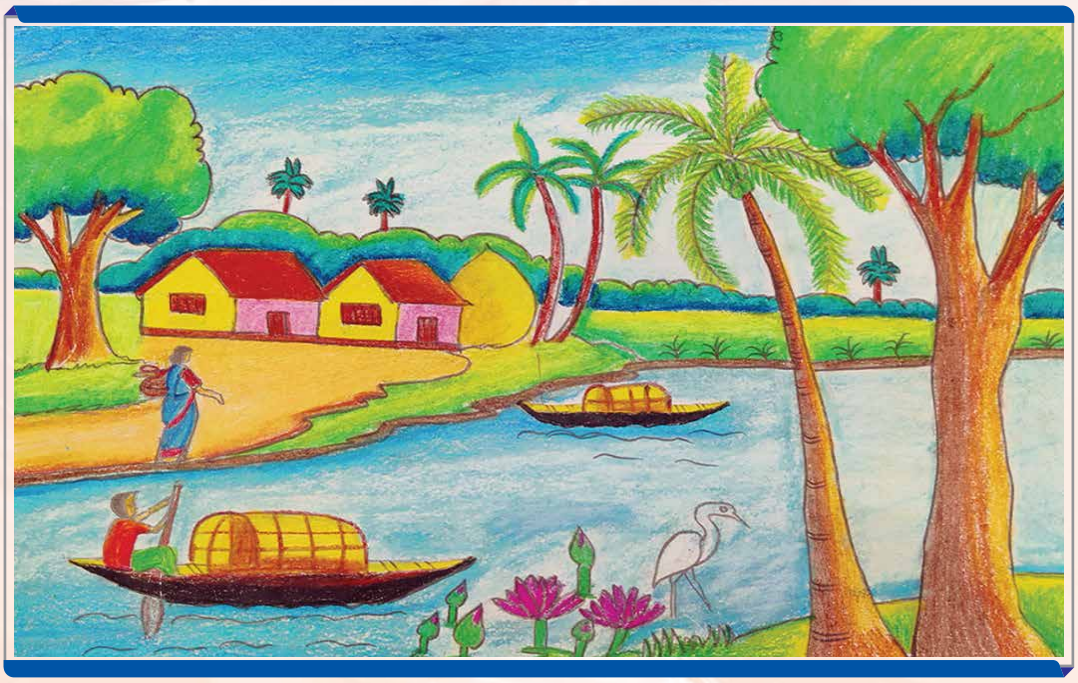

আলাইনা চৌধুরী রায়না

শ্রেণি : দ্বিতীয়
শাখা : ড্যাফোডিল

মোছা. লাবিবা আনজুম রাজী

শ্রেণি : দ্বিতীয়
শাখা : ডালিয়া

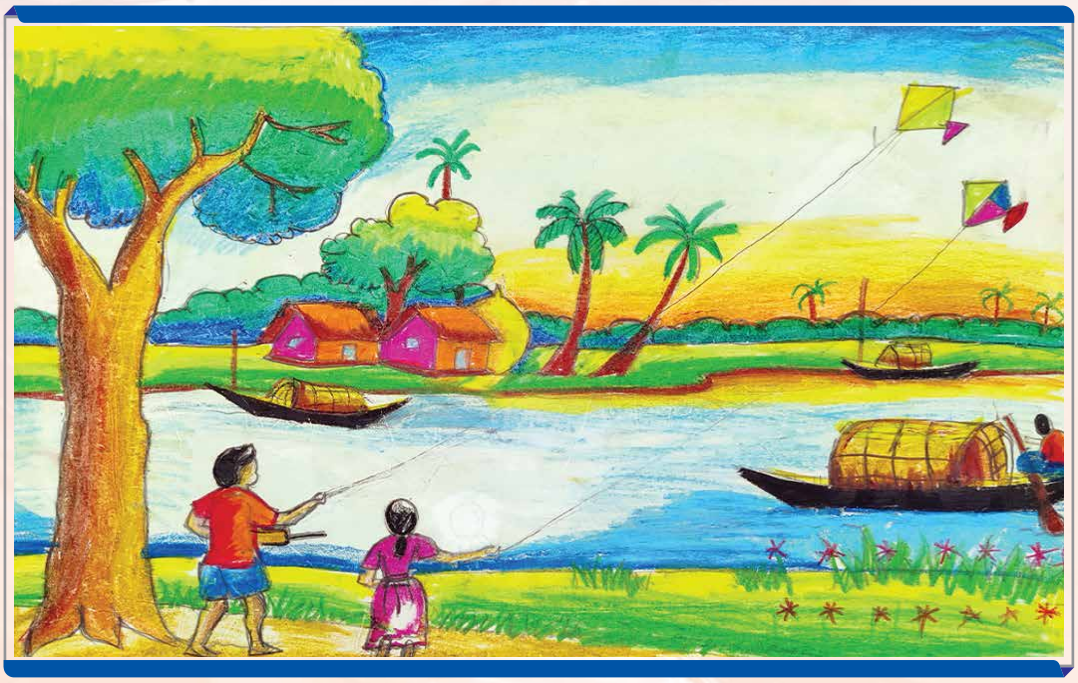

জান্নাতুল তাসনিম শিফা

শ্রেণি : দ্বিতীয়
শাখা : ডালিয়া

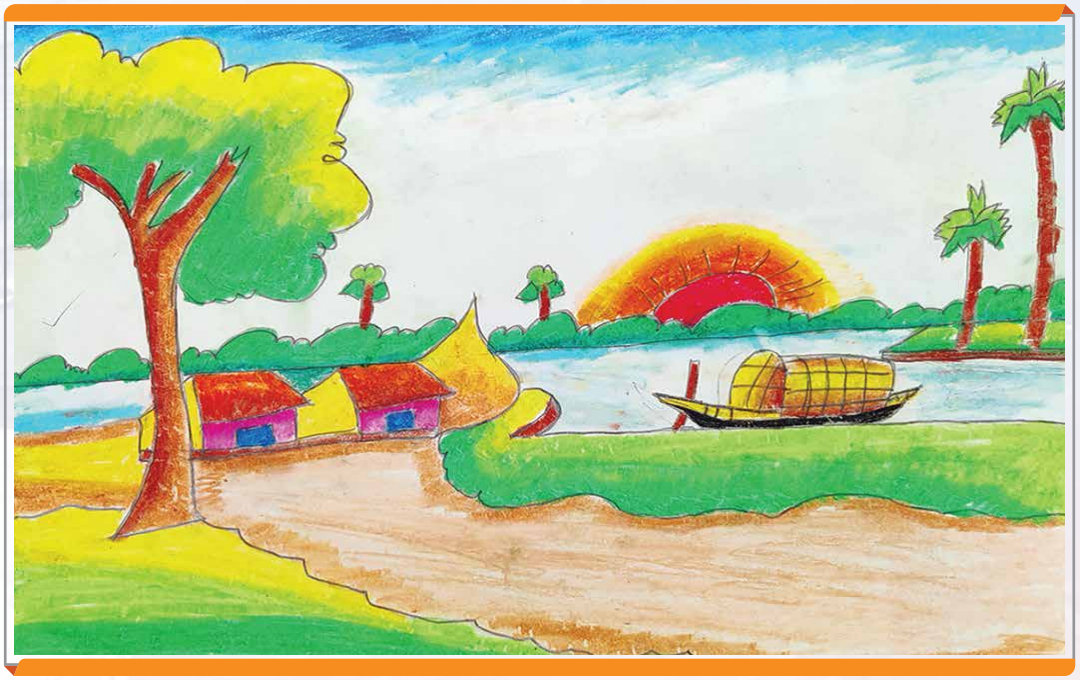

সামিয়া সুলতানা

শ্রেণি : দ্বিতীয়
শাখা : ডালিয়া

নাজিয়া

শ্রেণি : তৃতীয়
শাখা : ড্যাফোডিল

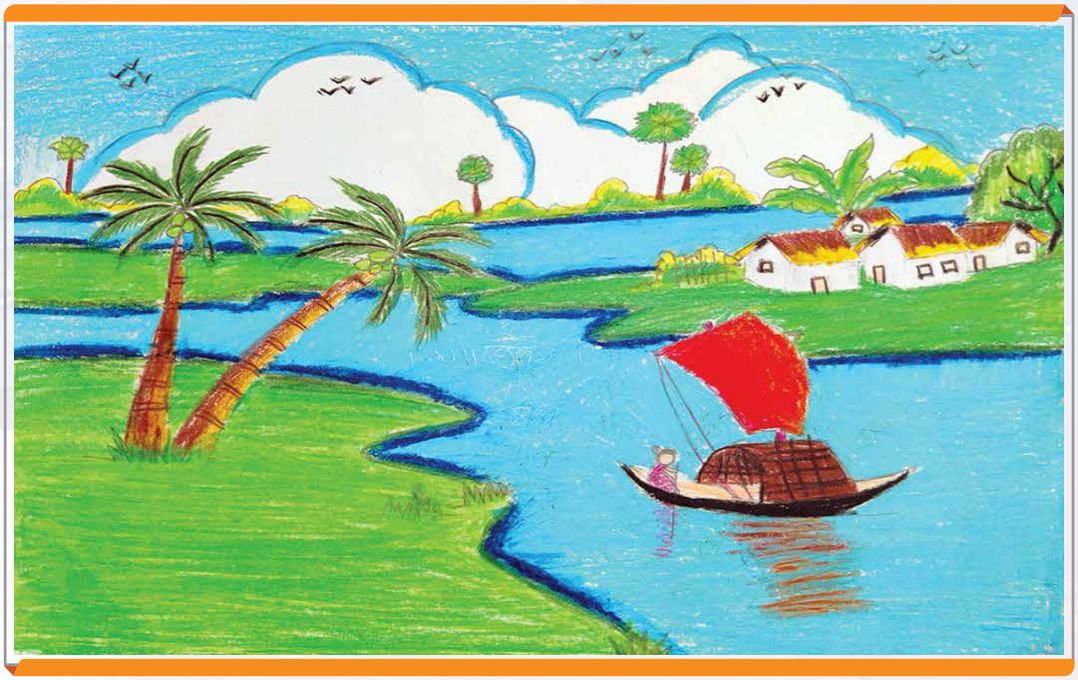

মো. ফারহান আতিফ ফুয়াদ

শ্রেণি : তৃতীয়
শাখা : ডালিয়া

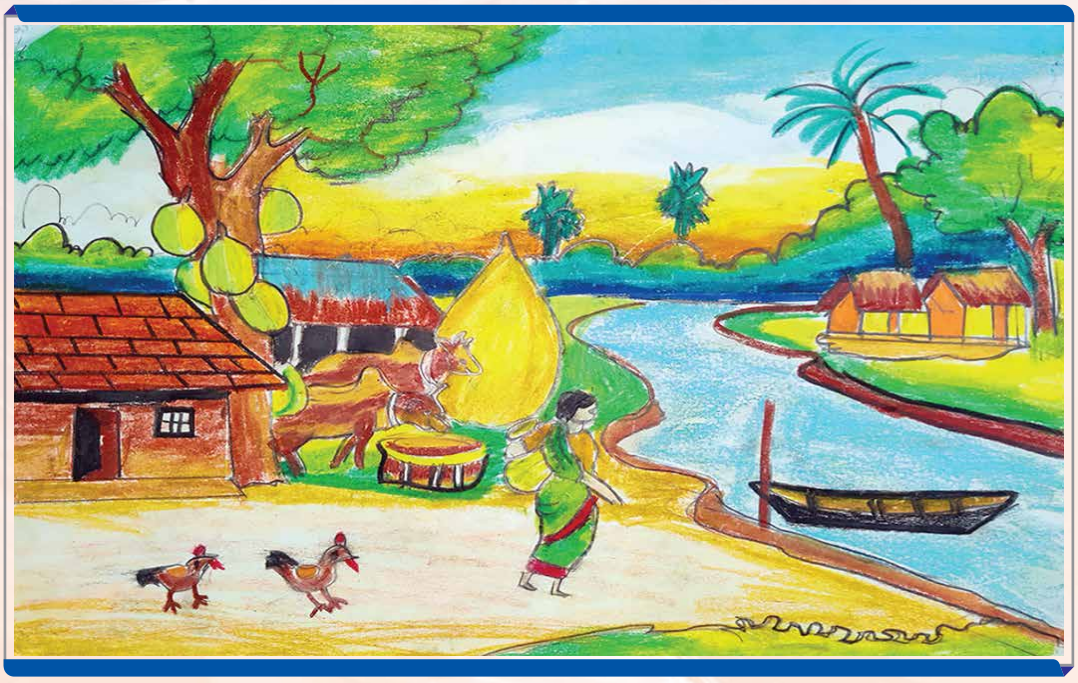

আব্দুল্লাহ ইউসুফ

শ্রেণি : তৃতীয়
শাখা : ডালিয়া

অর্পিতা সাহা মিষ্টি

শ্রেণি : তৃতীয়
শাখা : ডালিয়া

আহনাফ আদিল

শ্রেণি : চতুর্থ
শাখা : ডালিয়া

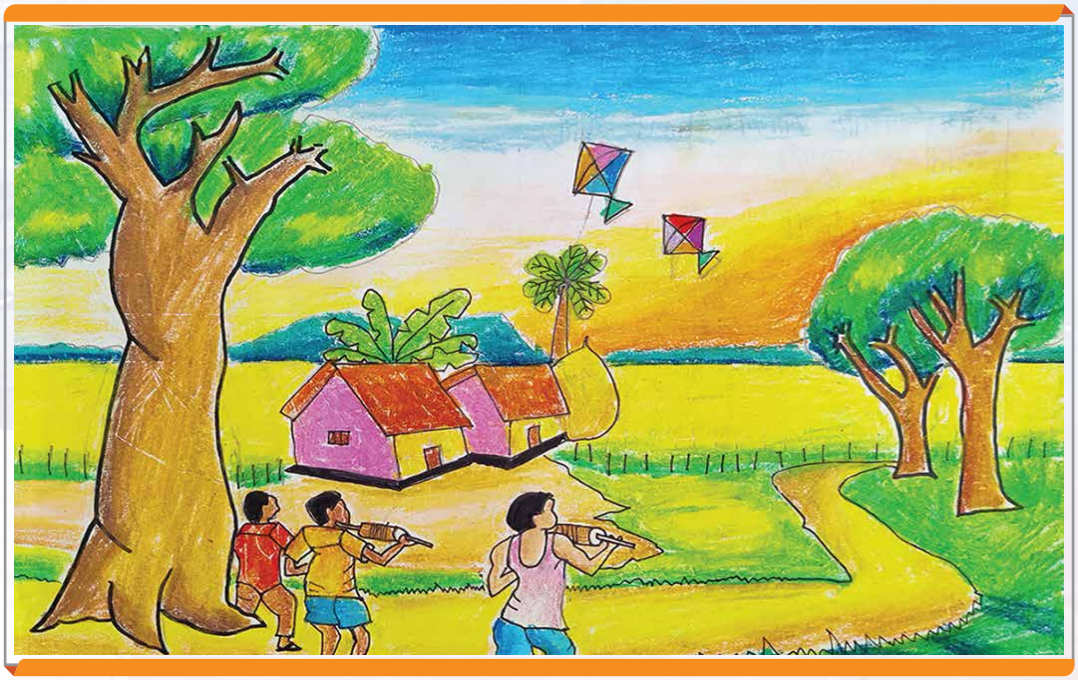

রাজশ্রী রায়

শ্রেণি : চতুর্থ
শাখা : ডালিয়া

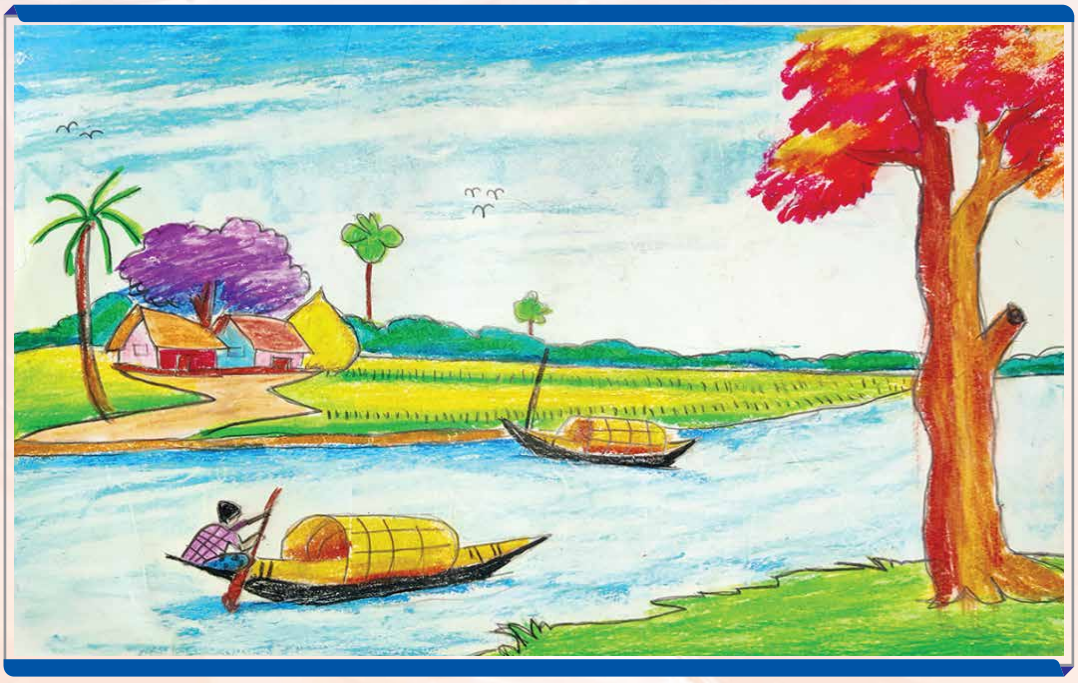

দেবব্রত সাহা (নির্বান)

শ্রেণি : চতুর্থ
শাখা : ডালিয়া

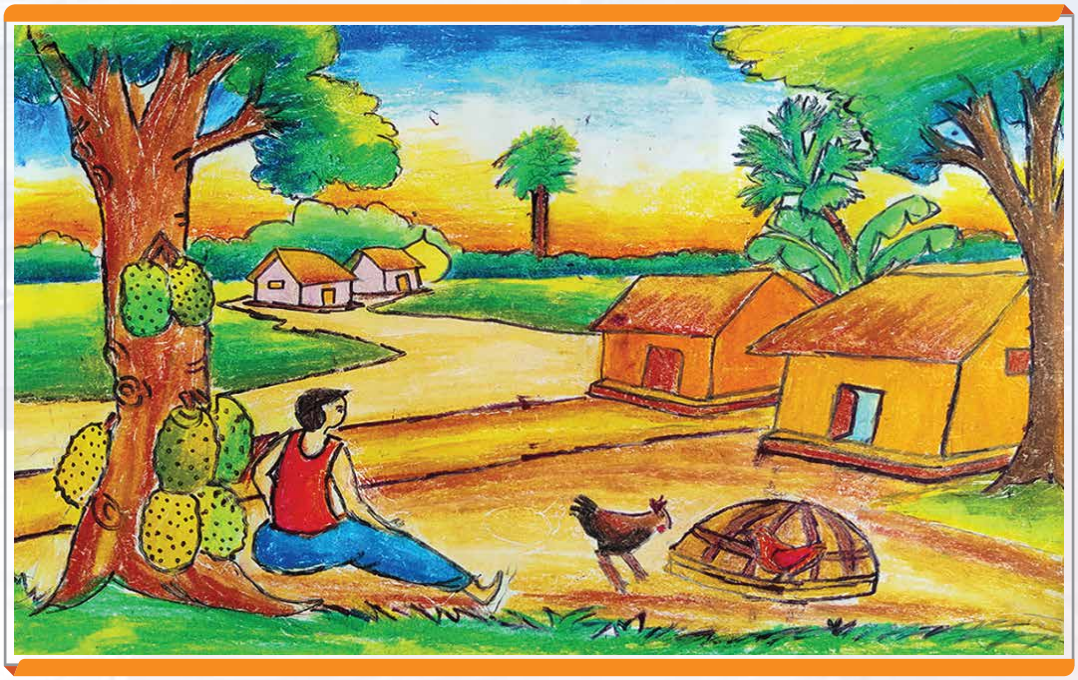

মোছা. তাসনুভা হাবীব

শ্রেণি : চতুর্থ
শাখা : ডালিয়া

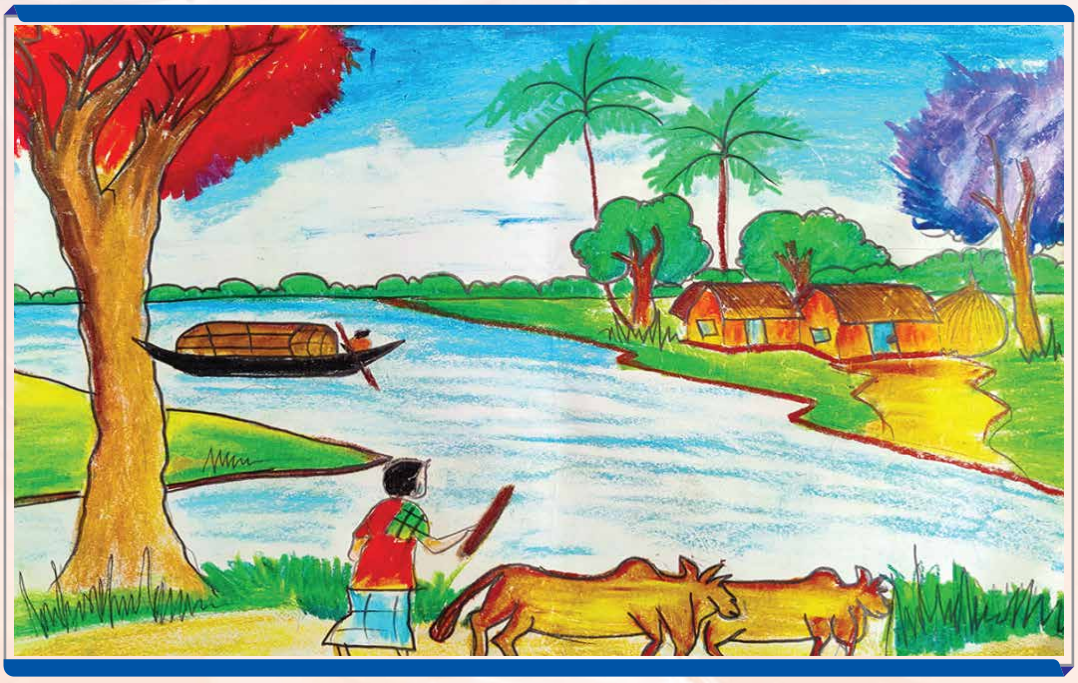

সায়ন্তি

শ্রেণি : পঞ্চম
শাখা : ডালিয়া

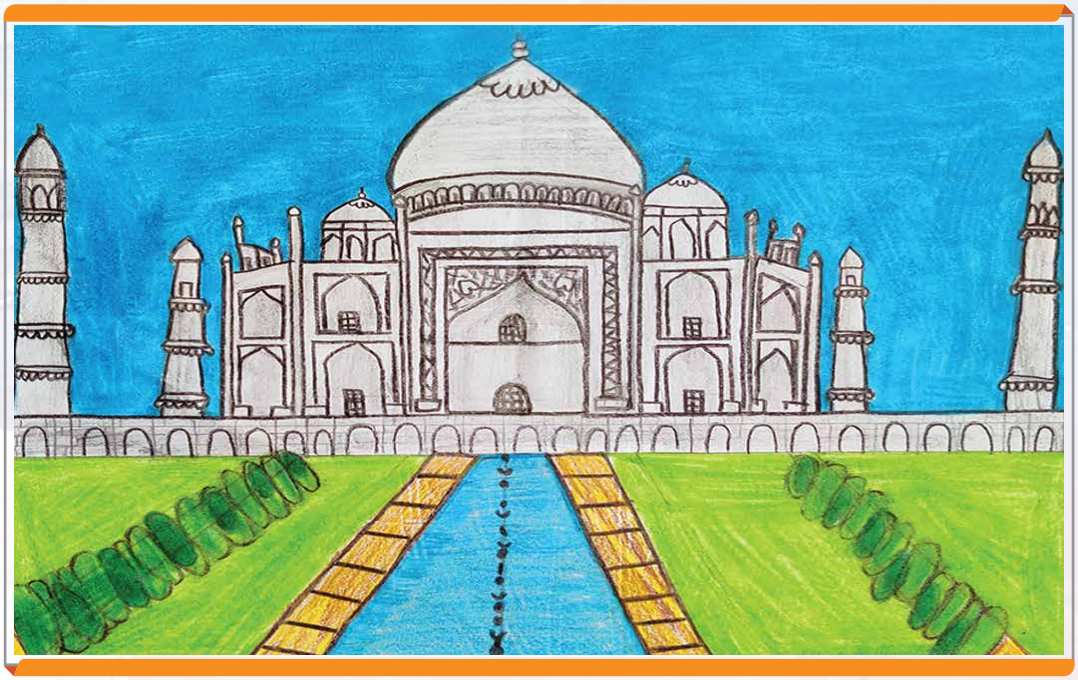

মৃত্তিকা হাসান

শ্রেণি : চতুর্থ
শাখা : ডালিয়া

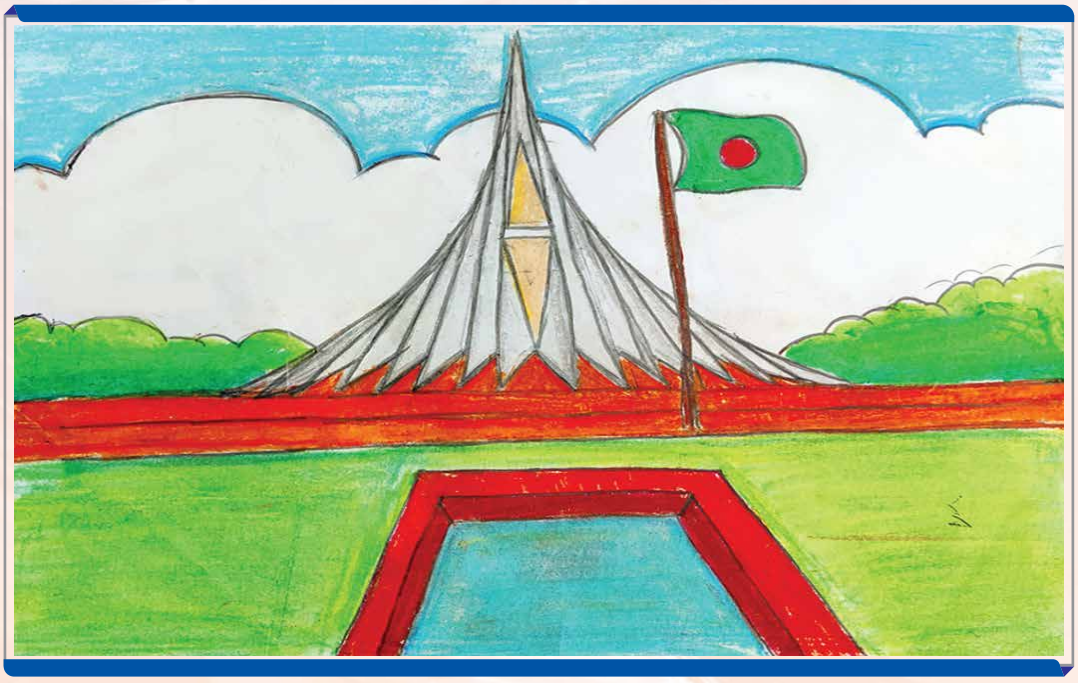

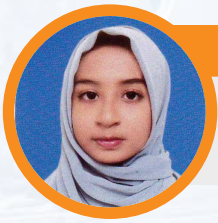

আতকিয়া বাশিরাহ্ আতফা

শ্রেণি : পঞ্চম
শাখা : ডালিয়া

সোহেলিকা জান্নাতি মাইশা

শ্রেণি : পঞ্চম
শাখা : ডালিয়া

হৃদিতা সাহা

শ্রেণি : পঞ্চম
শাখা : ডালিয়া

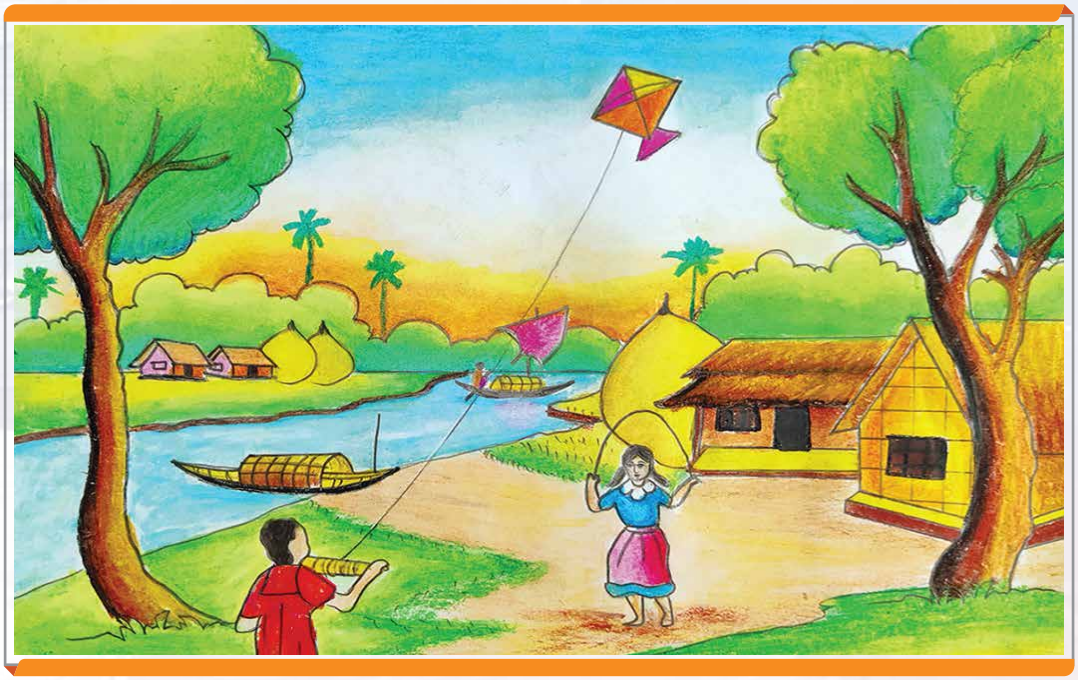

মিহ্‌দা জান্নাত

শ্রেণি : ষষ্ঠ
শাখা : ডালিয়া

মোছা. ইসরাত জাহান

শ্রেণি : ষষ্ঠ
শাখা : দোলনচাঁপা

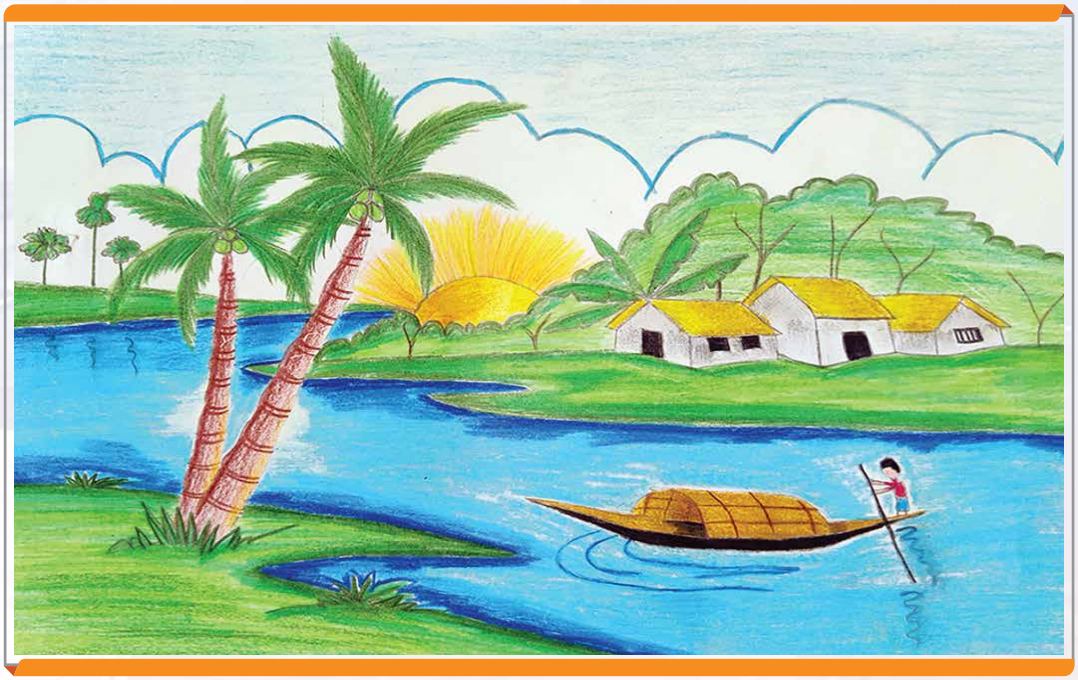

রুদ্র প্রতাপ রায়

শ্রেণি : ষষ্ঠ
শাখা : ডালিয়া

তাহসিন রহমান মৌরী

শ্রেণি : সপ্তম
শাখা : ডালিয়া

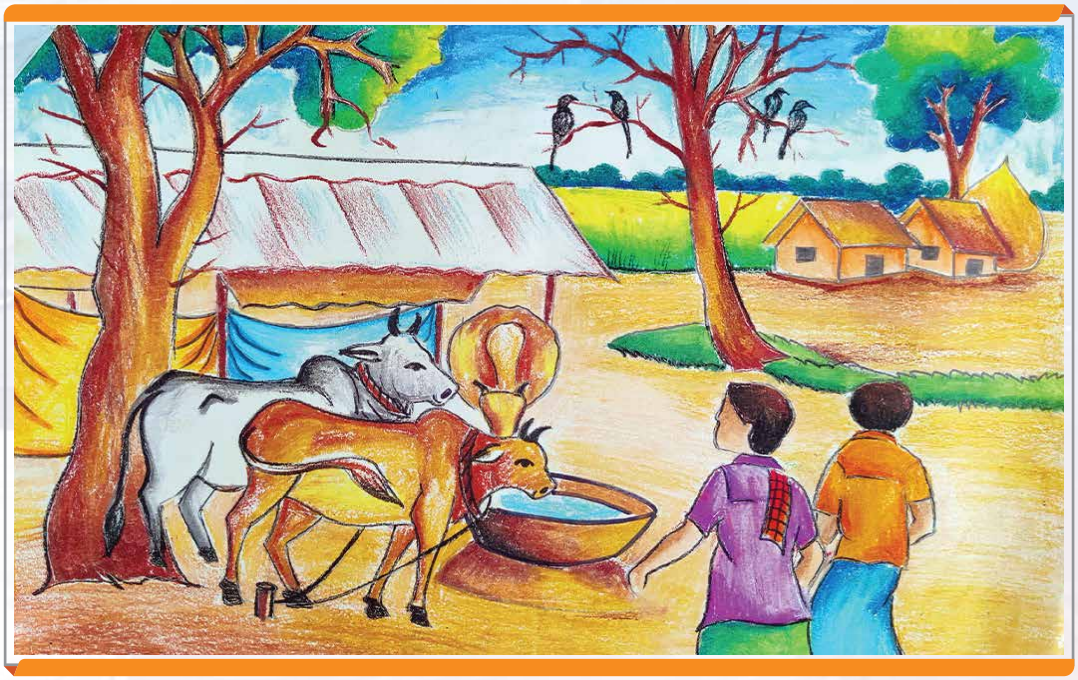

সাদিয়া রহমান

শ্রেণি : সপ্তম
শাখা : ডালিয়া

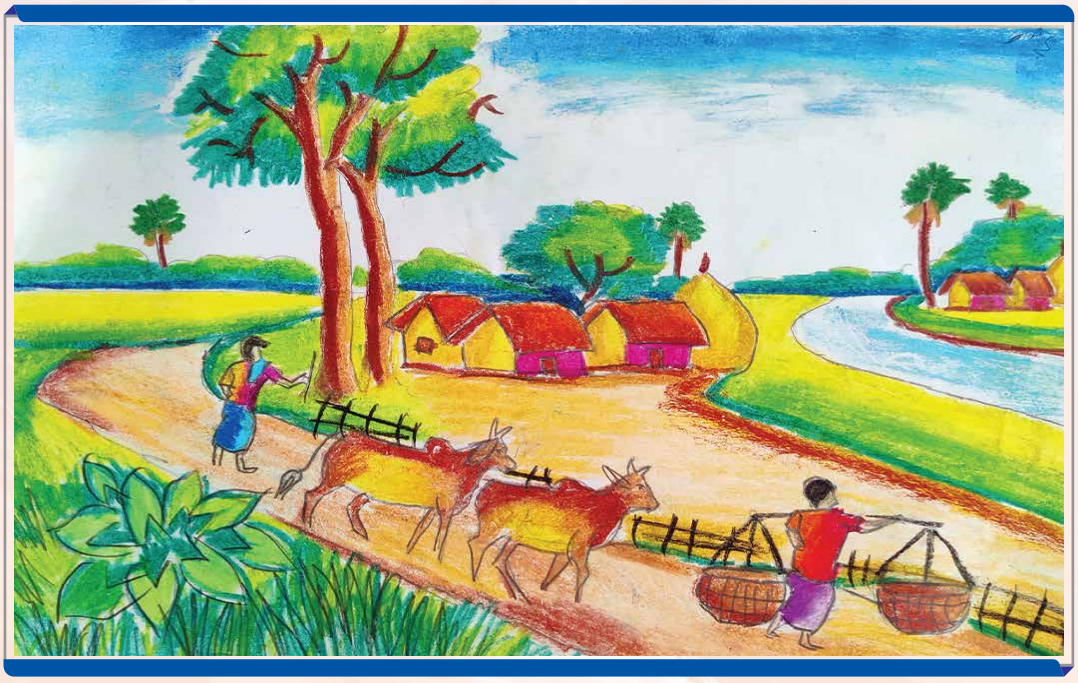

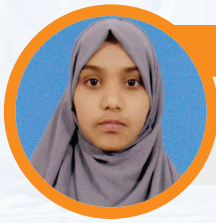

ফাহমিদা হুমায়রা

শ্রেণি : সপ্তম
শাখা : ডালিয়া

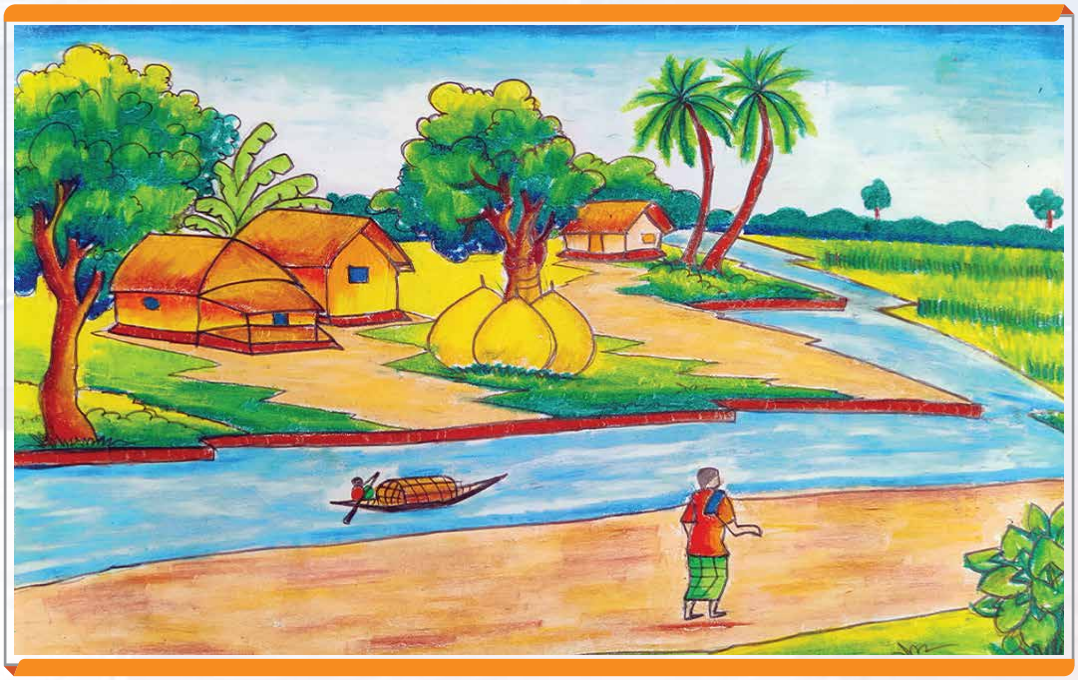

এ এম শামীন ইয়াসার শামস্

শ্রেণি : সপ্তম
শাখা : ডালিয়া

মোস্তারিন আক্তার লিসা

শ্রেণি : সপ্তম
শাখা : ডালিয়া

তাসমিয়া সিদ্দীকি লিসান

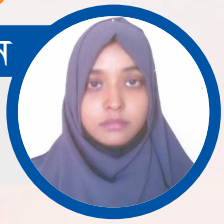

শ্রেণি : অষ্টম
শাখা : ডালিয়া

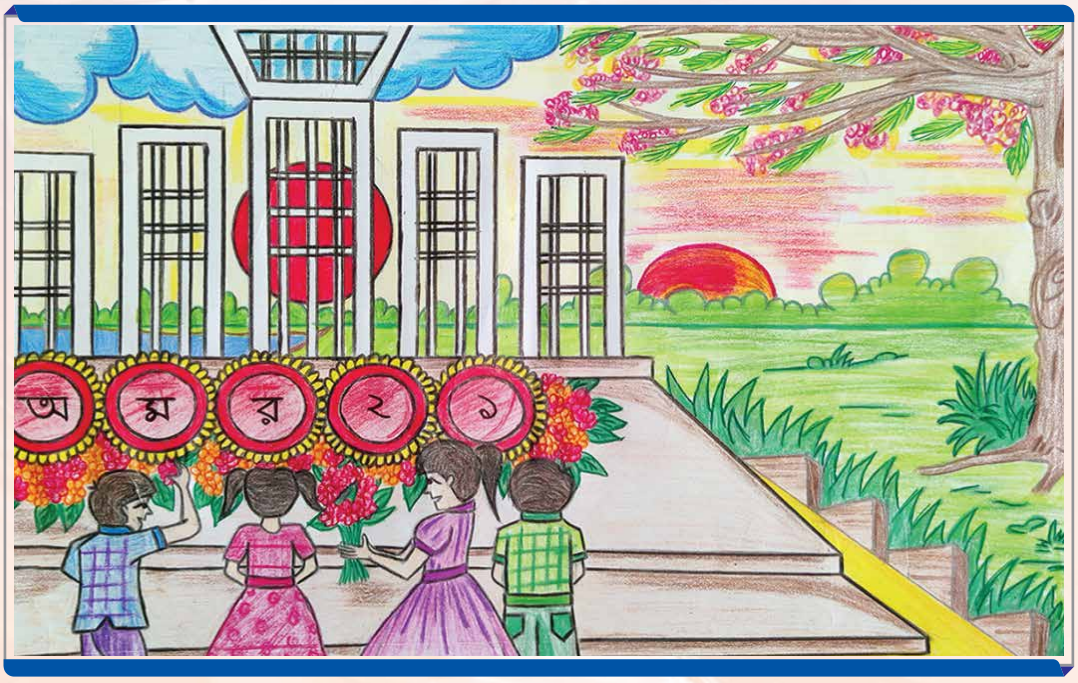

সাবিহা সরকার

শ্রেণি : অষ্টম
শাখা : ডালিয়া

স্বস্তিকা সরকার অর্চনা

শ্রেণি : নবম
শাখা : ডালিয়া

মো. সালেহীন আহনাফ

শ্রেণি : দ্বিতীয়
শাখা : ডালিয়া

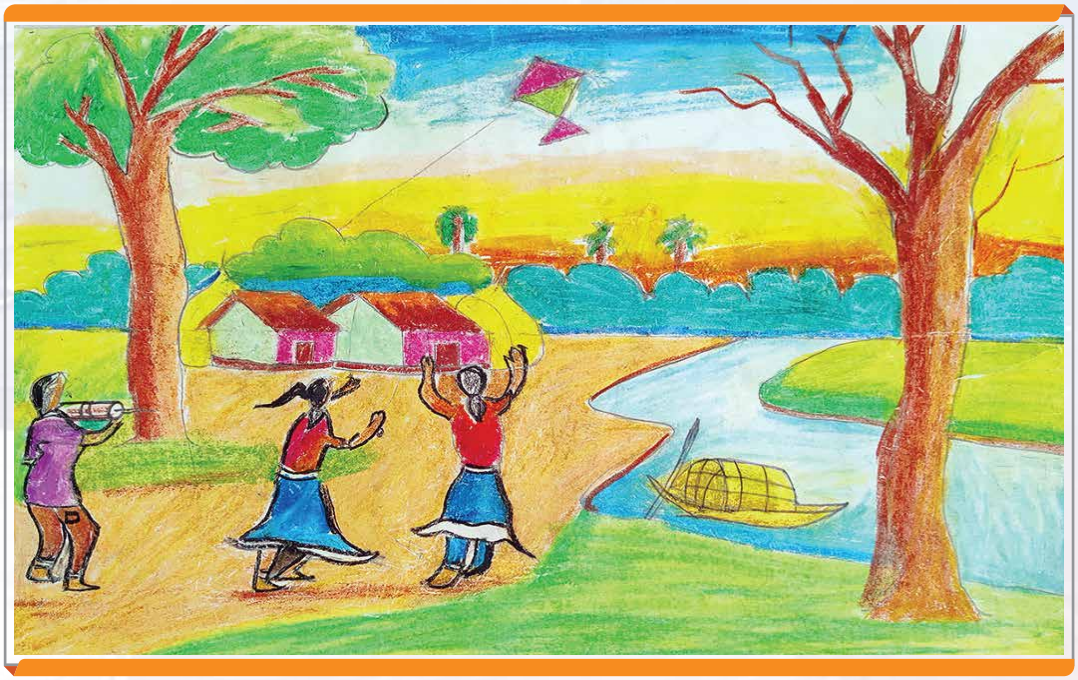

রাতুল হাওলাদার নূর

শ্রেণি : নবম
শাখা : ডালিয়া

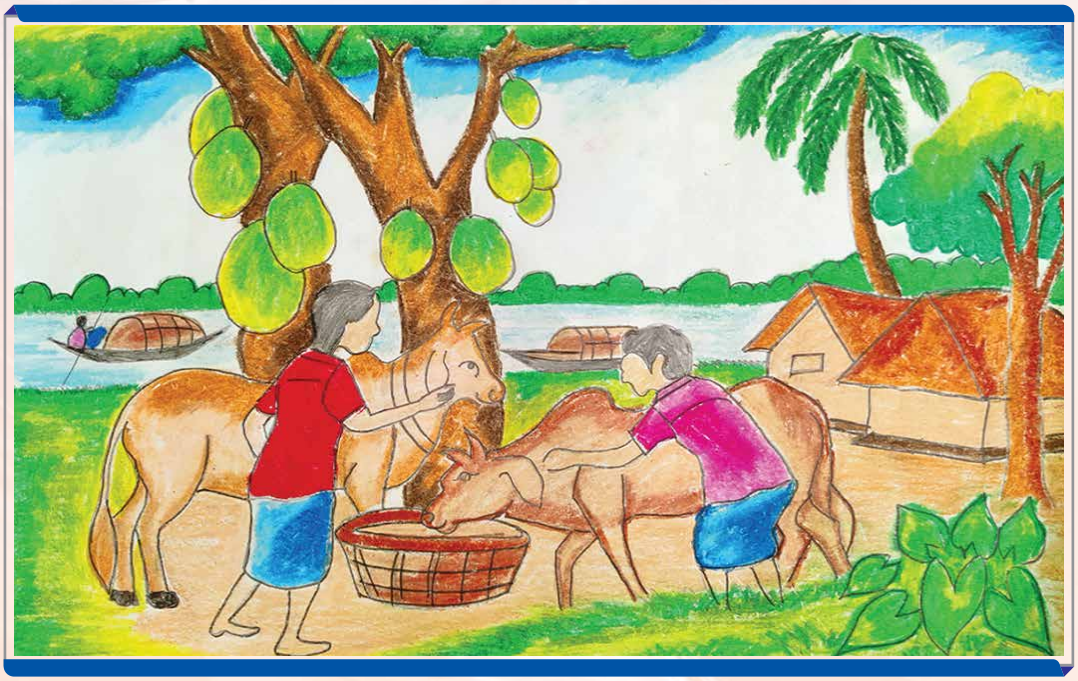

মিনহা আক্তার তুবা

শ্রেণি : নবম
শাখা : ডালিয়া

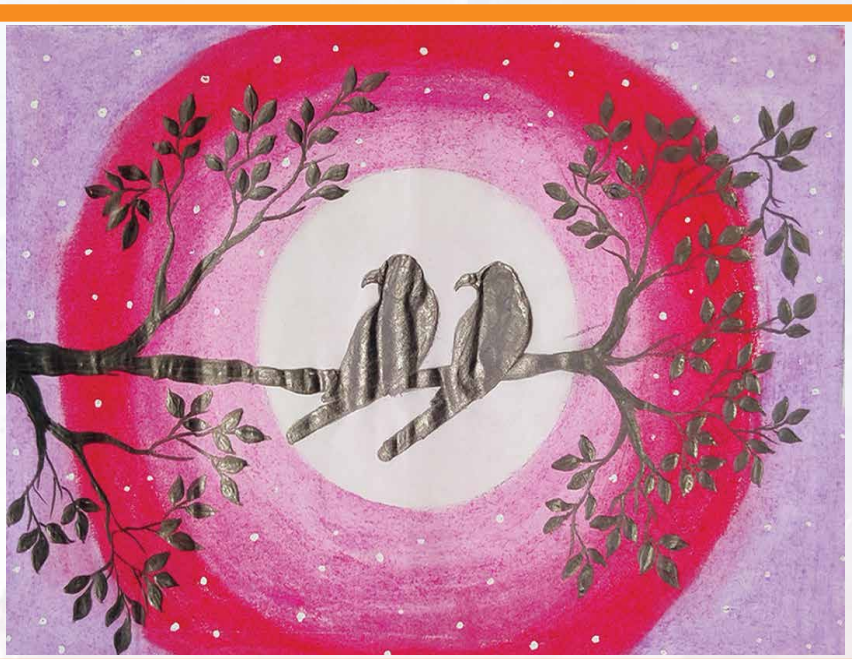

শারিহা নাজীন

শ্রেণি : নবম
শাখা : ডালিয়া

তাথই সরকার নন্দিনী

শ্রেণি : নবম
শাখা : ডালিয়া

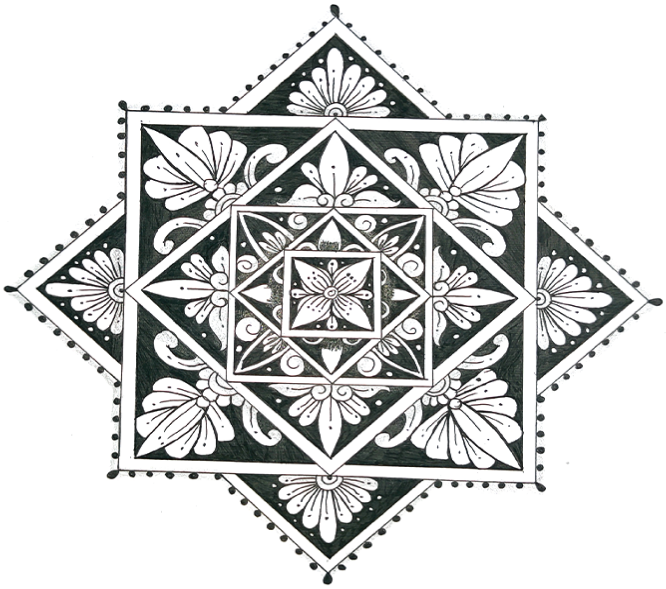

অর্পণ কুমার বর্মণ

শ্রেণি : ৮ম
শাখা : ড্যাফোডিল

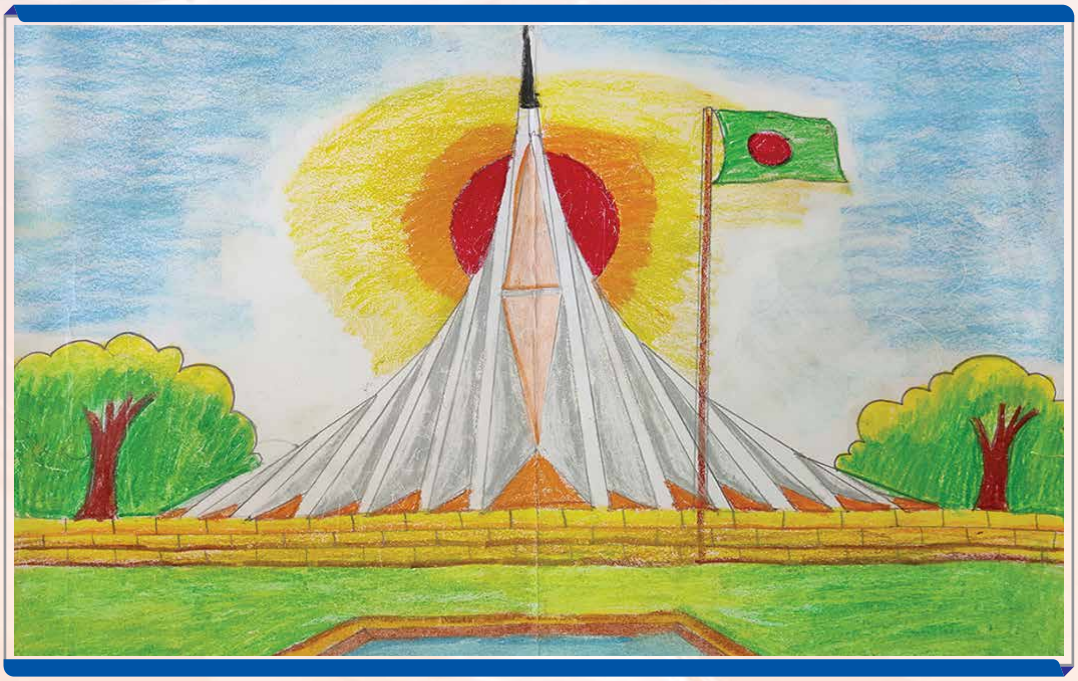

মোছা. নুসরাত তাবাসসুম রাইশা

শ্রেণি : অষ্টম
শাখা : ড্যাফোডিল

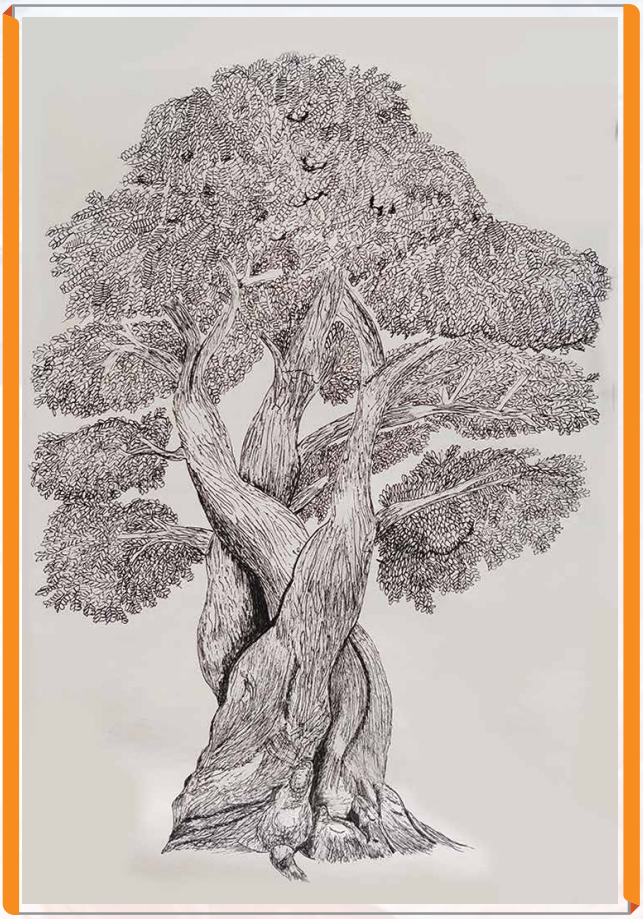

নন্দিতা সরকার

শ্রেণি : অষ্টম
শাখা : ড্যাফোডিল

সুরুভী ইসলাম রিমা

শ্রেণি : অষ্টম
শাখা : ডালিয়া

আল রাগীব আসেব আরব

শ্রেণি : চতুর্থ
শাখা : ডালিয়া

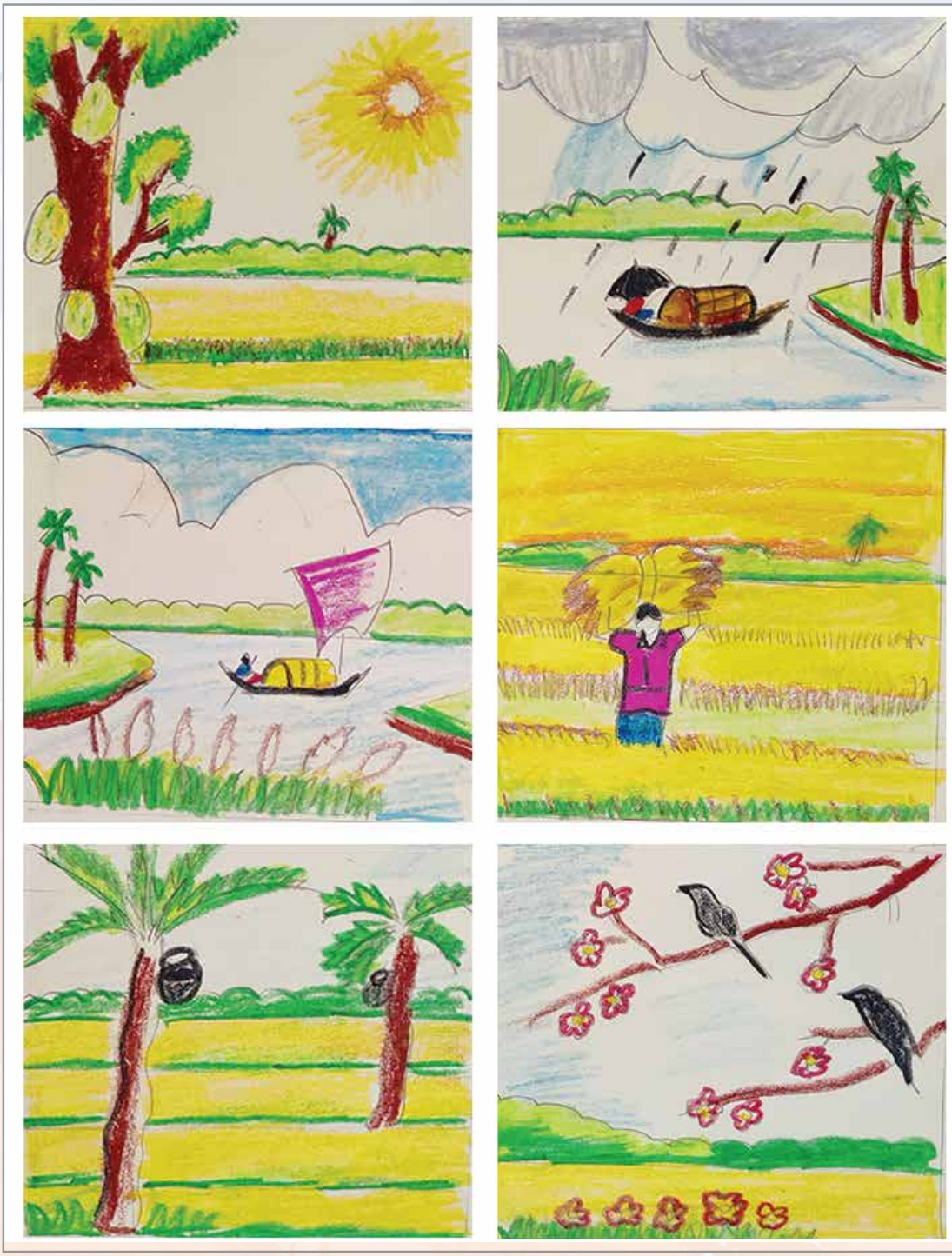

মিহির সরকার

সিনিয়র শিক্ষক
চারু ও কারুকলা

স্মৃতির পাতারা...

ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন- ২০২৪

৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্য

৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শিক্ষক মহোদয়

বই উৎসব- ২০২৪

বই উৎসব- ২০২৪

পিঠা উৎসব- ২০২৪

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রভাতফেরি

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পুষ্প স্তবক অর্পণ

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন

ইনহাউজ টিচার ট্রেনিং- ২০২৪

এসএসসি- ২০২৪ পরীক্ষায় কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা

এসএসসি- ২০২৪ পরীক্ষায় সফলতার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষকবৃন্দের ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশন

রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

এইচএসসি- ২০২৪ ব্যাচ এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও বিদায় সংবর্ধনা

এইচএসসি-২০২৪ বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দোয়া

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উপহার প্রদান

বিদায়ী শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে উপহার প্রদান

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানে স্বাগতম

শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ছবি

পরিবেশ দিবস কর্মসূচিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী একাংশ

পরিবেশ দিবস কর্মসূচিতে উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্য

এসএসসি-২০২৪ ব্যাচের বিদায়ী শিক্ষার্থীদের আনন্দ উল্লাস

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণে শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণে সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণে অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্য

একাদশ শ্রেণির নবীনবরণে উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্য

নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ

শিক্ষা সফর- ২০২৪

শিক্ষা সফর- ২০২৪

এসএসসি- ২০২৪ ব্যাচ এর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও বিদায় সংবর্ধনা

শিক্ষক মহোদয়ের অনুভূতি ব্যক্তকরণ

অধ্যক্ষ মহোদয়ের দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য

শিক্ষার্থীর অনুভূতি ব্যক্তকরণ

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উপহার প্রদান

জনাব এস,এম, সাঈদ হাসান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা মহোদয়ের আগমনে ফুলেল শুভেচ্ছা

বিশ্ব সাহিত্যর কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বই উপহার

মাদককে না বলি বিষয়ক সচেতনতায় বিভিন্ন স্লোগানে শিক্ষার্থীরা

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি চেক প্রদান

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে সঙ্গীত পরিবেশন

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে কবিতা আবৃত্তি

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে নৃত্য পরিবেশন

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন- ২০২৪

ক্ষুদে ডাক্তার কর্মসূচি- ২০২৪

ফল উৎসব- ২০২৪

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসে শিক্ষার্থীদের প্যারেড

মহান বিজয় দিবসে ডিসপ্লে

মহান বিজয় দিবসে পুরস্কার হাতে বিজয় উল্লাসে শিক্ষার্থীরা

অভিভাবক সমাবেশ

এক নজরে এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

অ্যাসেম্বলি

বিতর্ক ক্লাব

হাতের লেখা প্রশিক্ষণ ক্লাব

নৃত্য ক্লাব

সংগীত ক্লাব

এক নজরে এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

শ্রেণি কক্ষে পাঠদান

মাল্টি মিডিয়া ক্লাস

কলেজ শাখার ক্লাস রুম

বিজ্ঞান ল্যাব

আইসিটি ল্যাব

এক নজরে এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

শিক্ষার্থীদের কার্ড পাঞ্চ

পরিবহন

ক্যাশ কাউন্টার

শহিদ মিনার

ক্যান্টিন

এক নজরে এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ

শিশু পার্ক

গার্ডিয়ান শেড

লাইব্রেরি

খেলার মাঠ

শ্রেণি কক্ষে পাঠদান

EIIN-138400
School Code: 6457, College Code: 6011

এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা

কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহা, গাইবান্ধা-৫৭০০
ফোন: +৮৮-০২৫৮৮৮৭৭৬৩৩, মোবাইল: ০১৭৩০-০৭২৫০০
www.skssc.edu.bd